# সুন্দরকাণ্ড

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# প্রস্তাবনা

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত **'শ্রীরামচরিতমানস'** একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী সংবলিত ভক্তিমূলক এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে সারা ভারতে সুপ্রচারিত। ইতিপূর্বেই গীতাপ্রেস থেকে এটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে সেটি বিশেষ সমাদৃতও হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থটির অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়।

শ্রীরামচরিতমানসের অন্তর্গত সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে ভক্তপ্রবর মহাবীর হনুমানের জীবন-চরিত ত্যাগ, সেবা, ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীরত্ব আদিতে সমুজ্জ্বল এবং সেটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে সুন্দরকাণ্ডে। সুন্দরকাণ্ড পাঠে গ্রহ-বৈগুণ্য তথা বিবিধ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং সংসারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে, —এরূপ বিশ্বাস ভারতীয় সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত এবং বিভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থের দ্বারা সমর্থিত। এইজন্য অনেকে সমগ্র রামায়ণের মধ্যে কেবলমাত্র এই 'সুন্দরকাণ্ড'টিই বিশেষভাবে পাঠ করে থাকেন। তাঁদের কথা ভেবেই এককভাবে **'সুন্দরকাণ্ডের'** এই প্রকাশনা। এই সংস্করণে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে দোহা, চৌপাই ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে রেখে পাশে সেগুলির অর্থ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে এর ফলে মূল এবং অর্থ জানতে আগ্রহী—উভয়বর্গের পাঠককুল উপকৃত হবেন। শ্রীযুক্ত অরুণদেব ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষ আগ্রহ নিয়ে নতুন করে এটির অনুবাদ করেছেন। যাঁদের উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস তাঁরা সন্তুষ্ট হলেই সকলের শ্রম সার্থক হবে। শমিতি—

— **প্রকাশক**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আদি কবি মহর্ষি বাল্মিকী বিরচিত রামকাহিনী বা রামায়ণ ভারতীয় জনসমাজে এক অতি পরিচিত নাম। এই গ্রন্থের কাণ্ড বা অধ্যায় সাতটি। যথা বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। বাল্মিকী রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে গোস্বামী তুলসীদাস প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে অবধী অর্থাৎ পূর্বী-হিন্দি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন **'শ্রীরামচরিতমানস'**। এই নামকরণের তাৎপর্য হল এটি রামচরিত্ররূপ মানস সরোবর, যাতে শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের মনোহংস যথেষ্ট বিহার করতে পারে। বস্তুত বাল্মিকী রামায়ণে কর্মের প্রাধান্য থাকলেও **'শ্রীরামচরিতমানস'** গ্রন্থটিতে ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। তুলসীদাস ছিলেন একাধারে কবি, গীতিকার, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাধক। সেইজন্য তাঁর রচিত এই গ্রন্থ সাহিত্য পিপাসু ভক্তজনের মনকে যেভাবে বহুকাল ধরে রামময় করে আসছে তার তুলনা হয় না। বস্তুত এই অতুলনীয় গ্রন্থটি উত্তর ভারতের এক বৃহৎ অংশকে ভাবের ও ভক্তির সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে।

বর্তমান গ্রন্থটি তুলসীদাস বিরচিত **'শ্রীরামচরিতমানস'**-এর অন্তর্গত সুন্দরকাণ্ডের বঙ্গানুবাদ। সুন্দরকাণ্ডে মোট ষাটটি দোহা (চৌপাই সহ) আছে। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের পর সীতার অন্বেষণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রয়াসের কাহিনীই সুন্দরকাণ্ডে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মঙ্গলাচরণের পর শ্রীহনুমানের লঙ্কার উদ্দেশ্যে গমন থেকে শুরু করে

সেতু বন্ধনের আগের সমস্ত ঘটনা এই কাণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে। হনুমান-বিভীষণ সংবাদ, সীতা-হনুমান সংবাদ, মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ এবং হনুমান-রাবণ সংবাদগুলিতে রামের যে গুণকীর্তন করা হয়েছে সেগুলিতে কাব্যরস, আনন্দরস, বীররস এবং ভক্তিরস ঝঙ্কৃত হয়েছে। শ্রীরামভক্ত হনুমানের শৌর্য-বীর্য-বিনয় ও ভক্তিরসের বর্ণনায় এই কাণ্ডটি পরিপূর্ণ। মূল কবিতার ভাবানুযায়ী বঙ্গানুবাদও যে পাঠকদের মনকে আকৃষ্ট করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনুবাদক এবং প্রকাশন সংস্থা গীতা প্রেস তার জন্য বাংলাভাষী পাঠকদের অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

জন্মাষ্টমী ১৪০৮ **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

# গোস্বামী তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রয়াগের কাছে বান্দা জেলায় রাজাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে আত্মারাম দুবে নামে একজন বিখ্যাত সরযূতীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল হুলসী। ১৫৫৪ সম্বৎ (বঙ্গাব্দ ৯০৫ সাল) এর শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীতে মূলা নক্ষত্রে এই ভাগ্যবান দম্পতির জীবনে বার মাস গর্ভে থাকার পর গোস্বামী তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে বালক তুলসীদাস কাঁদেননি, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে 'রাম' শব্দ বেরিয়েছিল। তাঁর মুখে বত্রিশটি দাঁত ছিল। তাঁর গঠনসৌষ্ঠব পাঁচ বছরের বালকের মতো ছিল। এই অদ্ভুত বালককে দেখে পিতা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হয়ে এর সম্বন্ধে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। এই সব দেখে মা হুলসীর বড়ই দুশ্চিন্তা হল। তিনি বালকের অনিষ্টের আশঙ্কায় দশমীর রাতে নবজাত শিশুকে নিজের দাসীর সাথে তাঁর শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং পরের দিন তিনি অসার সংসার ত্যাগ করলেন। দাসীর নাম ছিল 'চুনিয়াঁ'। সে অত্যন্ত আদর যত্নের সাথে বালকের পরিচর্যা করল। তুলসীদাসের বয়স যখন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর, তখন চুনিয়াঁরও মৃত্যু হল এবং বালক তুলসীদাস অনাথ হয়ে গেল। সে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এ-বাড়ি ও-বাড়ির দরজায় দরজায় তিরস্কৃত হতে লাগল। এইসময় জগজ্জননী পার্বতী দেবীর এই প্রতিভাবান বালকের ওপর দয়া হল। তিনি ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে প্রতিদিন এই বালকের কাছে এসে তাকে নিজের হাতে ভোজন করিয়ে যেতেন।

এদিকে ভগবান শংকরের ইচ্ছায় রামশৈলের নিবাসী শ্রীঅনন্তানন্দজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীনরহর্যানন্দজী এই বালককে খুঁজে বের করে তার নাম রাখলেন রামবোলা। তিনি তাকে অযোধ্যায় নিয়ে

গেলেন এবং ১৫৬৯ সম্বতের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথি শুক্রবারে তার উপনয়ন সংস্কার করলেন। কেউ না শেখালেও বালক রামবোলা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করল দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। এরপর নরহরি স্বামী বৈষ্ণবের পঞ্চসংস্কার করে রামবোলাকে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন এবং অযোধ্যায় থেকেই তাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগলেন। বালক রামবোলার প্রখর বুদ্ধি ছিল। একবার গুরুর মুখ থেকে যা শুনতো সাথে সাথে তাই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। কিছুদিন বাদে গুরু-শিষ্য দুজনেই সেখান থেকে শূকরক্ষেত্রে পৌঁছান। সেখানে শ্রীনরহরি স্বামী তুলসীদাসকে রামচরিতমানস শোনান। কিছুদিন বাদে তুলসীদাস সেখান থেকে কাশী চলে এলেন। কাশীতে শেষসনাতনজীর কাছে পনের বৎসর পর্যন্ত বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। এরপর তাঁর মনে সাংসারিক জীবনের কিছু ইচ্ছা জাগে, তিনি তাঁর বিদ্যাগুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সেখানে এসে তিনি দেখেন যে তাঁর ঘর সংসার সব নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি শাস্ত্রমতে নিজের পিতার শ্রাদ্ধ করলেন এবং সেখানে থেকেই সকলকে রামকথা শোনাতে লাগলেন।

সম্বৎ ১৫৮৬ (বঙ্গাব্দ ৯৩৭ সাল) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবারে ভরদ্বাজগোত্রীয় এক সুন্দরী কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি নববধূর সাথে সুখে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একবার তাঁর স্ত্রী তাঁর ভাই-এর সাথে নিজের মায়ের কাছে যান। তুলসীদাসজীও পেছন পেছন সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ওঁর স্ত্রী এর জন্য তাঁকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, 'আমার এই রক্তমাংসের শরীরে তোমার যে আসক্তি এর অর্ধেকও যদি তুমি ভগবানকে দিতে তাহলে তোমার বন্ধন মুক্তি হয়ে যেত।'

কথাটা তুলসীদাসের মনে লেগে গেল। একমুহূর্তও বিলম্ব না করে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন।

সেখান থেকে তুলসীদাস প্রয়াগে আসেন। সেখানে তিনি গৃহস্থবেশ

ত্যাগ করে সাধুবেশ ধারণ করেন। তারপর নানা তীর্থ পর্যটন করে আবার কাশী এসে পৌঁছান। মানস সরোবরের তীরে তিনি কাকভূশণ্ডীর দর্শন লাভ করেন।

কাশীতে তুলসীদাসজী রামকথা গান করতে লাগলেন। সেখানে একদিন এক প্রেতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁকে হনুমানজীর সন্ধান দিয়ে দেয়। হনুমানজীকে দর্শন করে তুলসীদাস তাঁর কাছে রঘুনাথের দর্শন প্রার্থনা করেন। হনুমানজী বলেন, 'চিত্রকূটে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।' তখন তুলসীদাস চিত্রকূট যাত্রা করেন।

চিত্রকূট পৌঁছে তিনি রামঘাটে তাঁর আসর বসালেন। একদিন তিনি পরিক্রমা করতে বেরুলেন। পথে তাঁর শ্রীরামের দর্শন হয়। তিনি দেখেন যে অতি সুন্দর দুই রাজকুমার ধনুর্বাণ হাতে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। তিনি তাঁদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু তাঁদের চিনতে পারেননি। পেছন থেকে হনুমানজী এসে তাঁকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, তখন তাঁর আর অনুতাপের সীমা রইল না। হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে প্রাতঃকালে তাঁর আবার দর্শন হবে।

১৬০৭ সম্বৎ (৯৫৮ বঙ্গাব্দ) মৌনী অমাবস্যা বুধবার ভগবান শ্রীরাম আবার তুলসীদাসের সামনে আবির্ভূত হন। তিনি বালকরূপে তুলসীদাসকে বললেন, বাবাজী ! আমায় একটু চন্দন দাও তো ! হনুমান ভাবলেন যে তুলসীদাস এবারও যেন আর ভুল না করে ! তোতাপাখির রূপ ধরে তিনি তখন এই দোহাটি বললেন—

**চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তন কে ভীর।**
**তুলসীদাস চন্দন ঘিসেঁ তিলক দেত রঘুবীর॥**

তুলসীদাস সেই মনোহর মূর্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। ভগবান শ্রীরাম নিজের হাতে চন্দন নিয়ে নিজের কপালে এবং পরে তুলসীদাসের কপালে ফোঁটা দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

১৬২৮ সম্বতে (৯৭৯ বঙ্গাব্দ) হনুমানজীর নির্দেশে তিনি

অযোধ্যায় পাড়ি দেন। তখন প্রয়াগে মাঘমেলা হচ্ছিল। তিনি কয়েকদিন সেখানে থেকে গেলেন। উৎসবের ছয় দিন পরে একটি বটগাছের নীচে তিনি ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দর্শন পান। শূকরক্ষেত্রে তিনি নিজের গুরুর মুখে যে কাহিনী শুনেছেন সেদিন সেইসময় সেই রামচরিতমানসেরই আলোচনা হচ্ছিল। সেখান থেকে তিনি কাশী চলে যান এবং প্রহ্লাদঘাটে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। সেখানে তাঁর ভেতরকার কবিশক্তির প্রকাশ হয় এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় পদ্য লিখতে থাকেন। কিন্তু দিনেরবেলা তিনি যেসব কবিতা লিখতেন রাত্রিবেলা সেগুলি মুছে যেত। এই ঘটনা রোজ ঘটত। অষ্টমদিনে তুলসীদাস এক স্বপ্ন দেখেন যে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে নিজের ভাষায় কাব্য রচনার নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল তিনি উঠে বসলেন। সেই মুহূর্তে হর-পার্বতী তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। মহাদেব বললেন 'তুমি অযোধ্যায় গিয়ে বাস করো এবং হিন্দীভাষায় কাব্য রচনা করো। আমার আশীর্বাদে তোমার কাব্য সামবেদের সমান ফলবতী হবে।' এই কথা বলে গৌরী ও শংকর ভগবান অন্তর্ধান করলেন। এই নির্দেশ অনুসারে তুলসীদাস কাশী থেকে অযোধ্যায় চলে আসেন।

১৬৩১ সম্বতের (৯৮২ বঙ্গাব্দ) শুরুতে রামনবমীর দিন প্রায় সেইরকমই গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ ছিল যেমন ছিল ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিনে। সেইদিন সকালবেলা তুলসীদাস রামচরিতমানসের রচনা আরম্ভ করেন। দুই বছর সাত মাস ছাব্বিশ দিনে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। ১৬৩৩ সম্বতের (৯৮৪ বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষে রামবিবাহের দিন সাতটি কাণ্ড সমাপ্ত হয়।

এরপর ভগবানের নির্দেশে তুলসীদাস কাশী চলে এলেন। সেখানে বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণাকে রামচরিতমানস শ্রবণ করান। রাত্রিবেলা পুস্তকটি বিশ্বনাথের মন্দিরে রেখে দিলেন। সকালবেলা যখন পুস্তকের

আবরণ খোলা হল তখন দেখা গেল পুস্তকের ওপরে লেখা— '**সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্**' আর নীচে বাবা বিশ্বনাথের স্বাক্ষর। সেইসময় উপস্থিত জনেরা '**সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্**' এই ধ্বনিও শোনেন।

পণ্ডিতেরা যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তাঁদের মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক হল। তাঁরা সমবেতভাবে তুলসীদাসের নিন্দা প্রচারে তৎপর হলেন এবং বইটি নষ্ট করার চেষ্টাও করতে লাগলেন। বইটি চুরি করার জন্য তাঁরা দুটো চোরকেও নিযুক্ত করলেন। চোরেরা চুরি করতে গিয়ে দেখে যে তুলসীদাসের বাড়ির চারপাশে দুই বীরপুরুষ ধনুর্বাণ নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এই পুরুষ দুটি সুদর্শন শ্যাম ও গৌরবর্ণ। এঁদের দর্শনে চোরেদের বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়ে গেল। সেইদিন থেকে তারা চুরি করা ত্যাগ করল এবং ভজন-কীর্তনে মন দিল। তাঁর লেখা বইটি রক্ষার জন্য ভগবান কষ্ট করে পাহারা দিচ্ছেন বুঝতে পেরে তুলসীদাস তাঁর সব জিনিসপত্র বিলিয়ে দিলেন এবং বইটি তাঁর বন্ধু টোডরমলের কাছে রেখে দিলেন। এরপর তিনি একটি দ্বিতীয় কপি লিখলেন। সেই প্রতিলিপির পশ্চাৎপটের ওপর অন্যান্য প্রতিলিপি তৈরি হতে লাগল। পুস্তকের প্রচার দিনের পর দিন বাড়তেই থাকল।

এদিকে পণ্ডিতেরা অন্য কোনও উপায় না দেখে সেই পুস্তকটি শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর কাছে পাঠালেন তাঁর মতামতের জন্য। মধুসূদন সরস্বতী বইটি দেখে অত্যন্তই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং লিখলেন—

**আনন্দকাননে হ্যস্মিঞ্জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।**
**কবিতামঞ্জরী ভাতি রামভ্রমরভূষিতা।।**

'এই কাশীরূপী আনন্দকাননে তুলসীদাস হলেন চলমান তুলসীগাছের চারা। তাঁর কবিতারূপী মঞ্জরী অতীব সুন্দর, যার ওপর শ্রীরামরূপী ভ্রমর সর্বদা গুণগুণ করে বেড়ান।'

এতেও পণ্ডিতেরা খুশি হলেন না। তখন তারা এই বইয়ের পরীক্ষার আর এক উপায় স্থির করলেন। বাবা বিশ্বনাথের সামনে সবার ওপরে

বেদ, তার নীচে শাস্ত্র, শাস্ত্রের নীচে পুরাণ এবং সকলের নীচে রামচরিতমানস রেখে দেওয়া হল এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখা হল। ভোরবেলা মন্দির খুলে দেখা গেল যে শ্রীরামচরিতমানস বেদেরও ওপরে বসে আছেন। এতে পণ্ডিতেরা বড়ই লজ্জায় পড়লেন। তাঁরা গিয়ে তুলসীদাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ভক্তিভরে তাঁর চরণামৃত পান করলেন।

এরপর থেকে তুলসীদাসী অসীঘাটে বাস করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে কলিযুগ মূর্তিধারণ করে তাঁর কাছে এল এবং ভয় দেখাতে থাকল। গোস্বামীজী হনুমানকে স্মরণ করলেন। হনুমানজী তাঁকে বিনয়ের পদ রচনা করতে বললেন ; অতঃপর গোস্বামীজী বিনয়-পত্রিকা লিখলেন এবং ঈশ্বরের চরণে তাকে সমর্পণ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই বই-এর ওপর নিজে স্বাক্ষর করে দিলেন এবং তুলসীদাসকে অভয় দিলেন।

১৬৮০ সম্বতে (১০৩১ বঙ্গাব্দে) শ্রাবণ কৃষ্ণ তৃতীয়া শনিবার অসীঘাটের ওপর রাম নাম জপ করতে করতে গোস্বামীজী দেহত্যাগ করলেন।

# সূচীপত্র

।। শ্রীগণেশায় নমঃ ।।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

# শ্রীরামচরিতমানস

## সুন্দরকাণ্ড

### শ্লোক (১—৩)

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্।।
নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ।।
অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি।।

*শ্লোক*—শান্তস্বভাব, সনাতন, অপ্রমেয় (সর্বপ্রমাণাতীত), নিষ্পাপ, মোক্ষরূপ পরম শান্তিদাতা, ব্রহ্মা, শম্ভু ও অনন্তনাগ দ্বারা অহর্নিশ সেব্যমান, বেদান্তবেদ্য, সর্বব্যাপী, রামনামধারী, জগদীশ্বর, সুরগুরু, মায়াতে নররূপধারী, করুণাকর এবং নৃপতিগণের অগ্রগণ্য রঘুবীর শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি।। ১ ।। হে রঘুপতি ! আমি সত্য বলছি আর আপনিও যা সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে আমার হৃদয়ে অন্য কোনো বাসনা নেই। হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ! আমাকে কেবল আপনার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি প্রদান করুন এবং আমার মনকে কামাদি দোষ বিরহিত করুন।। ২ ।। যাঁর শক্তি অতুলনীয়, দেহকান্তি সুবর্ণপর্বত (সুমেরু) সম উজ্জ্বল, যিনি রাক্ষসরূপ অরণ্যের (বিধ্বংসী) অগ্নিস্বরূপ, যিনি জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং সর্বগুণের আকর, যিনি বানরদের অধিপতি ও শ্রীরঘুপতির প্রিয় ভক্ত ( ও শ্রেষ্ঠ দূত), সেই পবননন্দন শ্রীহনুমানকে আমি নমস্কার করি।। ৩ ।।

চৌপাই (১—৫)

জামবন্ত কে বচন সুহাএ। সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভাএ॥
তব লগি মোহি পরিখেহু তুম্হ ভাঈ। সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাঈ॥

জব লগি আবৌঁ সীতহি দেখী। হোইহি কাজু মোহি হরষ বিসেষী॥
যহ কহি নাই সবন্হি কহুঁ মাথা। চলেউ হরষি হিয়ঁ ধরি রঘুনাথা॥

সিন্ধু তীর এক ভূধর সুন্দর। কৌতুক কূদি চঢ়েউ তা উপর॥
বার বার রঘুবীর সঁভারী। তরকেউ পবনতনয় বল ভারী॥

জেহিঁ গিরি চরন দেই হনুমন্তা। চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা॥
জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা। এহী ভাঁতি চলেউ হনুমানা॥

জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী। তৈঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী॥

দোহা (১)

হনূমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম।
রাম কাজু কীন্হেঁ বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম॥

চৌপাই (১—৩)

জাত পবনসুত দেবন্হ দেখা। জানৈঁ কহুঁ বল বুদ্ধি বিসেষা॥
সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা। পঠইন্হি আই কহী তেহিঁ বাতা॥

আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা। সুনত বচন কহ পবনকুমারা॥
রাম কাজু করি ফিরি মৈঁ আবৌঁ। সীতা কহ সুধি প্রভুহি সুনাবৌঁ॥

তব তব বদন পৈঠিহউঁ আঈ। সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ॥
কবনেহুঁ জতন দেই নহিঁ জানা। গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা॥

*চৌপাই*—জাম্ববানের সুমধুর কথা শ্রবণ করে শ্রীহনুমানের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। (তিনি বললেন) ভাই সকল! যতদিন পর্যন্ত সীতাদেবীর সন্ধান নিয়ে আমি ফিরে না আসি ততদিন দুঃখ সহ্য করে এবং কন্দ ও ফলমূল ভক্ষণ করে (ধৈর্য ধারণ করে) আমার প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা কোরো। কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কারণ আমার মন প্রফুল্ল হয়ে আছে। এইরূপ বলে শ্রীহনুমান সকলকে প্রণাম করে ও শ্রীরঘুনাথকে অন্তরে ধারণ করে প্রসন্নচিত্তে যাত্রা করলেন॥ ১-২॥ সমুদ্রের কূলে এক সুন্দর পর্বত ছিল। শ্রীহনুমান ক্রীড়াচ্ছলে (অনায়াসে) লাফিয়ে তার উপর উঠে পড়লেন। তারপর মনে মনে শ্রীরঘুবীরকে বার বার স্মরণ করে মহাবলবান শ্রীহনুমান অতি প্রবল বেগে ঊর্ধ্ব গগনে লাফিয়ে উঠে গেলেন॥ ৩॥ শ্রীহনুমানের পদভারে পদতলের পর্বতাংশ তৎক্ষণাৎ পাতালগামী হল। শ্রীহনুমান তখন শ্রীরঘুনাথের নিক্ষিপ্ত শরসম অমোঘ (সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে) প্রবল বেগে এগিয়ে যেতে লাগলেন॥ ৪॥ সমুদ্র শ্রীহনুমানকে শ্রীরঘুপতির দূত মনে করে বলল—হে মৈনাক পর্বত! তুমি এঁর (শ্রীহনুমানের) ক্লান্তি হরণ করবার জন্য তৎপর হও (অর্থাৎ এঁকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দান করো)॥ ৫॥

*দোহা—শ্রীহনুমান করস্পর্শ দান করে মৈনাক পর্বতকে প্রণাম করে বললেন—আরে ভাই! শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন না করে আমার বিশ্রাম নেওয়া যে সম্ভব হবে না॥ ১॥*

*চৌপাই*—দেবতাগণ পবননন্দন শ্রীহনুমানকে আকাশ পথে গমন করতে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁরা শ্রীহনুমানের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সুরসা নামক নাগমাতাকে প্রেরণ করলেন। সুরসা এসে শ্রীহনুমানকে বলল—আজ দেখছি দেবতারা আমার আহার্য বস্তু প্রেরণ করেছেন। নাগমাতার কথা শুনে শ্রীহনুমান বললেন—আগে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কার্য সম্পাদন করে এসে তাঁকে সীতাদেবীর সংবাদ দিই॥ ১-২॥ তারপর ফিরে এসে আমি (না হয়) তোমার মুখের মধ্যে নিজেই ঢুকে যাব (আর তুমি তখন আমাকে খেয়ে ফেলো)। মা আমার! আমি কথা দিলাম, এখন তুমি আমাকে যেতে দাও। যখন কোনো মতেই সুরসা শ্রীহনুমানকে ছাড়তে রাজি হল না তখন শ্রীহনুমান বললেন—তাহলে এখনই তুমি আমাকে গ্রাস করে ফেল॥ ৩॥

## চৌপাই (৪—৬)

জোজন ভরি তেহিঁ বদনু পসারা। কপি তনু কীন্হ দুগুন বিস্তারা।।
সোরহ জোজন মুখ তেহিঁ ঠয়ঊ। তুরত পবনসুত বত্তিস ভয়ঊ।।

জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা। তাসু দূন কপি রূপ দেখাবা।।
সত জোজন তেহিঁ আনন কীন্হা। অতি লঘু রূপ পবনসুত লীন্হা।।

বদন পইঠি পুনি বাহের আবা। মাগা বিদা তাহি সিরু নাবা।।
মোহি সুরন্হ জেহি লাগি পঠাবা। বুধি বল মরমু তোর মৈঁ পাবা।।

## দোহা (২)

রাম কাজু সবু করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান।
আসিষ দেই গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান।।

## চৌপাই (১—৫)

নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ। করি মায়া নভু কে খগ গহঈ।।
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ। জল বিলোকি তিন্হ কৈ পরিছাহীঁ।।

গহই ছাহঁ সক সো ন উড়াঈ। এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ।।
সোই ছল হনূমান কহঁ কীন্হা। তাসু কপটু কপি তুরতহিঁ চীন্হা।।

তাহি মারি মারুতসুত বীরা। বারিধি পার গয়উ মতিধীরা।।
তহাঁ জাই দেখী বন সোভা। গুঞ্জত চঞ্চরীক মধু লোভা।।

নানা তরু ফল ফূল সুহাএ। খগ মৃগ বৃন্দ দেখি মন ভাএ।।
সৈল বিসাল দেখি এক আগেঁ। তা পর ধাই চঢ়েউ ভয় ত্যাগেঁ।।

উমা ন কছু কপি কৈ অধিকাঈ। প্রভু প্রতাপ জো কালহি খাঈ।।
গিরি পর চঢ়ি লঙ্কা তেহিঁ দেখী। কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেষী।।

*চৌপাই*—এইবার সুরসা (শ্রীহনুমানকে গিলে ফেলবার জন্য) এক যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রীহনুমান নিজ দেহকে দ্বিগুণ বড় করে ফেললেন। সুরসা তখন ষোলো যোজন লম্বা হাঁ করল। শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহকে বত্রিশ যোজন করে ফেললেন॥ ৪ ॥ সুরসা হাঁ বাড়াতে লাগল আর শ্রীহনুমানও পাল্লা দিয়ে দ্বিগুণ বড় হয়ে যেতে লাগলেন। (এইবার) সুরসা শত যোজন লম্বা হাঁ করল। তখন শ্রীহনুমান অতি ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করলেন॥ ৫ ॥ শ্রীহনুমান (সেই ক্ষুদ্র দেহে) সুরসার মুখের ভিতর প্রবেশ করেই বাইরে বেরিয়ে এলেন আর নতমস্তকে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। (তখন সুরসা বলল—) যে শক্তি ও বুদ্ধির মূল্যায়ন করবার জন্য দেবতারা আমাকে প্রেরণ করেছেন তার পরিচয় আমি তো পেয়েই গিয়েছি॥ ৬ ॥

*দোহা—তুমি অমিত শক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন তাই শ্রীরামচন্দ্রের সর্বকার্য সমাধা করতে সমর্থ হবে। সুরসা এইরূপ আশীর্বচন প্রদান করে চলে গেল আর শ্রীহনুমান পরমানন্দে এগিয়ে চললেন॥ ২ ॥*

*চৌপাই*—সমুদ্রে এক রাক্ষসী বাস করত। সে মায়া বিস্তার করে আকাশে বিচরণকারী জীবজন্তুদের শিকার করত। আকাশপথে গমনকালে সমুদ্রে জীবজন্তুর ছায়া পড়লে রাক্ষসী তা ধরে ফেলত (যার ফলে জীবজন্তুরা সমুদ্রে পড়ে যেত)। তখন রাক্ষসী তাদের বধ করে ভক্ষণ করত। তার মায়া শ্রীহনুমানকেও রেহাই দিল না কিন্তু শ্রীহনুমান তার শিকার পদ্ধতি ধরে ফেলে নিজেকে রক্ষা করলেন॥ ১-২ ॥ ধীরস্থির বুদ্ধিমান পবননন্দন বীর শ্রীহনুমানের হাতে রাক্ষসীর প্রাণ গেল। অনতিবিলম্বে শ্রীহনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কার বেলাভূমিতে নামলেন। সেই স্থান সুন্দর গাছপালায় সমৃদ্ধ ছিল আর ভ্রমরকুলের মধুর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল॥ ৩ ॥ বৃক্ষরাজিতে ফুল ও ফলের অনুপম সৌন্দর্য শ্রীহনুমানকে মুগ্ধ করল। পশুপক্ষীর উপস্থিতি তাঁকে অতিশয় প্রসন্ন করল। সম্মুখেই এক বিশাল পর্বত দেখে শ্রীহনুমান লাফিয়ে ছুটে তার উপরে উঠে পড়লেন॥ ৪ ॥ (শিবজী বললেন—) হে উমা! এতে বানর হনুমানের কোন বিশেষ কৃতিত্ব আছে তা মনে কোরো না। সবই প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও প্রতাপ, যা কালকেও গ্রাস করতে সক্ষম। পর্বতের উপর আরোহণ করে সম্পূর্ণ লঙ্কানগরী শ্রীহনুমানের দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে গেল। লঙ্কা এক বিশাল সুরক্ষিত দুর্গসম লাগছিল যা বর্ণনা করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল॥ ৫ ॥

চৌপাই (৬)

অতি উতঙ্গ জলনিধি চহু পাসা। কনক কোট কর পরম প্রকাসা॥

ছন্দ (১—৩)

কনক কোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা ঘনা।
চউহট্ট হট্ট সুবট্ট বীথীঁ চারু পুর বহু বিধি বনা॥
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্হি কো গনৈ।
বহুরূপ নিসিচর জূথ অতিবল সেন বরনত নহিঁ বনৈ॥

বন বাগ উপবন বাটিকা সর কূপ বাপীঁ সোহহীঁ।
নর নাগ সুর গন্ধর্ব কন্যা রূপ মুনি মন মোহহীঁ॥
কহুঁ মাল দেহ বিসাল সৈল সমান অতিবল গর্জহীঁ।
নানা অখারেন্হ ভিরহিঁ বহুবিধি এক একন্হ তর্জহীঁ॥

করি জতন ভট কোটিন্হ বিকট তন নগর চহুঁ দিসি রচ্ছহীঁ।
কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর অজ খল নিসাচর ভচ্ছহীঁ॥
এহি লাগি তুলসীদাস ইন্হ কী কথা কছু এক হৈ কহী।
রঘুবীর সর তীরথ সরীরন্হি ত্যাগি গতি পৈহহিঁ সহী॥

দোহা (৩)

পুর রখবারে দেখি বহু কপি মন কীন্হ বিচার।
অতি লঘু রূপ ধরৌঁ নিসি নগর করৌঁ পইসার॥

চৌপাই (১—২)

মসক সমান রূপ কপি ধরী। লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী॥
নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী। সো কহ চলেসি মোহি নিন্দরী॥

জানেহি নহীঁ মরমু সঠ মোরা। মোর অহার জহাঁ লগি চোরা॥
মুঠিকা এক মহা কপি হনী। রুধির বমত ধরনীঁ ঢনমনী॥

*চৌপাই*—সমুদ্র ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত লঙ্কাপুরি। অতি উচ্চ প্রাচীরও সুবর্ণমণ্ডিত হওয়ায় জ্যোতিতে চারিদিক ঝলমল করছিল॥ ৬ ॥

*ছন্দ*—বিভিন্ন বর্ণের মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণমণ্ডিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে সারি সারি বাসগৃহাদি দেখা যাচ্ছিল। রাজপথ, গলিপথ, চৌমোহনা ও পণ্যবীথিকা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। নগর দেখে মনে হচ্ছিল যে তা অতীব সুন্দর, সুসজ্জিত ও সুপরিকল্পিত। নগরে অসংখ্য গজ, অশ্ব, অশ্বতর, পদাতিক ও রথের সমাবেশ ছিল। বসবাসকারী রাক্ষসগণ অদ্ভুত দর্শন ছিল। সৈন্যদলকে পরম শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছিল যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়॥ ১ ॥ স্থানে স্থানে বন, উদ্যান, উপবন, সরোবর, কূপ ও পুষ্করিণীর অনুপম সৌন্দর্য ছিল। মানব, নাগ, দেব ও গন্ধর্ব-কন্যাদের রূপ ছিল মুনিমন মোহিতকারী। বহু মল্লভূমিতে পর্বতসম বিশাল দেহ মল্লদের তর্জনগর্জন সহকারে মল্লযুদ্ধরত দেখা যাচ্ছিল॥ ২ ॥ নগর রক্ষণাবেক্ষণে কোটি কোটি যোদ্ধা নিযুক্ত ছিল ; তারা (অতিশয় সতর্কতা সহকারে) নগরের চতুর্দিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। কোথাও বা দুষ্ট রাক্ষসদের মহিষ, মানুষ, ধেনু, খর, অজ ভক্ষণ করতে দেখা গেল। তুলসীদাস এদের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন কারণ এরা সকলেই তো শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ তীর্থে মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই পরমগতি লাভ করবে॥ ৩॥

*দোহা—নগর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত অসংখ্য যোদ্ধাদের কথা বিবেচনা করে শ্রীহনুমান স্থির করলেন যে ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করে রাত্রির অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করাই শ্রেয় হবে॥ ৩ ॥*

*চৌপাই*—(অতএব) শ্রীহনুমান মশকসম ক্ষুদ্রদেহ ধারণ করলেন আর নররূপে লীলাকারী শ্রীহরিকে (অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে) স্মরণ করে লঙ্কা প্রবেশে অগ্রসর হলেন। (লঙ্কার প্রবেশদ্বারে) লঙ্কিনী নামক রাক্ষসীর দৃষ্টি এড়ানো গেল না। সে বলে উঠল— আমাকে অগ্রাহ্য করে (অনাদর করে) কোথায় চললে ? ১ ॥ ওরে মূর্খ ! তুই আমার মর্ম (আসল পরিচয়) জানিস না। যেখানে যত চোর বর্তমান তারা সকলেই আমার আহার্যরূপে চিহ্নিত। মহাকপি শ্রীহনুমান তাকে এমন এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন যে সে রক্তবমন করতে করতে ভূমিশয্যা নিল॥ ২ ॥

### চৌপাই (৩—৪)

পুনি সম্ভারি উঠী সো লঙ্কা। জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা॥
জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্‌হা। চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্‌হা॥

বিকল হোসি তৈঁ কপি কে মারে। তব জানেসু নিসিচর সঙ্ঘারে॥
তাত মোর অতি পুণ্য বহূতা। দেখেউঁ নয়ন রাম কর দূতা॥

### দোহা (৪)

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তূল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ॥

### চৌপাই (১—৪)

প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কোসলপুর রাজা॥
গরল সুধা রিপু করহিঁ মিতাঈ। গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ॥

গরুড় সুমেরু রেনু সম তাহী। রাম কৃপা করি চিতবা জাহী॥
অতি লঘু রূপ ধরেউ হনুমানা। পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা॥

মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা। দেখে জহঁ তহঁ অগনিত জোধা॥
গয়উ দসানন মন্দির মাহীঁ। অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীঁ॥

সয়ন কিএঁ দেখা কপি তেহী। মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী॥
ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা। হরি মন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা॥

### দোহা (৫)

রামায়ুধ অঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই।
নব তুলসিকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপিরাই॥

*চৌপাই*—সেই লঙ্কিনী রাক্ষসী অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আর ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে নিবেদন করল। (সে বলল—) রাবণকে বরদান করে গমনকালে ভগবান ব্রহ্মা রাক্ষসকুলের বিনাশের লক্ষণ আমাকে বলে গিয়েছিলেন॥ ৩ ॥ (তিনি বলেছিলেন—) তুই যখন বানরের প্রহারে কাহিল হয়ে পড়বি তখন জানবি রাক্ষসদের সংহারকাল সমাসন্ন। হে তাত ! আমি পুণ্যবতী, কারণ আজ আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত (আপনাকে) স্বচক্ষে দর্শন করলাম॥ ৪ ॥

*দোহা—হে তাত ! ক্ষণিক সাধুসঙ্গ লব্ধ সুখ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের সুখ থেকেও বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লার একদিকে ক্ষণিক সাধুসঙ্গ লব্ধ সুখ ও অপরদিকে স্বর্গ ও মোক্ষলাভের সুখ একত্রে রাখলেও তা তার সমকক্ষ হতে পারে না॥ ৪ ॥*

*চৌপাই*—অযোধ্যাপুরীর রাজা শ্রীরঘুনাথকে স্মরণে রেখে নগরে প্রবেশ করে সর্বকার্য সম্পাদন করাই শ্রেয়। তাঁর কৃপায় হলাহল সুধা হয়, শত্রু মিত্র হয়, সমুদ্র গোষ্পদসম ক্ষুদ্র হয়ে যায় আর অনল শীতলতার অনুভূতি প্রদান করে॥ ১ ॥ এবং হে শ্রীগরুড় ! তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে সুমেরু পর্বতসম বাধা রজসম তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন শ্রীহনুমান অতিশয় ক্ষুদ্ররূপ ধারণপূর্বক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে নগরে প্রবেশ করলেন॥ ২ ॥ তিনি একে একে সকল গৃহে সীতাদেবীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। স্থানে স্থানে অসংখ্য বীর যোদ্ধাদের তিনি দেখলেন। অতঃপর তিনি রাবণের মহলে গেলেন। সেই বিচিত্র মহলের বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ৩ ॥ শ্রীহনুমান তাকে (রাবণকে) শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখলেন ; কিন্তু মহলে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন না। অতঃপর তাঁর দৃষ্টি এক সুন্দর মহলের উপর পড়ল। সেখানে শ্রীভগবানের একটি পৃথক মন্দির ছিল॥ ৪ ॥

*দোহা—সেই মহলে শ্রীরামচন্দ্রের আয়ুধ (ধনুর্বাণ) চিহ্নও অঙ্কিত ছিল। সেই মহলের অনুপম শোভা বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। মহলে নবীন তুলসীকাননের উপস্থিতি কপিরাজ শ্রীহনুমানকে হর্ষোৎফুল্ল করে তুলল॥ ৫ ॥*

### চৌপাই (১—৪)

লঙ্কা নিসিচর নিকর নিবাসা। ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা॥
মন মহুঁ তরক করৈঁ কপি লাগা। তেহীঁ সময় বিভীষনু জাগা॥

রাম রাম তেহিঁ সুমিরন কীন্‌হা। হৃদয়ঁ হরষ কপি সজ্জন চীন্‌হা॥
এহি সন হঠি করিহউঁ পহিচানী। সাধু তে হোই ন কারজ হানী॥

বিপ্র রূপ ধরি বচন সুনাএ। সুনত বিভীষন উঠি তহঁ আএ॥
করি প্রনাম পূঁছী কুসলাঈ। বিপ্র কহহু নিজ কথা বুঝাঈ॥

কী তুম্‌হ হরি দাসন্‌হ মহঁ কোঈ। মোরেঁ হৃদয় প্রীতি অতি হোঈ॥
কী তুম্‌হ রামু দীন অনুরাগী। আয়হু মোহি করন বড়ভাগী॥

### দোহা (৬)

তব হনুমন্ত কহী সব রাম কথা নিজ নাম।
সুনত জুগল তন পুলক মন মগন সুমিরি গুন গ্রাম॥

### চৌপাই (১—৩)

সুনহু পবনসুত রহনি হমারী। জিমি দসনন্‌হি মহুঁ জীভ বিচারী॥
তাত কবহুঁ মোহি জানি অনাথা। করিহহিঁ কৃপা ভানুকুল নাথা॥

তামস তনু কছু সাধন নাহীঁ। প্রীতি ন পদ সরোজ মন মাহীঁ॥
অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা। বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥

জৌঁ রঘুবীর অনুগ্রহ কীন্‌হা। তৌ তুম্‌হ মোহি দরসু হঠি দীন্‌হা॥
সুনহু বিভীষন প্রভু কৈ রীতী। করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতী॥

*চৌপাই*—লঙ্কা তো রাক্ষসদের নিবাসভূমি ! তাহলে এখানে সাধু-সজ্জনদের অবস্থান কেমন করে সম্ভব ? শ্রীহনুমানের মনে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই জেগেছিল। এমন সময়ে শ্রীবিভীষণ জেগে উঠলেন॥ ১ ॥ তিনি জেগে উঠেই 'রাম রাম' বললেন। রাম নাম উচ্চারণ করায় শ্রীহনুমান তাঁকে প্রকৃত ভক্তরূপে জানতে পেরে আনন্দিত হলেন। (তিনি ভাবলেন—) এঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ প্রকৃত ভক্ত শুভকার্যে বাধা দেবে না (আর সাহায্যও করতে পারে)॥ ২ ॥ (এইবার) শ্রীহনুমান ব্রাহ্মণরূপ ধরলেন আর তাঁকে ডাকলেন। সম্ভাষণ শ্রবণ করেই শ্রীবিভীষণ শয্যা থেকে নেমে শ্রীহনুমানের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রণাম নিবেদন ও কুশল বিনিময় হল। (শ্রীবিভীষণ প্রশ্ন করলেন—) হে ব্রাহ্মণ-দেবতা ! আপনার আগমনের হেতু আমি জানতে ইচ্ছুক॥ ৩ ॥ আপনি কি শ্রীহরির ভক্ত ? আপনাকে দেখে যে আমার চিত্তে প্রেমের প্রবাহ অনুভব করছি। অথবা আপনি কি স্বয়ং প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ? দীননাথ কি কৃপা করে (ঘরে বসে দর্শন দানের) আমাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করতে এসেছেন ? ৪ ॥

*দোহা—(প্রকৃত ভক্তরূপে জানতে পেরে) তখন শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তান্ত সবিস্তারে শ্রীবিভীষণকে বললেন আর নিজের পরিচয়ও দিলেন। ভক্তদ্বয় অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভব করে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা স্মরণ করলেন আর (প্রেমানন্দে) মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৬ ॥*

*চৌপাই*—(শ্রীবিভীষণ বললেন—) হে পবননন্দন ! আমার অবস্থা দন্তপঙ্ক্তি যুগলের মধ্যে জিহ্বাসম করুণ। হে তাত ! বলো। আমাকে অনাথ জেনে সূর্যকুলপতি শ্রীরামচন্দ্র কি আমার উপর কৃপা করবেন ? ১ ॥ আমার এই তামসিক রাক্ষস দেহে যে সাধনভজন হয় না। আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে সেই প্রবল প্রেমপ্রীতিও তো আমার নেই। তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমার উপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ কৃপা অবশ্যই আছে কারণ তাঁর কৃপা ছাড়া সাধুসঙ্গ লাভও যে হয় না ! ২ ॥ শ্রীহরির (শ্রীরঘুবীরের) কৃপায় (আজ) আমার স্বতই সাধুসঙ্গ লাভ হয়েছে। (শ্রীহনুমান বললেন—) হে শ্রীবিভীষণ ! শুনুন। শ্রীপ্রভুর মহিমা এমনই। সেবকের উপর তাঁর অবিরাম প্রেমপ্রীতি থাকে॥ ৩ ॥

চৌপাই (৪)

কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা। কপি চঞ্চল সবহীঁ বিধি হীনা॥
প্রাত লেই জো নাম হমারা। তেহি দিন তাহি ন মিলৈ অহারা॥

দোহা (৭)

অস মৈঁ অধম সখা সুনু মোহূ পর রঘুবীর।
কীন্হী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর॥

চৌপাই (১—৪)

জানতহূঁ অস স্বামি বিসারী। ফিরহিঁ তে কাহে ন হোহিঁ দুখারী॥
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা। পাবা অনির্বাচ্য বিশ্রামা॥

পুনি সব কথা বিভীষন কহী। জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী॥
তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা। দেখী চহউঁ জানকী মাতা॥

জুগুতি বিভীষন সকল সুনাঈ। চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ॥
করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ। বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ॥

দেখি মনহি মহুঁ কীন্হ প্রনাম্য। বৈঠেহিঁ বীতি জাত নিসি জামা॥
কৃস তনু সীস জটা এক বেনী। জপতি হৃদয়ঁ রঘুপতি গুন শ্রেনী॥

দোহা (৮)

নিজ পদ নয়ন দিএঁ মন রাম পদ কমল লীন।
পরম দুখী ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন॥

চৌপাই (১)

তরু পল্লব মহুঁ রাহা লুকাঈ। করই বিচার করৌঁ কা ভাঈ॥
তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা। সঙ্গ নারি বহু কিএঁ বনাবা॥

*চৌপাই*— আরে ! আমার কথাই ধরুণ। আমিই বা কোন্ পরম কুলীন ! আমি তো এক চঞ্চলচিত্ত বানর ছাড়া আর কিছু নই। (কথায় বলে) সকালে আমাদের নাম নিলে সারাদিন তার আহার জোটে না॥ ৪ ॥

*দোহা— হে সখা ! শুনুন। আমি এমনই এক অধম। তবুও তো প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আমায় কৃপা করেছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা ও কৃপা স্মরণ করে শ্রীহনুমানের নয়নযুগল সিক্ত হয়ে উঠল॥ ৭ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা জেনেও যে তাঁর কথা ভুলে (কামনা-বাসনায় আসক্তিতে) ঘুরে মরে, তার জীবনে দুঃখ আসবে না তো কার আসবে ? এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি অনির্বচনীয় (পরম) শান্তি অনুভব করলেন॥ ১ ॥ অতঃপর শ্রীবিভীষণ সবিস্তারে সেইখানে (লঙ্কায়) সীতাদেবীর অবস্থানের করুণ কাহিনী বললেন। তখন শ্রীহনুমান বললেন—হে ভাই ! শুনুন। আমার যে জনক-নন্দিনীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন॥ ২ ॥ শ্রীবিভীষণ শ্রীহনুমানকে (মাতৃদর্শন লাভের) উপায় বলে দিলেন। তখন পবননন্দন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চললেন। অতঃপর আবার তিনি (মশকসম পূর্ববৎ) রূপ ধারণ করে অশোকবনে (বনের যে অংশে সীতাদেবী অবস্থান করছিলেন) গেলেন॥ ৩ ॥ সীতাদেবীর দর্শন লাভ করে শ্রীহনুমান তাঁকে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন। বসে থেকেই তাঁর রাত্রির চার প্রহর কাটে। তাঁর দেহ কৃশ হয়ে গিয়েছিল, মস্তকে ছিল রুক্ষ কেশরাশির বেণী যা জটার আকার ধারণ করেছিল। তিনি হৃদয়ে প্রতিনিয়ত শ্রীরঘুপতির মহিমা কীর্তন ও তাঁর নাম জপ করে যাচ্ছিলেন॥ ৪ ॥

*দোহা—তাঁর দৃষ্টি নিজ চরণে নিবিষ্ট। অধোবদনে সীতাদেবীর মন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে লীন হয়ে ছিল। জানকীমাতাকে দীন-দুঃখী দেখে পবননন্দন শ্রীহনুমান অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন॥ ৮ ॥*

*চৌপাই*—বৃক্ষের লতাপাতার অন্তরালে শ্রীহনুমান বসে বসে ভাবতে লাগলেন তিনি কীভাবে এগোবেন ! হঠাৎ বহু নারী সঙ্গে নিয়ে সেইখানে সুসজ্জিত রাবণের প্রবেশ ঘটল॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

বহু বিধি খল সীতহি সমুঝাবা। সাম দান ভয় ভেদ দেখাবা॥
কহ রাবনু সুনু সুমুখি সয়ানী। মন্দোদরী আদি সব রানী॥

তব অনুচরীঁ করউঁ পন মোরা। এক বার বিলোকু মম ওরা॥
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী। সুমিরি অবধপতি পরম সনেহী॥

সুনু দসমুখ খদ্যোত প্রকাসা। কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা॥
অস মন সমুঝু কহতি জানকী। খল সুধি নহিঁ রঘুবীর বান কী॥

সঠ সূনেঁ হরি আনেহি মোহী। অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী॥

দোহা (৯)

আপুহি সুনি খদ্যোত সম রামহি ভানু সমান।
পরুষ বচন সুনি কাঢ়ি অসি বোলা অতি খিসিআন॥

চৌপাই (১—৫)

সীতা তৈঁ মম কৃত অপমানা। কটিহউঁ তব সির কঠিন কৃপানা॥
নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী। সুমুখি হোতি ন ত জীবন হানী॥

স্যাম সরোজ দাম সম সুন্দর। প্রভু ভুজ করি কর সম দসকন্ধর॥
সো ভুজ কণ্ঠ কি তব অসি ঘোরা। সুনু সঠ অস প্রবান পন মোরা॥

চন্দ্রহাস হরু মম পরিতাপং। রঘুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং॥
সীতল নিসিত বহসি বর ধারা। কহ সীতা হরু মম দুখ ভারা॥

সুনত বচন পুনি মারন ধাবা। ময়তনয়াঁ কহি নীতি বুঝাবা॥
কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাঈ। সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ॥

মাস দিবস মহুঁ কহা ন মানা। তৌ মৈঁ মারবি কাঢ়ি কৃপানা॥

*চৌপাই*—দুষ্ট রাবণ সীতাদেবীকে বহুভাবে প্রলোভিত করবার প্রয়াস করল। সাম, দান, ভয় ও ভেদ সকলই প্রয়োগ হতে দেখা গেল। অতঃপর রাবণ বলল—হে সুবদনী ! হে বুদ্ধিমতী ! শোনো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে মন্দোদরী আদি রানিসকলকে তোমার দাসী নিযুক্ত করে দেব। তুমি একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও ! পরম স্নেহময় কৌশলপতি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে তৃণের আড়াল থেকে সীতাদেবী উত্তর দিলেন ॥ ২-৩ ॥ সীতাদেবী বললেন—ওরে দশানন ! জোনাকির আলোকে কখনো কি পদ্মফুল ফোটে ? এই কথা তোর সম্বন্ধেও খাটে। ওরে দুষ্ট ! শ্রীরঘুবীরের শরের ক্ষমতার কথা তোর জানা নেই ! ৪ ॥ ওরে পাপী ! তুই আমাকে একলা পেয়ে হরণ করে এনেছিস। ওরে অধম ! ওরে নির্লজ্জ ! তোর লজ্জা হয় না ? ৫ ॥

*দোহা—সীতাদেবীর কঠোর বাক্য এবং নিজেকে জোনাকিসম ও শ্রীরামচন্দ্রকে সূর্যসম শুনে রাবণ ভীষণ রেগে গেল আর সে তরবারি বার করে উত্তর দিল॥ ৯ ॥*

*চৌপাই*—(রাবণ বলল—) সীতা ! তুই আমাকে অপমান করলি ? আমি এই ধারালো তরবারি দিয়ে তোকে শেষ করে ফেলব। ভালোয় ভালোয় রাজি হয়ে যা নাহলে হে সুবদনী ! তোর প্রাণ যাবে॥ ১ ॥ সীতাদেবী তখন উত্তর দিলেন—ওরে দশগ্রীব ! কুঞ্জরাসা (সম সুপুষ্ট ও বিশাল) শ্যাম সরোজ মাল্যসম সুন্দর শ্রীপ্রভুর বাহুযুগল। সেই বাহু অথবা তোর তরবারি এর মধ্যে যে কোনো একটা আমার কণ্ঠ স্পর্শ করবে। এইরূপই আমার দৃঢ় প্রত্যয়॥ ২ ॥ সীতাদেবী বললেন—ওরে রজতশুভ্র (চন্দ্রহাস তরবারি) ! শ্রীরঘুনাথের বিরহাগ্নিতে আমি সন্তপ্ত, তুই তা শান্ত করে দে। ওরে তরবারি ! তোর ধার তো শীতল, তীব্র ও সকুশল। তুই-ই আমার (না হয়) দুঃখের ভার লাঘব করলি ! ৩ ॥ সীতাদেবীর কথা শুনে (রাবণ) মারবার জন্য ছুটে গেল। তখন ময়দানব তনয়া মন্দোদরী তাকে নীতিকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিরস্ত করল। অতঃপর রাবণ রাক্ষসীদের ডেকে সীতাদেবীকে নানাভাবে ভয় দেখাবার আদেশ দিল॥ ৪ ॥ (রাবণ বলল—) একমাস সময় দিলাম আমার প্রস্তাবে সায় না দিলে একে তরবারির কোপে শেষ করে দেব॥ ৫ ॥

দোহা (১০)

ভবন গয়উ দসকন্ধর ইহাঁ পিসাচিনি বৃন্দ।
সীতহি ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহু মন্দ॥

চৌপাই (১—৪)

ত্রিজটা নাম রাচ্ছসী একা। রাম চরন রতি নিপুন বিবেকা॥
সবন্হৌ বোলি সুনাএসি সপনা। সীতহি সেই করহু হিত অপনা॥

সপনেঁ বানর লঙ্কা জারী। জাতুধান সেনা সব মারী॥
খর আরূঢ় নগন দসসীসা। মুণ্ডিত সির খণ্ডিত ভুজ বীসা॥

এহি বিধি সো দচ্ছিন দিসি জাঈ। লঙ্কা মনহুঁ বিভীষন পাঈ॥
নগর ফিরী রঘুবীর দোহাঈ। তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ॥

যহ সপনা মৈঁ কহউঁ পুকারী। হোইহি সত্য গএঁ দিন চারী॥
তাসু বচন সুনি তে সব ডরীঁ। জনকসুতা কে চরনন্হি পরীঁ॥

দোহা (১১)

জহঁ তহঁ গঈঁ সকল তব সীতা কর মন সোচ।
মাস দিবস বীতেঁ মোহি মারিহি নিসিচর পোচ॥

চৌপাই (১—৩)

ত্রিজটা সন বোলীঁ কর জোরী। মাতু বিপতি সঙ্গিনি তৈঁ মোরী॥
তজৌঁ দেহ করু বেগি উপাঈ। দুসহ বিরহু অব নহিঁ সহি জাঈ॥

আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ। মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ॥
সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী। সুনৈ কো শ্রবন সূল সম বানী॥

সুনত বচন পদ গহি সমুঝাএসি। প্রভু প্রতাপ বল সুজসু সুনাএসি॥
নিসি ন অনল মিল সুনু সুকুমারী। অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী॥

*দোহা—(এমন বলে) রাবণ নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করল। এদিকে নানারকম বীভৎস রূপ ধারণ করে রাক্ষসীরা সীতাদেবীকে ভয় দেখাতে লাগল॥ ১০ ॥*

***চৌপাই***—রাক্ষসীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ত্রিজটা। তার শ্রীরামচন্দ্র চরণে বিশেষ প্রীতি ছিল আর সে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্নাও ছিল। রাক্ষসীদের ডেকে সে তার দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলে, বলল—সীতাদেবীর সেবাতেই (কিন্তু) আমাদের কল্যাণ নিহিত॥ ১ ॥ (ত্রিজটা বলল—) স্বপ্নে (দেখলাম) এক বানর লঙ্কাদহন করেছে। সমস্ত রাক্ষসসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত আর তার বিংশ বাহু ছিন্ন। সে গর্দভের উপর বসে আছে॥ ২ ॥ তাকে (রাবণকে) দক্ষিণ দিকে (যমালয়ের দিকে) যেতে দেখলাম আর দেখলাম যেন বিভীষণ লঙ্কার রাজা হয়েছে। লঙ্কার আকাশবাতাস শ্রীরঘুবীরের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর শ্রীপ্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) সীতাদেবীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন॥ ৩ ॥ আমার স্থির বিশ্বাস যে এই স্বপ্ন অনতিকালের মধ্যেই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তার স্বপ্নের কথা শুনে রাক্ষসীরা ভয় পেয়ে গেল। তখন তারা এসে সীতাদেবীর চরণে প্রণাম জানাল॥ ৪ ॥

*দোহা—অতঃপর তারা অন্যত্র চলে গেল। সীতাদেবীর মনে এক চিন্তা যে একমাস পরেই রাক্ষসের হাতে তাঁর প্রাণ যাবে॥ ১১ ॥*

***চৌপাই***—সীতাদেবী তখন ত্রিজটাকে হাতজোড় করে বললেন—মাতা আমার ! বিপদের দিনে তুই তো আমার একমাত্র অবলম্বন ! তাড়াতাড়ি চিতার ব্যবস্থা করে দে যাতে আমি তাতে দেহত্যাগ করে নিষ্কৃতি পাই। দুঃসহ বিরহ বেদনা যে আর সহ্য হয় না॥ ১ ॥ মা ! কাষ্ঠ আহরণ করে চিতা সজ্জিত করে অগ্নি দান কর। বুদ্ধিমতী তুই যে আমাকে বাস্তবিক ভালোবাসিস তা প্রমাণ করে দে। রাবণের কথা শূলসম বেদনাদায়ক—তা যেন আর শুনতে না হয়॥ ২ ॥ সীতাদেবীর কথা শুনে ত্রিজটা তাঁর চরণ ধারণ করে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করল আর তাঁকে শ্রীপ্রভুর শৌর্যবীর্য ও প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। (সে বলল—) হে সুকুমারী ! শোনো। এই রাত্রিকালে অগ্নি কোথায় পাব ? এইরূপ বলে সে নিজের বাড়ি চলে গেল॥ ৩ ॥

### চৌপাই (৪—৬)

কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকূলা। মিলিহি ন পাবক মিটিহি ন সূলা।।
দেখিঅত প্রগট গগন অঙ্গারা। অবনি ন আবত একউ তারা।।
পাবকময় সসি স্রবত ন আগী। মানহুঁ মোহি জানি হতভাগী।।
সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা। সত্য নাম করু হরু মম সোকা।।
নূতন কিসলয় অনল সমানা। দেহি অগিনি জনি করহি নিদানা।।
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। সো ছন কপিহি কলপ সম বীতা।।

### সোরঠা (১২)

কপি করি হৃদয়ঁ বিচার দীন্হি মুদ্রিকা ডারি তব।
জনু অসোক অঙ্গার দীন্হ হরষি উঠি কর গহেউ।।

### চৌপাই (১—৫)

তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর। রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর।।
চকিত চিতব মুদরী পহিচানী। হরষ বিষাদ হৃদয়ঁ অকুলানী।।
জীতি কো সকই অজয় রঘুরাঈ। মায়া তেঁ অসি রচি নহিঁ জাঈ।।
সীতা মন বিচার কর নানা। মধুর বচন বোলেউ হনুমানা।।
রামচন্দ্র গুন বরনৈঁ লাগা। সুনতহিঁ সীতা কর দুখ ভাগা।।
লাগীঁ সুনৈঁ শ্রবন মন লাঈ। আদিহু তেঁ সব কথা সুনাঈ।।
শ্রবনামৃত জেহিঁ কথা সুহাঈ। কহী সো প্রগট হোতি কিন ভাঈ।
তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ। ফিরি বৈঠীঁ মন বিসময় ভয়উ।।
রাম দূত মৈঁ মাতু জানকী। সত্য সপথ করুনানিধান কী।।
যহ মুদ্রিকা মাতু মৈঁ আনী। দীন্হি রাম তুম্হ কহঁ সহিদানী।।

*চৌপাই*—সীতাদেবী (মনে মনে) ভাবতে লাগলেন—(কী করি ? ) বিধি বাম। আগুনও পাওয়া যাবে না আর আমার ক্লেশও মিটবে না। আকাশে তো জ্বলন্ত অঙ্গার দেখা যাচ্ছে, একটাও (তারা) কি পৃথিবীতে এসে পড়তে নেই ! ৪ ॥ চন্দ্র তো গগনে অগ্নিময় লাগে কিন্তু সেও আমাকে হতভাগিনী মনে করে অগ্নিবর্ষণ করছে না। হে অশোকবৃক্ষ ! আমার নিবেদন তুই শোন। আমার শোক হরণ করে নিজের (অশোক) নামের মর্যাদা রাখ॥ ৫ ॥ তোর নব পত্রদল তো অগ্নিসম রক্তবর্ণ। তুই অগ্নি দে আর বিরহ-রোগকে শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাস না। সীতাদেবীকে বিরহাকুল দেখে শ্রীহনুমানের ক্ষণকাল কল্পসম বিশাল মনে হতে লাগল॥ ৬ ॥

*সোরঠা—(সীতাদেবীর) হৃদয়ের অবস্থা অনুমান করে শ্রীহনুমান তখন (সীতাদেবীর সম্মুখে) অঙ্গুরীয় ফেলে দিলেন। অশোক অঙ্গার দান করল মনে করে সীতাদেবী আনন্দ সহকারে তা হাতে তুলে নিলেন॥ ১২ ॥*

*চৌপাই*—মনোহর অঙ্গুরীয়তে রামনাম লেখা থাকতে দেখে সীতাদেবী তা চিনতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হৃদয়ে তখন তাঁর হর্ষ ও বিষাদের যুগপৎ আগমন হল॥ ১ ॥ (সীতাদেবী ভাবছেন) শ্রীরঘুনাথ তো অজেয় ! তাঁকে কে পরাজিত করবে ? আর মায়া (যা দিব্য ও চিন্ময় উপাদান রহিত) দ্বারা তো এই অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। সীতাদেবীর মনে যখন এইরকম বহুরকমের বিচার-বিবেচনা চলছে তখন শ্রীহনুমান মৃদু ও মধুর স্বরে বললেন— ॥ ২ ॥ (শ্রীহনুমান) শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করতে লাগলেন যা শ্রবণ করতেই সীতাদেবীর দুঃখ পলায়ন করল। সীতাদেবী একাগ্রতা সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকলেন। শ্রীহনুমান আদি থেকে সমস্ত ঘটনা (সংক্ষেপে) বলে যেতে লাগলেন॥ ৩ ॥ (সীতাদেবী বললেন—) আরে ভাই ! এমন সুমধুর শ্রবণামৃত পরিবেশনকারী আমার সম্মুখে কেন আসছেন না ? তখন শ্রীহনুমান সীতাদেবীর নিকটে গমন করলেন। (অপরিচিত পুরুষকে দেখে) সীতাদেবী ঘুরে বসলেন ; মন তখন তাঁর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ছিল॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) জানকী মাতা ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত। করুণানিধানের নামে শপথ নিয়ে বলছি যে এই কথা সত্য। মাতা ! আমিই এই অঙ্গুরীয় এনেছি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আপনার সঙ্গে পরিচিতি উদ্দেশ্যে এই অভিজ্ঞান আমাকে দিয়েছিলেন॥ ৫ ॥

চৌপাই (৬)

নর বানরহি সঙ্গ কহু কৈসেঁ। কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসেঁ॥

দোহা (১৩)

কপি কে বচন সপ্রেম সুনি উপজা মন বিস্বাস।
জানা মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিন্ধু কর দাস॥

চৌপাই (১—৫)

হরিজন জানি প্রীতি অতি গাঢ়ী। সজল নয়ন পুলকাবলি বাঢ়ী॥
বূড়ত বিরহ জলধি হনুমানা। ভয়হু তাত মো কহুঁ জলজানা॥
অব কহু কুসল জাউঁ বলিহারী। অনুজ সহিত সুখ ভবন খরারী॥
কোমলচিত কৃপাল রঘুরাঈ। কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ॥
সহজ বানি সেবক সুখদায়ক। কবহুঁক সুরতি করত রঘুনায়ক॥
কবহুঁ নয়ন মম সীতল তাতা। হোইহহিঁ নিরখি স্যাম মৃদু গাতা॥
বচনু ন আব নয়ন ভরে বারী। অহহ নাথ হৌঁ নিপট বিসারী॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। বোলা কপি মৃদু বচন বিনীতা॥
মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা। তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা॥
জনি জননী মানহু জিয়ঁ ঊনা। তুম্হ তে প্রেমু রাম কেঁ দূনা॥

দোহা (১৪)

রঘুপতি কর সন্দেসু অব সুনু জননী ধরি ধীর।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর॥

চৌপাই (১)

কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা। মো কহুঁ সকল ভএ বিপরীতা॥
নব তরু কিসলয় মনহুঁ কৃসানূ। কালনিসা সম নিসি সসি ভানূ।

*চৌপাই*—সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—নর ও বানরের যোগাযোগ কীভাবে সম্ভব হল ? তখন শ্রীহনুমান সম্পর্ক স্থাপনের আদি ঘটনা সবিস্তারে বললেন॥ ৬ ॥

*দোহা—শ্রীহনুমানের প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে সীতাদেবীর মনে তাঁর উপর বিশ্বাস এল। তিনি বুঝলেন যে শ্রীহনুমান যে কায়মনোবাক্যে শ্রীরঘুনাথের সেবক, তাতে সন্দেহ নেই॥ ১৩ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীহরির (শ্রীরামচন্দ্রের) আপনজনকে কাছে পেয়ে (সীতাদেবীর মনে) প্রগাঢ় প্রীতি জন্মাল। নয়ন সজল হয়ে উঠল আর দেহে পুলক রোমাঞ্চ অনুভূতি হল। (সীতাদেবী বললেন—) হে তাত হনুমান ! আমি বিরহ সাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, তুমি তরী রূপে আমার কাছে এসেছ॥ ১ ॥ বলিহারি তোমার ক্ষমতা ! এখন অনুজ লক্ষ্মণ ও খরারি (রামচন্দ্র) সুখধাম শ্রীপ্রভুর সংবাদ বলো। প্রভু শ্রীরঘুনাথ তো কোমলহৃদয় ও কৃপালু। তাহলে হে হনুমান ! কোন্ কারণে আমার উপর তাঁর এমন নিষ্ঠুর আচরণ ? ২ ॥ ভক্তকে সুখ প্রদান করাই তো তাঁর স্বাভাবিক গুণ। সেই শ্রীরঘুনাথ কি কখনো আমাকে স্মরণ করেন ? হে তাত ! কখনো কি তাঁর কোমল শ্যামলাঙ্গ দর্শন করে আমার চক্ষু শীতল হবে ? ৩ ॥ (বিরহাকুল সীতাদেবী) কথা বলতে পারছিলেন না, তাঁর নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। (অতি কষ্টে তিনি বললেন—) হা নাথ ! আমাকে ভুলে গেলেন ! সীতাদেবীকে ওই অবস্থায় দেখে শ্রীহনুমান সবিনয়ে কোমল স্বরে বললেন—॥ ৪ ॥ হে মাতা ! অনুপম কৃপালু শ্রীপ্রভু অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ সহিত (শারীরিক দিক দিয়ে) কুশল থাকলেও (মানসিক দিক দিয়ে) দুঃখে কাতর হয়ে আছেন। হে মাতা ! মনে খেদ রাখবেন না। প্রভুর হৃদয়ে আপনার প্রতি দ্বিগুণ প্রীতি রয়েছে॥ ৫ ॥

*দোহা—হে মাতা ! এখন ধৈর্য ধারণ করে শ্রীরঘুপতি প্রেরিত বার্তা শুনুন। শ্রীহনুমান স্বয়ং (শ্রীরামচন্দ্র প্রেমে) বিহ্বল হয়ে পড়লেন আর তাঁর নয়নযুগল ( প্রেমাশ্রুতে) সজল হয়ে উঠল॥ ১৪ ॥*

*চৌপাই*—(শ্রীহনুমান বললেন—) প্রভু শ্রীরামচন্দ্র যেমন বলেছেন তেমনই বলছি—প্রিয়া সঙ্গে না থাকায় সকল বস্তুই প্রতিকূল হয়ে গিয়েছে। বৃক্ষের নবপত্র-দলকে অগ্নি, রাত্রিকে কালরাত্রি আর চন্দ্রকে সূর্যসম (উত্তপ্ত) বোধ হচ্ছে॥ ১ ॥

## চৌপাই (২—৫)

কুবলয় বিপিন কুন্ত বন সরিসা। বারিদ তপত তেল জনু বরিসা।।
জে হিত রহে করত তেই পীরা। উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা।।

কহেহূ তেঁ কছু দুখ ঘটি হোঈ। কাহি কহোঁ যহ জান ন কোঈ।।
তত্ত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা। জানত প্রিয়া একু মনু মোরা।।

সো মনু সদা রহত তোহি পাহীঁ। জানু প্রীতি রসু এতনেহি মাহীঁ ।।
প্রভু সন্দেসু সুনত বৈদেহী। মগন প্রেম তন সুধি নহিঁ তেহী।।

কহ কপি হৃদয়ঁ ধীর ধরু মাতা। সুমিরু রাম সেবক সুখদাতা।।
উর আনহু রঘুপতি প্রভুতাঈ। সুনি মম বচন তজহু কদরাঈ।।

## দোহা (১৫)

নিসিচর নিকর পতঙ্গ সম রঘুপতি বান কৃসানু।
জননী হৃদয়ঁ ধীর ধরু জরে নিসাচর জানু।।

## চৌপাই (১—৩)

জৌঁ রঘুবীর হোতি সুধি পাঈ। করতে নহিঁ বিলম্বু রঘুরাঈ।।
রাম বান রবি উএঁ জানকী। তম বরূথ কহঁ জাতুধান কী।।

অবহিঁ মাতু মৈঁ জাউঁ লবাঈ। প্রভু আয়সু নহিঁ রাম দোহাঈ।।
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা। কপিন্হ সহিত অইহহিঁ রঘুবীরা।।

নিসিচর মারি তোহি লৈ জৈহহিঁ। তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিঁ।।
হৈঁ সুত কপি সব তুম্হহি সমানা। জাতুধান অতি ভট বলবানা।।

*চৌপাই*—কমলবনকে ত্রিশূলবন মনে হচ্ছে। মেঘ বর্ষণে যেন তপ্ত তৈল বর্ষণ অনুভূতি হচ্ছে। সকল প্রিয়বস্তু যেন কষ্ট প্রদায়ক লাগে। (শীতল, মৃদুমন্দ, সুগন্ধিত) ত্রিবিধ (গুণসম্পন্ন) বায়ুকে মনে হয় যেন সর্পের (বিষে উত্তপ্ত) শ্বাস-প্রশ্বাস॥ ২ ॥ দুঃখের কথা বলে যে ভার লাঘব করব তার উপায় নেই কারণ যাকে বলব সেই তো আমার কাছে নেই। আমার দুঃখ কেউ বুঝতে পারে না। আমার মনই জানে আমার আর আমার প্রিয়ার মধ্যে প্রেমতত্ত্ব (রহস্য) কী ॥ ৩ ॥ যে মন জানে তা তো প্রিয়ার কাছেই পড়ে আছে। আমার প্রেমপ্রীতির রহস্য এইটুকুতেই বুঝে নিও। শ্রীপ্রভুর বার্তা শ্রবণ করে সীতাদেবী প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন। প্রেমমগ্ন দেহে তখন বোধ (সাড়) ছিল না॥ ৪ ॥ শ্রীহনুমান বললেন—হে মাতা ! ধৈর্য ধারণ করে সেবকদের পরম সুখ প্রদায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করুন। শ্রীরঘুপতির পরাক্রমের কথা স্মরণ করে আমার অনুরোধে নির্ভয় হয়ে যান॥ ৫ ॥

*দোহা—রাক্ষস পতঙ্গদের জন্য শ্রীরঘুপতির শর অনলসম। কেবল হৃদয়ে ধৈর্য ধরে দেখে যান কেমন ভাবে শ্রীরঘুপতির সুতীক্ষ্ণ শরানলে রাক্ষসকুল ভস্মে পরিণত হয়॥ ১৫ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীরঘুবীর আপনার সংবাদ যদি (পূর্বে) পেতেন তাহলে তিনি (আপনার উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে) বিলম্ব করতেন না। হে মাতা জানকীদেবী ! শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ সূর্য উদয় হলে কি রাক্ষসরূপ অন্ধকার আদৌ থাকা সম্ভব ? ১ ॥ মাতা আমার ! আমি এখনই আপনাকে এইখান থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম কিন্তু প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে বলছি যে সেইরূপ আদেশ তিনি আমাকে দেননি। (অতএব) হে মাতা ! আরও কিছুদিন ধৈর্যধারণ করে থাকা প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বানরদের সঙ্গে নিয়ে এইখানে আসবেন॥ ২ ॥ আর রাক্ষসদের বধ করে আপনাকে নিয়ে যাবেন। তখন নারদাদি (মুনিঋষিগণ) ত্রিলোকে তাঁর যশঃকীর্তন করবেন। (সীতাদেবী বললেন—) হে পুত্র ! বানরগণ তো সকলেই তোমার মতন (ক্ষুদ্রাকার) আর রাক্ষসগণ তো বিশাল দেহ অতি বলবান বীর যোদ্ধা॥ ৩ ॥

## চৌপাই (৪—৫)

মোরেঁ হৃদয় পরম সন্দেহা। সুনি কপি প্রগট কীন্হি নিজ দেহা॥
কনক ভূধরাকার সরীরা। সমর ভয়ঙ্কর অতিবল বীরা॥

সীতা মন ভরোস তব ভয়উ। পুনি লঘু রূপ পবন সুত লয়উ॥

## দোহা (১৬)

সুনু মাতা সাখামৃগ নহিঁ বল বুদ্ধি বিসাল।
প্রভু প্রতাপ তেঁ গরুড়হি খাই পরম লঘু ব্যাল॥

## চৌপাই (১—৫)

মন সন্তোষ সুনত কপি বানী। ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী॥
আসিষ দীন্হি রামপ্রিয় জানা। হোহু তাত বল সীল নিধানা॥

অজর অমর গুননিধি সুত হোহূ। করহুঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহূ॥
করহুঁ কৃপা প্রভু অস সুনি কানা। নির্ভর প্রেম মগন হনুমানা॥

বার বার নাএসি পদ সীসা। বোলা বচন জোরি কর কীসা॥
অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈঁ মাতা। আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥

সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভূখা। লাগি দেখি সুন্দর ফল রূখা।
সুনু সুত করহিঁ বিপিন রখবারী। পরম সুভট রজনীচর ভারী॥

তিন্হ কর ভয় মাতা মোহি নাহীঁ। জৌঁ তুম্হ সুখ মানহু মন মাহীঁ॥

*চৌপাই*—তাই মন যেন মানতে চায় না ( যে বানরগণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করবে !) । এই কথা শুনেই শ্রীহনুমান (সীতাদেবীকে) তাঁর প্রকৃত রূপ প্রদর্শন করলেন। সুবর্ণ পর্বত (সুমেরু)সম (বিশাল সুগঠিত শৌর্যবীর্যসম্পন্ন) দেহে শত্রুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার শক্তি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। বীর হনুমানের প্রকৃত রূপ দেখে সীতাদেবীর মনে বিশ্বাস এল (যে সেই দেহে প্রবল পরাক্রম, রাক্ষসদের সম্মুখীন হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব)। শ্রীহনুমান তখন পুনরায় ক্ষুদ্র রূপে ফিরে গেলেন॥ ৪-৫ ॥

*দোহা— (শ্রীহনুমান বললেন— ) হে মাতা ! শুনুন। বানরগণ খুব বেশি বুদ্ধিমান কখনো হয় না। কিন্তু শ্রীপ্রভুর কৃপায় অতিশয় ক্ষুদ্র সর্পও গরুড়কে ভক্ষণ করে ফেলতে পারে (অতিশয় দুর্বলও মহাবলবানকে ধরাশায়ী করতে পারে)॥ ১৬ ॥*

*চৌপাই*—ভক্তি, প্রতাপ, তেজ ও বলে পরিপূর্ণ শ্রীহনুমানের কথা শ্রবণ করে সীতাদেবী অতিশয় প্রসন্ন হলেন। তিনি বুঝলেন যে শ্রীহনুমান প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের খুব আপনার জন এবং তখন শ্রীহনুমানকে আশীর্বাদ দিলেন—হে তাত ! তুমি বল ও সৌশীল্যের আধার স্বরূপ হও॥ ১ ॥ হে পুত্র ! তুমি অজর (জরারহিত), অমর ও গুণনিধি হও। শ্রীরঘুনাথের কৃপা যেন তোমার উপর সতত বর্ষণ হয়। 'প্রভুর কৃপা লাভ হোক' শুনেই শ্রীহনুমান প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ২ ॥ শ্রীহনুমান তখন সীতাদেবীর চরণে বার বার প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি হাতজোড় করে বললেন— হে মাতা ! আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আপনার আশীর্বাদ যে অমোঘ তা সর্বজন-বিদিত॥ ৩ ॥ হে মাতা ! শুনুন। বৃক্ষে দেখছি সুন্দর সুন্দর সুপক্ক ফলের ছড়াছড়ি আর আমারও যেন ক্ষুধার অনুভূতি হচ্ছে। (সীতাদেবী বললেন—) হে পুত্র ! শোনো। এই বনে কিন্তু পাহারা দেওয়ার কার্যে বিশালাকার রাক্ষসেরা নিযুক্ত আছে॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! আপনি যদি (আমার ক্ষুধা নিবারণে) সন্তুষ্ট হন (তাহলে আমি ফল খাই)। আমি (রাক্ষসদের) আদৌ ভয় পাই না॥ ৫ ॥

দোহা (১৭)

দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকীঁ জাহু।
রঘুপতি চরন হৃদয়ঁ ধরি তাত মধুর ফল খাহু।।

চৌপাই (১—৪)

চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা। ফল খাএসি তরু তোরৈঁ লাগা।।
রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে। কছু মারেসি কছু জাই পুকারে।।

নাথ এক আবা কপি ভারী। তেহিঁ অসোক বাটিকা উজারী।।
খাএসি ফল অরু বিটপ উপারে। রচ্ছক মর্দি মর্দি মহি ডারে।।

সুনি রাবন পঠএ ভট নানা। তিন্হহি দেখি গর্জেউ হনুমানা।।
সব রজনীচর কপি সঙ্ঘারে। গএ পুকারত কছু অধমারে।।

পুনি পঠয়উ তেহিঁ অচ্ছকুমারা। চলা সঙ্গ লৈ সুভট অপারা।।
আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা। তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা।

দোহা (১৮)

কছু মোরেসি কছু মর্দেসি কছু মিলএসি ধরি ধূরি।
কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বল ভূরি।

চৌপাই (১—২)

সুনি সুত বধ লঙ্কেস রিসানা। পঠএসি মেঘনাদ বলবানা।
মারসি জনি সুত বাঁধেসু তাহী। দেখিঅ কপিহি কহাঁ কর আহী।

চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত জোধা। বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধা।
কপি দেখা দারুন ভট আবা। কটকটাই গর্জা অরু ধাবা।

*দোহা—শ্রীহনুমানের বল ও বুদ্ধির পারদর্শিতা দেখে সীতাদেবী বললেন—হে তাত! তাহলে শ্রীরঘুপতির চরণযুগল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে সুমিষ্ট ফলে ক্ষুধানিবৃত্তি করো॥ ১৭ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীহনুমান সীতাদেবীর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। তিনি ফল ভক্ষণের সঙ্গে গাছপালাও তছনছ করতে লাগলেন। সেই উদ্যানে অনেক রাক্ষস প্রহরারত ছিল, তারা শ্রীহনুমানের হাতে মারা পড়ল আর কিছু পালিয়ে গিয়ে রাবণকে ঘটনার বিবরণ দিল॥ ১॥ (তারা বলল—) হে নাথ! এক বিশাল বানর এসে অশোকবন ধ্বংস করছে। বানর ফল ভক্ষণ করছে আর বৃক্ষসকল উৎপাটন করছে। সে প্রহরারতদের মর্দন করে ভূমিতে ফেলে দিয়েছে॥ ২ ॥ ঘটনা বিবরণ শ্রবণ করে রাবণ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে অনেক সৈন্য পাঠিয়ে দিল। তাদের আসতে দেখেই শ্রীহনুমান গর্জন করে উঠলেন। বেশিরভাগকেই শ্রীহনুমান সংহার করলেন আর অর্ধমৃতগণ আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে বাঁচল॥ ৩ ॥ তখন রাবণ অক্ষয়কুমারকে পাঠাল। সে অসংখ্য বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। তাকে আসতে দেখে শ্রীহনুমান এক বৃক্ষ (উৎপাটন করে) হাতে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন এবং তাকে বধ করে ভয়ানক জোরে গর্জন করলেন॥ ৪ ॥

*দোহা—সেই সৈন্যদের কিয়দংশকে শ্রীহনুমান বধ করলেন, মর্দন করলেন আর ধরে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট কতিপয় রাক্ষস গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—হে প্রভু! ওই বানর অত্যন্ত বলবান॥ ১৮ ॥*

*চৌপাই*—পুত্র (অক্ষয়কুমার) নিহত হওয়ার সেই সংবাদ শ্রবণ করেই রাবণ অতিশয় কুপিত হল। সে তখন তার (জ্যেষ্ঠ পুত্র) বলবান মেঘনাদকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করল। (যাত্রাকালে বলে দিল) হে পুত্র! বধ করবার প্রয়োজন নেই, বন্ধন করে নিয়ে আসবে। আমার জানা প্রয়োজন যে এই বানর কোথা থেকে এল ॥ ১ ॥ যোদ্ধারূপে ইন্দ্রজিৎ অমিতবিক্রম ছিল। ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ তাকে কুপিত করেছিল। সে এইবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। শ্রীহনুমান দেখলেন যে সম্মুখে এইবার এক শক্তিধর প্রতিপক্ষের আগমন হয়েছে। শ্রীহনুমান দাঁত কিড়মিড় করে গর্জন করে তার দিকে ছুটে গেলেন॥ ২ ॥

### চৌপাই (৩—৫)

অতি বিসাল তরু এক উপারা। বিরথ কীন্‌হ লঙ্কেস কুমারা॥
রহে মহাভট তাকে সঙ্গা। গহি গহি কপি মর্দই নিজ অঙ্গা॥

তিন্‌হহি নিপাতি তাহি সন বাজা। ভিরে জুগল মানহুঁ গজরাজা॥
মুঠিকা মারি চঢ়া তরু জাঈ। তাহি এক ছন মুরুছা আঈ॥

উঠি বহোরি কীন্‌হিসি বহু মায়া। জীতি ন জাই প্রভঞ্জন জায়া॥

### দোহা (১৯)

ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাঁধা কপি মন কীন্‌হ বিচার।
জৌঁ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার॥

### চৌপাই (১—৪)

ব্রহ্মবান কপি কহুঁ তেহিঁ মারা। পরতিহুঁ বার কটকু সঙ্ঘারা॥
তেহিঁ দেখা কপি মুরুছিত ভয়উ। নাগপাস বাঁধেসি লৈ গয়উ॥

জাসু নাম জপি সুনহু ভবানী। ভব বন্ধন কাটহিঁ নর গ্যানী॥
তাসু দূত কি বন্ধ তরু আবা। প্রভু কারজ লগি কপিহিঁ বঁধাবা॥

কপি বন্ধন সুনি নিসিচর ধাএ। কৌতুক লাগি সভাঁ সব আএ॥
দসমুখ সভা দীখি কপি জাঈ। কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঈ॥

কর জোরেঁ সুর দিসিপ বিনীতা। ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা॥
দেখি প্রতাপ ন কপি মন সঙ্কা। জিমি অহিগন মহুঁ গরুড় অসঙ্কা॥

### দোহা (২০)

কপিহি বিলোকি দসানন বিহসা কহি দুর্বাদ।
সুত বধ সুরতি কীন্‌হি পুনি উপজা হৃদয়ঁ বিষাদ॥

*চৌপাই*—শ্রীহনুমান এক বিশাল তরু উৎপাটন করে (তার আঘাতে) লঙ্কেশ রাবণপুত্র মেঘনাদকে রথহীন করে দিলেন (রথকে ভেঙে মাটিতে আছড়ে ফেললেন)। এইবার তিনি প্রতিপক্ষের বড় বড় যোদ্ধাদের ধরে নিজ শক্তিদ্বারা মর্দন করতে লাগলেন॥ ৩ ॥ অন্যান্য যোদ্ধাদের বধ করে শ্রীহনুমান এইবার মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধকালে (মনে হচ্ছিল যেন) দুই মদমত্ত হস্তীর যুদ্ধ হচ্ছে। শ্রীহনুমান মেঘনাদকে এক মুষ্ট্যাঘাত করে একটি গাছে লাফিয়ে উঠে গেলেন। মেঘনাদের ক্ষণিক মূর্ছা হল॥ ৪ ॥ অতঃপর সে উঠে নানারকম মায়া বিস্তার করে যুদ্ধ করতে লাগল কিন্তু পবননন্দনকে পরাজিত করা তাতে সম্ভব হল না॥ ৫ ॥

*দোহা— অবশেষে মেঘনাদ ব্রহ্মাস্ত্র স্মরণ করে তা প্রয়োগ করল। তখন শ্রীহনুমান মনে মনে বিচার করে ঠিক করলেন যে ব্রহ্মাস্ত্রের অবমাননা করে তার মহিমা খর্ব করা ঠিক হবে না॥ ১৯ ॥*

*চৌপাই*— মেঘনাদের ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীহনুমানকে আঘাত করল (যার আঘাতে গাছ থেকে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন) কিন্তু পতনকালেও তিনি বহু সৈন্য বধ করলেন। শ্রীহনুমানকে মূর্ছিত হতে দেখে মেঘনাদ তাঁকে নাগপাশে বন্ধন করে নিয়ে গেল॥ ১ ॥ (মহাদেব বললেন— ) হে ভবানী ! শোনো। যাঁর নাম জপ করেই জ্ঞানী (বিবেকসম্পন্ন) মানব ভব (জন্ম-মৃত্যু) বন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হয় তাঁর দূত কি কখনো বন্ধনে পড়তে পারেন ? বস্তুত শ্রীপ্রভুর কার্যসম্পাদন হেতুই শ্রীহনুমান স্বেচ্ছায় বন্ধনযুক্ত হয়েছিলেন॥ ২ ॥ বানর ধরা পড়েছে শুনে রাক্ষসদের মধ্যে ছোটাছুটি পড়ে গেল। তারা মজা দেখবার জন্য রাজসভায় এসে উপস্থিত হল। শ্রীহনুমান তখন রাবণের সভা দেখলেন। অপরিসীম ঐশ্বর্যযুক্ত সেই রাজসভার বর্ণনা করা সম্ভব নয়॥ ৩ ॥ দেবতা ও দিকপাল সকল সভয়ে হাতজোড় করে বিনয় সহকারে রাবণের ভ্রূকুটির দিকে তাকিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাবণের এইরূপ প্রতাপ দর্শন করেও শ্রীহনুমান ভয় পেলেন না। তিনি সর্পসমূহের সম্মুখে গরুড়সম নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৪ ॥

*দোহা— শ্রীহনুমানকে দেখে রাবণ দুর্বচন প্রয়োগ করে খুব একচোট হেসে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার পুত্রবধের কথা মনে পড়ল আর সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ২০ ॥*

### চৌপাই (১—৫)

কহ লঙ্কেস কবন তৈঁ কীসা। কেহি কেঁ বল ঘালেহি বন খীসা॥
কী ধোঁ শ্রবন সুনেহি নহিঁ মোহী। দেখউঁ অতি অসঙ্ক সঠ তোহী॥
মারে নিসিচর কেহিঁ অপরাধা। কহু সঠ তোহি ন প্রান কই বাধা॥
সুনু রাবন ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া॥
জাকেঁ বল বিরঞ্চি হরি ঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
জা বল সীস ধরত সহসানন। অণ্ডকোস সমেত গিরি কানন॥
ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা। তুম্হ সে সঠন্হ সিখাবনু দাতা॥
হর কোদণ্ড কঠিন জেহিঁ ভঞ্জা। তেহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জা॥
খর দূষন ত্রিসিরা অরু বালী। বধে সকল অতুলিত বলসালী॥

### দোহা (২১)

জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি॥

### চৌপাই (১—৪)

জানউঁ মৈঁ তুম্হারি প্রভুতাঈ। সহসবাহু সন পরী লরাঈ॥
সমর বালি সন করি জসু পাবা। সুনি কপি বচন বিহসি বিহরাবা॥
খায়উঁ ফল প্রভু লাগী ভূঁখা। কপি সুভাব তেঁ তোরেউঁ রূখা॥
সব কেঁ দেহ পরম প্রিয় স্বামী। মারহিঁ মোহি কুমারগ গামী॥
জিন্হ মোহি মারা তে মৈঁ মারে। তেহিঁ পর বাঁধেউঁ তনয়ঁ তুম্হারে॥
মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজা। কীন্হ চহউঁ নিজ প্রভু কর কাজা॥
বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন। সুনহু মান তজি মোর সিখাবন॥
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী।

*চৌপাই* —লঙ্কাপতি রাবণ বলল—ওরে বানর ! কে তুই ? কার প্ররোচনায় তুই অশোকবন তছনছ করলি ? আমার (নাম ও যশের) কথা তুই কি আদৌ শুনিসনি ? ওরে দুষ্ট ! আবার তোকে অদ্ভুত রকম নিশ্চিন্তও দেখছি ! ১ ॥ রাক্ষসদের কোন্ অপরাধে প্রাণ দিতে হল ? ওরে মূর্খ ! তোর কি প্রাণের ভয়ও নেই ? (শ্রীহনুমান বললেন—) হে রাবণ ! শোনো। যাঁর বলে মায়া এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে (আমি তাঁরই দাস)॥ ২ ॥ হে দশমুণ্ড ! যাঁর শক্তিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে থাকেন আর সহস্রানন (ফণাযুক্ত) শেষনাগ পর্বত ও বনসহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন (আমি তাঁরই দাস)॥ ৩ ॥ যিনি দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন অবতারদেহ ধারণ করেন, তোমার মতন মূর্খকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন আর কঠোর হরধনু ভঙ্গ করে অন্যান্য রাজাদের দর্প চূর্ণ করেন (আমি তাঁরই দাস)॥ ৪ ॥ যিনি খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও বালীসম অতুলনীয় শক্তিধরদের বধ করেছেন (আমি তাঁরই দাস)॥ ৫ ॥

*দোহা—যাঁর শক্তির লেশমাত্র লাভ করে তুমি সমগ্র বিশ্বচরাচর জয় করেছ আর যাঁর প্রিয় ভার্যাকে তুমি (কাপুরুষের মতন) হরণ করে এনেছ আমি তাঁরই দূত॥ ২১ ॥*

*চৌপাই*—তোমার বীরত্বের কথা আমি বিলক্ষণ জানি। সহস্রবাহুর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হয়েছিল আর তুমি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রভূত যশ অর্জন করেছিলে। শ্রীহনুমানের (মর্মভেদী) বাক্যসকল শুনে রাবণ অট্টহাস্য করে তা হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা করল॥ ১ ॥ হে (রাক্ষসদের) প্রভু ! আমার ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল তাই ফল খেয়েছি আর বানর স্বভাব হেতু ডালপালা ভেঙেছি। হে (নিশাচর) পতি ! দেহ সকলের কাছেই প্রিয় হয়ে থাকে। কুপথগামী (দুষ্ট) রাক্ষসগণ যখন আমাকে আক্রমণ করল তখন যারা আমাকে মেরেছিল তাদের আমি বধ করেছি। অতঃপর তোমার পুত্র আমাকে বাঁধল। (কিন্তু) বন্ধন হওয়ায় আমার একটুও খেদ নেই কারণ আমি তো কেবল শ্রীপ্রভুর কার্য করতেই চাই॥ ২-৩ ॥ হে রাবণ ! আমি হাতজোড় করে তোমাকে অনুরোধ করছি। তুমি অহংকার ত্যাগ করে আমার কথা নতুন কাজ করো। তুমি তোমার পবিত্র কুলের কথা মনে করে প্রমাদ ত্যাগ করো আর ভক্তভয়হারী শ্রীভগবানের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যাও॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫)

জাকেঁ ডর অতি কাল ডেরাঈ। জো সুর অসুর চরাচর খাঈ॥
তাসোঁ বয়রু কবহুঁ নহিঁ কীজৈ। মোরে কহেঁ জানকী দীজৈ॥

দোহা (২২)

প্রনতপাল রঘুনায়ক করুনা সিন্ধু খরারি।
গএঁ সরন প্রভু রাখিহৈঁ তব অপরাধ বিসারি॥

চৌপাই (১—৪)

রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহূ। লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহূ॥
রিষি পুলস্তি জসু বিমল ময়ঙ্কা। তেহি সসি মহুঁ জনি হোহু কলঙ্কা॥
রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা। দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা॥
বসন হীন নহিঁ সোহ সুরারী। সব ভূষন ভূষিত বর নারী॥
রাম বিমুখ সম্পতি প্রভুতাঈ। জাই রহী পাঈ বিনু পাঈ॥
সজল মূল জিন্হ সরিতন্হ নাহীঁ। বরষি গএঁ পুনি তবহিঁ সুখাহীঁ॥
সুনু দসকণ্ঠ কহউঁ পন রোপী। বিমুখ রাম ত্রাতা নহিঁ কোপী॥
সঙ্কর সহস বিষ্ণু অজ তোহী। সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী॥

দোহা (২৩)

মোহমূল বহু সূল প্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপা সিন্ধু ভগবান॥

চৌপাই (১—২)

জদপি কহী কপি অতি হিত বানী। ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানী॥
বোলা বিহসি মহা অভিমানী। মিলা হমহি কপি গুর বড় গ্যানী॥
মৃত্যু নিকট আঈ খল তোহী। লাগেসি অধম সিখাবন মোহী॥
উলটা হোইহি কহ হনুমানা। মতিভ্রম তোর প্রগট মৈঁ জানা॥

*চৌপাই*—যে কাল দেবতা, রাক্ষস ও বিশ্বচরাচর গ্রাস করে থাকে সেও তাঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কেন করছ ? আর আমার অনুরোধে (তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য) সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দাও॥ ৫ ॥

*দোহা—খরারি (খর নামক রাক্ষসের শত্রু) শ্রীরঘুনাথ শরণাগতকে রক্ষা করে থাকেন (কারণ) তিনি কৃপাসিন্ধু। শরণাগত হলে শ্রীপ্রভু তোমার অপরাধ ভুলে গিয়ে তোমাকে আশ্রয় দান করবেন॥ ২২ ॥*

*চৌপাই*—তুমি শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে নিশ্চিন্তে লঙ্কায় রাজত্ব করো। ঋষি পুলস্ত্যের যশ চন্দ্রসম নির্মল। সেই চন্দ্রে তুমি কেন কলঙ্ক লেপন করছ ? ১ ॥ রামনাম ছাড়া বাণীতে সৌন্দর্যের অবস্থান হয় না —এই কথা মদ-মোহ ত্যাগ করে ভেবে দেখো। হে সুরারি ! সর্ব অলংকারে সুসজ্জিতা সুন্দরী নারী কি বস্ত্র ছাড়া শোভায়মান হয় ? ২ ॥ রামবিমুখ ব্যক্তির সম্পত্তি ও সম্মান হলেও তা না হওয়ারই মতন, তা অতি সত্বর নষ্ট হয়ে যায়। তা থাকা না থাকা দুইই সমান। উৎসহীন নদীর (অর্থাৎ যে নদী বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল) জল বর্ষার শেষে আবার শুষ্ক হয়ে যায়॥ ৩ ॥ হে দশগ্রীব ! শোনো। আমি শপথ করে বলছি। রামবিমুখকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করলে সহস্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না॥ ৪ ॥

*দোহা—তাই এমন (অজ্ঞানপ্রসূত) অতীব ক্লেশপ্রদায়ক তমোগুণ-রূপ মোহোৎপন্ন অহংকার ত্যাগ করে রঘুকুলপতি কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় তুমি নিত্যযুক্ত হয়ে যাও॥ ২৩ ॥*

*চৌপাই*—এইভাবে শ্রীহনুমান জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও নীতিযুক্ত বহু কল্যাণকর কথা রাবণকে বললেন। কিন্তু সেই মহাভিমানী রাবণ তার উত্তরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল—আমি দেখছি এক পরম জ্ঞানী বানর-গুরু লাভ করলাম॥ ১ ॥ (রাবণ বলল—) ওরে দুষ্ট ! শিয়রে তোর মৃত্যু সমাগত। ওরে অধম ! আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস। শ্রীহনুমান বললেন—তুমি ঠিক উল্টোটা বললে (অর্থাৎ শিয়রে তোমার মৃত্যু সমাগত)। তোমার যে মতিভ্রম হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছি॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

সুনি কপি বচন বহুত খিসিআনা। বেগি ন হরহু মূঢ় কর প্রানা।।
সুনত নিসাচর মারন ধাএ। সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আএ।।

নাই সীস করি বিনয় বহূতা। নীতি বিরোধ ন মারিঅ দূতা।।
আন দণ্ড কছু করিঅ গোসাঁঈ। সবহীঁ কহা মন্ত্র ভল ভাঈ।।

সুনত বিহসি বোলা দসকন্ধর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠইঅ বন্দর।।

দোহা (২৪)

কপি কেঁ মমতা পূঁছ পর সবহি কহউঁ সমুঝাঈ।
তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই।।

চৌপাই (১—৫)

পূঁছহীন বানর তহঁ জাইহি। তব সঠ নিজ নাথহি লই আইহি।।
জিন্হ কৈ কীন্হিসি বহুত বড়াঈ। দেখউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ প্রভুতাঈ।।

বচন সুনত কপি মন মুসুকানা। ভই সহায় সারদ মৈঁ জানা।।
জাতুধান সুনি রাবন বচনা। লাগে রচৈঁ মূঢ় সোই রচনা।।

রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা। বাঢ়ী পূঁছ কীন্হ কপি খেলা।।
কৌতুক কহঁ আএ পুরবাসী। মারহিঁ চরন করহিঁ বহু হাঁসী।।

বাজহিঁ ঢোল দেহিঁ সব তারী। নগর ফেরি পুনি পূঁছ প্রজারী।।
পাবক জরত দেখি হনুমন্তা। ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্তা।।

নিবুকি চঢ়েউ কপি কনক অটারীঁ। ভঈঁ সভীত নিসাচর নারীঁ।।

*চৌপাই*—শ্রীহনুমানের (স্পষ্ট) কথা শুনে রাবণ কুপিত হল (আর বলে বসল— ) এই মুহূর্তে এই মূর্খকে বধ করা হচ্ছে না কেন ? একথা শুনেই রাক্ষসগণ শ্রীহনুমানকে বধ করতে ছুটল। তখনই ঘটনাস্থলে মন্ত্রিদের সঙ্গে নিয়ে বিভীষণ উপস্থিত হলেন॥ ৩ ॥ তিনি অবনত মস্তকে বিনয় সহকারে রাবণকে বললেন—দূত অবধ্য। দূতকে বধ করা নীতিবিরুদ্ধ কার্য। হে গোঁসাই ! অন্য কোনো দণ্ড বিধান করা হোক। সকলে তা উত্তম পরামর্শরূপে সমর্থন করল॥ ৪ ॥ এইকথা শ্রবণ করে রাবণ হেসে বলল—বেশ ! বানরের অঙ্গ বিকৃতি করে পাঠিয়ে দেওয়া যাক॥ ৫ ॥

*দোহা—কী করণীয় তা বুঝিয়ে বলছি। বানরের বিশেষ মমতা তার লাঙ্গুলের উপর থাকে। তাই তৈলসিক্ত বস্ত্র লাঙ্গুলে বেঁধে তাতে অগ্নি সংযোগ করে দাও॥ ২৪ ॥*

*চৌপাই*—পুচ্ছহীন বানর যখন (তার প্রভুর নিকট) ফিরে যাবে তখন এই মূর্খ তার প্রভুকে নিয়ে এইখানে উপস্থিত হবে। যে বলবিক্রমের এই বানর কীর্তন করছিল তাও যাচাই হয়ে যাবে॥ ১ ॥ রাবণের আদেশ শ্রবণ করে শ্রীহনুমান মুচকি হাসলেন। (রাবণকে এমন বিষম বুদ্ধি প্রদান করবার জন্য) তিনি মনে মনে মা সরস্বতীকে বন্দনা করলেন। রাবণের আদেশ পালনে মূর্খ রাক্ষসগণ তৎপর হল॥ ২ ॥ (লাঙ্গুলে জড়ানোর জন্য বস্ত্র ও ঘৃত-তৈল আদি এত বেশি পরিমাণ লাগল যে) নগরের সকল বস্ত্র ও ঘৃত-তৈল ব্যবহৃত হয়ে গেল। শ্রীহনুমান ক্রীড়াচ্ছলে লাঙ্গুল বৃহদাকার করে দিলেন। মজা দেখবার জন্য ঘটনাস্থলে নগরবাসীদের সমাবেশ হল। তারা শ্রীহনুমানকে পদাঘাত করে হাসাকৌতুকে প্রবৃত্ত হল॥ ৩ ॥ ঢোল বাদ্য বেজে উঠল, হাততালি দেওয়া হতে লাগল। শ্রীহনুমানকে নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে তাঁর লাঙ্গুলে অগ্নি সংযোগ করে দেওয়া হল। অগ্নি প্রজ্বলন প্রত্যক্ষ করে শ্রীহনুমান তৎক্ষণাৎ অতি ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করলেন॥ ৪ ॥ (ক্ষুদ্ররূপ ধারণ করে) শ্রীহনুমান বাঁধন থেকে মুক্ত হলেন আর এক লাফে সুবর্ণময় অট্টালিকার উপরে আরোহণ করলেন। তাঁর অবস্থান এইবার রাক্ষসীদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল॥ ৫ ॥

দোহা (২৫)

হরি প্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাস।
অট্টহাস করি গর্জা কপি বঢ়ি লাগ অকাস॥

চৌপাই (১—৪)

দেহ বিসাল পরম হরুআঈ। মন্দির তেঁ মন্দির চঢ় ধাঈ॥
জরই নগর ভা লোগ বিহালা। ঝপট লপট বহু কোটি করালা॥

তাত মাতু হা সুনিঅ পুকারা। এহিঁ অবসর কো হমহি উবারা॥
হম জো কহা য়হ কপি নহিঁ হোঈ। বানর রূপ ধরেঁ সুর কোঈ॥

সাধু অবগ্যা কর ফলু ঐসা। জরই নগর অনাথ কর জৈসা॥
জারা নগরু নিমিষ এক মাহীঁ। এক বিভীষন কর গৃহ নাহীঁ॥

তা কর দূত অনল জেহিঁ সিরিজা। জরা ন সো তেহি কারন গিরিজা॥
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী। কূদি পরা পুনি সিন্ধু মঝারী॥

দোহা (২৬)

পূঁছ বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রূপ বহোরি।
জনকসুতা কেঁ আগেঁ ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি॥

চৌপাই (১—২)

মাতু মোহি দীজে কছু চীন্‌হা। জৈসেঁ রঘুনায়ক মোহি দীন্‌হা।
চূড়ামনি উতারি তব দয়উ। হরষ সমেত পবনসুত লয়উ।

কহেহু তাত অস মোর প্রনামা। সব প্রকার প্রভু পূরনকামা।
দীন দয়াল বিরিদু সম্ভারী। হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী।

*দোহা—তখনই শ্রীহরির ইচ্ছায় উনপঞ্চাশ বায়ু একযোগে প্রবাহিত হতে শুরু করল। এইবার শ্রীহনুমান গর্জন করে আকাশসম বিশালাকার হয়ে গেলেন॥ ২৫ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীহনুমান বিশালাকার হয়েও কিন্তু লঘুভার চঞ্চল রইলেন। তিনি এইবার অট্টালিকার পর অট্টালিকায় লাফিয়ে উঠে সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করে দিলেন। নগরে সর্বত্র অগ্নি ছড়িয়ে পড়ল আর নগরবাসীসকল বিহ্বল হয়ে পড়ল। একসঙ্গে কোটি করাল অগ্নিশিখা নগরকে গ্রাস করতে উদ্যত হল॥ ১ ॥ (চতুর্দিকে) শোনা যেতে লাগল আর্তনাদ— । বাবারে ! মারে ! এবার কে আমাদের রক্ষা করবে ? আমরা তো আগেই বলেছিলাম যে এ এক সাধারণ বানর কখনো নয়, এ নিশ্চয়ই বানরের ছদ্মবেশে কোনো দেবতা॥ ২ ॥ সাধুর অবমাননা করলে এমনই হয়ে থাকে। অসহায় অনাথসম নগর জ্বলতে লাগল। অতি অল্প সময়েই শ্রীহনুমান সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করে দিয়েছিলেন কিন্তু বাদ দিয়েছিলেন কেবল বিভীষণের প্রাসাদকে॥ ৩ ॥ (মহাদেব বললেন— ) হে পার্বতী ! যিনি অগ্নি সৃষ্টি করেছেন শ্রীহনুমান তাঁরই দূত। তাই অগ্নি তাঁকে কোনো ক্ষতি করল না। শ্রীহনুমান নগরের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুটে বেড়িয়ে সর্বত্র অগ্নি সংযোগ করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি নিজে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন (আর দেহ থেকে অগ্নিস্পর্শ নিবারণ করলেন)॥ ৪ ॥

*দোহা—লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করে অল্প বিশ্রাম নিয়ে শ্রীহনুমান আবার নিজ ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করলেন আর সীতাদেবীর সম্মুখে গমন করে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন॥ ২৬ ॥*

*চৌপাই*—(শ্রীহনুমান বললেন—) হে মাতা ! যেমন আসবার সময়ে শ্রীরঘুনাথ দিয়েছিলেন আপনিও আমাকে সেইরূপ কোনো অভিজ্ঞান দিন। সীতাদেবী তখন চূড়ামণি খুলে শ্রীহনুমানকে দিলেন। শ্রীহনুমান সানন্দে তা গ্রহণ করলেন॥ ১ ॥ (তখন সীতাদেবী বললেন—) হে তাত ! আমার প্রণাম নিবেদন করে তাঁকে বলবে—হে প্রভু ! আপনি তো সতত পূর্ণকাম (অর্থাৎ আপনার কামনা বলে কিছু নেই) তবু দীনহীনদের উপর দয়া করা তো আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। (আমাকে দীনহীন জ্ঞান করে) হে নাথ ! আমাকে এই বিষম সংকট থেকে উদ্ধার করুন॥ ২ ॥

### চৌপাই (৩—৪)

তাত সক্রসুত কথা সুনাএহু। বান প্রতাপ প্রভুহি সমুঝাএহু॥
মাস দিবস মহুঁ নাথু ন আবা। তৌ পুনি মোহি জিঅত নহিঁ পাবা॥
কহু কপি কেহি বিধি রাখৌঁ প্রানা। তুম্হহূ তাত কহত অব জানা॥
তোহি দেখি সীতলি ভই ছাতী। পুনি মো কহুঁ সোই দিনু সো রাতী॥

### দোহা (২৭)

জনকসুতহি সমুঝাই করি বহু বিধি ধীরজু দীন্হ।
চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিঁ কীন্হ॥

### চৌপাই (১—৪)

চলত মহাধুনি গর্জেসি ভারী। গর্ভ স্রবহিঁ সুনি নিসিচর নারী॥
নাঘি সিন্ধু এহি পারহি আবা। সবদ কিলিকিলা কপিন্হ সুনাবা॥
হরষে সব বিলোকি হনুমানা। নূতন জন্ম কপিন্হ তব জানা॥
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা। কীন্হেসি রামচন্দ্র কর কাজা॥
মিলে সকল অতি ভএ সুখারী। তলফত মীন পাব জিমি বারী॥
চলে হরষি রঘুনায়ক পাসা। পূঁছত কহত নবল ইতিহাসা॥
তব মধুবন ভীতর সব আএ। অঙ্গদ সম্মত মধু ফল খাএ॥
রখবারে জব বরজন লাগে। মুষ্টি প্রহার হনত সব ভাগে॥

### দোহা (২৮)

জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
সুনি সুগ্রীব হরষ কপি করি আএ প্রভু কাজ॥

*চৌপাই*— হে তাত ! শ্রীপ্রভুকে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তর কথা মনে করিয়ে দিও। তাঁর শরের প্রতাপের কথাও স্মরণ করিয়ে দিও। তাঁকে বোলো যে তিনি এক মাসের মধ্যে না এলে আমাকে আর জীবিত দেখতে পাবেন না॥ ৩ ॥ হে হনুমান ! বলো, আমি বেঁচে থাকি কী নিয়ে ? হে তাত ! তুমিও তো চলে যাবে বলছ । তোমাকে দেখে একটু শান্তি পেয়েছিলাম। আবার সেই অসহ্য কষ্টকর দিবারাত্র যাপন শুরু হবে ! ৪ ॥

*দোহা—শ্রীহনুমান সীতাদেবীকে অনেক করে বোঝালেন আর ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। অতঃপর তিনি সীতাদেবীর পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে চললেন॥ ২৭ ॥*

*চৌপাই*— ফিরে যাওয়ার সময়ে শ্রীহনুমান বিকট গর্জন করে উঠলেন যা রাক্ষসীদের গর্ভপাত করাল। সমুদ্র অতিক্রম করে শ্রীহনুমান বানরদের সাংকেতিক ভাষায় তাঁর আগমন বার্তা সূচিত করলেন॥ ১ ॥ শ্রীহনুমান ফিরে আসায় সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নবজন্ম লাভের আনন্দ অনুভূতি তাদের হচ্ছিল। সকলেই দেখল যে শ্রীহনুমান প্রসন্ন বদন ও তেজসম্পন্ন। তারা তখন নিশ্চিন্ত হল যে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য উত্তম-রূপে সম্পন্ন হয়েছে বলেই মহাকপি এমন প্রফুল্ল রয়েছেন॥ ২ ॥ এইবার সকলে তাঁর কাছে ছুটে গেল। তাদের অবস্থা তখন জলস্পর্শ বঞ্চিত মৎস্যের জলস্পর্শ লাভ করার মতো। তারা অতি প্রসন্ন ও সুখী হয়ে গেল। শ্রীহনুমানের সঙ্গে ঘটনা বৃত্তান্ত আলোচনা করতে করতে সকলে শ্রীরামচন্দ্র সকাশে চলল॥ ৩ ॥ মধুবনে মধুর ফল (অথবা মধু ও ফল) গ্রহণ করবার অনুমতি লাভ করবার জন্য তারা অঙ্গদকে অনুরোধ করল। অনুমতি লাভ করে ভক্ষণপর্ব সমাধা হল। প্রহরীদের ভাগ্যে কেবল মুষ্ট্যাঘাত জুটল॥ ৪ ॥

*দোহা— প্রহরীগণ আর্তনাদ করে উঠল যে যুবরাজ অঙ্গদের অনুমতিতে বানরগণ বনসম্পদ তছনছ করে দিচ্ছে। সুগ্রীব তা শুনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে কার্য সম্পাদন সুচারুরূপে হয়েছে তাই বানরগণ আনন্দে মত্ত হয়েছে। তিনিও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন॥ ২৮ ॥*

চৌপাই (১—৪)

জৌঁ ন হোতি সীতা সুধি পাঈ। মধুবন কে ফল সকহিঁ কি খাঈ।।
এহি বিধি মন বিচার কর রাজা। আই গএ কপি সহিত সমাজা।।
আই সবন্হি নাবা পদ সীসা। মিলেউ সবন্হি অতি প্রেম কপীসা।।
পূঁছী কুসল কুসল পদ দেখী। রাম কৃপাঁ ভা কাজু বিসেষী।।
নাথ কাজু কীন্হেউ হনুমানা। রাখে সকল কপিন্হ কে প্রানা।।
সুনি সুগ্রীব বহুরি তেহি মিলেউ। কপিন্হ সহিত রঘুপতি পহিঁ চলেউ।।
রাম কপিন্হ জব আবত দেখা। কিএঁ কাজু মন হরষ বিসেষা।।
ফটিক সিলা বৈঠে দ্বৌ ভাঈ। পরে সকল কপি চরনন্হি জাঈ।।

দোহা (২৯)

প্রীতি সহিত সব ভেটে রঘুপতি করুনা পুঞ্জ।
পূঁছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদ কঞ্জ।।

চৌপাই (১—৪)

জামবন্ত কহ সুনু রঘুরায়া। জা পর নাথ করহু তুম্হ দায়া।।
তাহি সদা সুভ কুসল নিরন্তর। সুর নর মুনি প্রসন্ন তা উপর।।
সোই বিজঈ বিনঈ গুন সাগর। তাসু সুজসু ত্রৈলোক উজাগর।।
প্রভু কীঁ কৃপা ভয়উ সবু কাজূ। জন্ম হমার সুফল ভা আজূ।।
নাথ পবনসুত কীন্হি জো করনী। সহসহুঁ মুখ ন জাই সো বরনী।।
পবনতনয় কে চরিত সুহাএ। জামবন্ত রঘুপতিহি সুনাএ।।
সুনত কৃপানিধি মন অতি ভাএ। পুনি হনুমান হরষি হিয়ঁ লাএ।।
কহহু তাত কেহি ভাঁতি জানকী। রহতি করতি রচ্ছ স্বপ্রান কী।।

*চৌপাই*— সুগ্রীব ভাবছিলেন— সীতাদেবীর সংবাদ না এনে মধুবনের ফল খাওয়ার সাহস বানরদের হত না। এমন সময়েই বানরেরা সদলবলে সেইখানে এসে উপস্থিত হল॥ ১ ॥ সকলে এসে সুগ্রীবকে প্রণাম নিবেদন করল। কপিরাজ সুগ্রীব সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রীত হলেন। তিনি তখন কুশল প্রশ্ন করলেন। (তখন বানরগণ উত্তর দিল—) আপনার চরণ দর্শন লাভ করে সকলই কুশল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বিশেষ কার্য হয়েছে (কার্যে সাফল্য লাভ হয়েছে)॥ ২ ॥ হে নাথ ! সর্বকার্য সম্পাদন করবার কৃতিত্ব হনুমানেরই প্রাপ্য ; সেই বানরদেরও প্রাণরক্ষা করল। এইকথা শুনেই সুগ্রীব উঠে আবার শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তারা সদলবলে শ্রীরঘুপতির সন্নিধানে গমন করলেন॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যখন বানরদের আসতে দেখলেন তখন কার্যসিদ্ধি হয়েছে বুঝতে পেরে অতিশয় প্রসন্ন হয়ে গেলেন। ভ্রাতৃযুগল স্ফটিক শিলার উপরে বসে ছিলেন। বানরসকল এইবার তাঁদের কাছে এসে প্রণাম নিবেদন করল॥ ৪ ॥

*দোহা—করুণাকর শ্রীরঘুপতি সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। তিনি প্রত্যেককে কুশল প্রশ্ন করলেন। (বানরগণ উত্তর দিল—) আপনার শ্রীপাদপদ্মের দর্শনে (কৃপায়) সকলই কুশল॥ ২৯ ॥*

*চৌপাই*—জাম্ববান বললেন—হে শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন। হে নাথ ! যাদের উপর আপনি কৃপা বর্ষণ করেন তারা তো কুশলেই থাকে আর তাদের কল্যাণই হয়ে থাকে। তখন তাদের উপর তো দেবতা, নর ও মুনি—সকলেই প্রসন্ন থাকেন॥ ১ ॥ (আপনার কৃপা থাকলে তো) বিজয়ী, বিনয়ী, গুণাদির আকর হয়ে যশস্বী হওয়া তো অবশ্যম্ভাবী ; ত্রিলোকে তখন তার যশঃকীর্তনও শোনা যায়। শ্রীপ্রভুর কৃপায় সর্বকার্য সম্পাদন হয়েছে। আমাদের আজ জন্ম সার্থক হল॥ ২ ॥ হে নাথ ! পবননন্দন হনুমানের কীর্তির প্রশংসা সহস্র মুখেও করা সম্ভব নয়। অতঃপর জাম্ববান শ্রীহনুমানের সুন্দর চরিত্রগাথা (অক্ষয় কীর্তি) শ্রীরঘুপতিকে নিবেদন করলেন॥ ৩ ॥ (বৃত্তান্ত) শ্রবণ করে শ্রীরামচন্দ্র প্রীত হলেন। তিনি আনন্দসহকারে শ্রীহনুমানকে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হে তাত ! বলো, সীতা কেমন আছেন ? কেমনভাবে জীবন ধারণ করে আছেন ? ৪॥

দোহা (৩০)

নাম পাহরু দিবস নিসি ধ্যান তুম্হার কপাট।
লোচন নিজ পদ জন্ত্রিত জাহিঁ প্রান কেহিঁ বাট॥

চৌপাই (১—৫)

চলত মোহি চূড়ামনি দীন্হী। রঘুপতি হৃদয়ঁ লাই সোই লীন্হী॥
নাথ জুগল লোচন ভরি বারী। বচন কহে কছু জনককুমারী॥
অনুজ সমেত গহেহু প্রভু চরনা। দীন বন্ধু প্রনতারতি হরনা॥
মন ক্রম বচন চরন অনুরাগী। কেহিঁ অপরাধ নাথ হৌঁ ত্যাগী॥
অবগুন এক মোর মৈঁ মানা। বিছুরত প্রান ন কীন্হ পয়ানা॥
নাথ সো নয়নন্হি কো অপরাধা। নিসরত প্রান করহিঁ হঠি বাধা॥
বিরহ অগিনি তনু তূল সমীরা। স্বাস জরই ছন মাহিঁ সরীরা॥
নয়ন স্রবহিঁ জলু নিজ হিত লাগী। জরৈঁ ন পাব দেহ বিরহাগী॥
সীতা কৈ অতি বিপতি বিসালা। বিনহিঁ কহেঁ ভলি দীনদয়ালা॥

দোহা (৩১)

নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহিঁ কলপ সম বীতি।
বেগি চলিঅ প্রভু আনিঅ ভুজ বল খল দল জীতি॥

চৌপাই (১—২)

সুনি সীতা দুখ প্রভু সুখ অয়না। ভরি আএ জল রাজিব নয়না॥
বচন কায়ঁ মন মম গতি জাহী। সপনেহুঁ বূঝিঅ বিপতি কী তাহী॥
কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ। জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ॥
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী। রিপুহি জীতি আনিবী জানকী॥

*দোহা—শ্রীহনুমান বললেন—আপনার নামরূপ স্মরণ তাঁকে দিনরাত পাহারা দেয়, আপনার ধ্যানই তাঁর কপাট, চরণে নিবদ্ধ দৃষ্টি হল তালা। এসবের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাণ যাবে কোন্ পথে ? ৩০ ॥*

*চৌপাই*—বিদায়কালে তিনি তাঁর চূড়ামণি (খুলে) দিলেন। শ্রীরঘুপতি তা গ্রহণ করে হৃদয়ে স্পর্শ করলেন। (অতঃপর শ্রীহনুমান বললেন—) হে নাথ ! অশ্রুপূর্ণ নয়নে সীতাদেবী (আপনাকে বলবার জন্য) আমাকে কিছু বলেছেন॥ ১॥ তিনি অনুজসহ আপনার শ্রীচরণে প্রণিপাত করে কিছু কথা বলতে বলেছেন। তা তাঁর জবানিতেই শুনুন—"হে নাথ ! আপনি দীনবন্ধু, শরণাগতবৎসল, আর আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শ্রীচরণানুরাগী। আমাকে আপনি তাহলে কোন্ অপরাধে ত্যাগ করেছেন ? ২ ॥ একটা দোষ আমার অবশ্য আছে। আপনার বিরহে আমি দেহত্যাগ করিনি। হে নাথ ! সে অপরাধ যে কেবল নয়নযুগলের—যারা (আপনার আবার দর্শন লাভ করবার আশায়) সতত বাধা দান করে যাচ্ছে॥ ৩ ॥ বিরহাগ্নির সম্মুখে দেহ তুলাসম তাতে আবার শ্বাসের পবন উপস্থিত। এই তিনের সংযোগে দেহ মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নয়নযুগল নিজ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য বারি (অশ্রু) ক্ষরণ করেই যাচ্ছে। তাই বিরহাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত হতে পারছে না॥ ৪ ॥ (শ্রীহনুমান বললেন—) সীতাদেবীর শিয়রে বিপদ দাঁড়িয়ে আছে। হে দীনবন্ধু ! তার বিবরণ নাই বা শুনলেন (কারণ তা আপনাকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করবে)॥ ৫ ॥

*দোহা—হে করুণানিধান ! তাঁর পল (ক্ষণকাল) কল্পসম প্রলম্বিত মনে হয়। অতএব হে শ্রীপ্রভু ! এখনই আপনার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিজ বাহুবল বিক্রমে দুষ্টদের পর্যুদস্ত করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে আনা প্রয়োজন॥ ৩১ ॥*

*চৌপাই*—সীতাদেবীর ক্লেশের কথা সুখধাম শ্রীরামচন্দ্রকে অশ্রুসিক্ত করে তুলল (তিনি বললেন—) কায়মনোবাক্যে যে আমার শরণাগত তার কি স্বপ্নেও বিপদগ্রস্ত হওয়া সম্ভব ? ১ ॥ শ্রীহনুমান বললেন—হে প্রভু ! আপনার স্মরণ-মনন ও ভজন না হলেই তো বিপদের সম্ভাবনা থাকে। হে নাথ ! (আপনার কাছে) রাক্ষস এমন কী ? আপনি অনায়াসে শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে জানকী মাতাকে নিয়ে আসবেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনু কপি তোহি সমান উপকারী। নহিঁ কোউ সুর নর মুনি তনুধারী॥
প্রতি উপকার করৌঁ কা তোরা। সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥
সুনু সুত তোহি উরিন মৈঁ নাহীঁ। দেখেউঁ করি বিচার মন মাহীঁ॥
পুনি পুনি কপিহি চিতব সুরত্রাতা। লোচন নীর পুলক অতি গাতা॥

দোহা (৩২)

সুনি প্রভু বচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত॥

চৌপাই (১—৫)

বার বার প্রভু চহই উঠাবা। প্রেম মগন তেহি উঠব ন ভাবা॥
প্রভু কর পঙ্কজ কপি কেঁ সীসা। সুমিরি সো দসা মগন গৌরীসা॥
সাবধান মন করি পুনি সঙ্কর। লাগে কহন কথা অতি সুন্দর॥
কপি উঠাই প্রভু হৃদয়ঁ লগাবা। কর গহি পরম নিকট বৈঠাবা॥
কহু কপি রাবন পালিত লঙ্কা। কেহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা॥
প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমানা। বোলা বচন বিগত অভিমানা॥
সাখামৃগ কৈ বড়ি মনুসাঈ। সাখা তেঁ সাখা পর জাঈ॥
নাঘি সিন্ধু হাটকপুর জারা। নিসিচর গন বধি বিপিন উজারা॥
সো সব তব প্রতাপ রঘুরাঈ। নাথ ন কছূ মোরি প্রভুতাঈ॥

দোহা (৩৩)

তা কহুঁ প্রভু কছু অগম নহিঁ জা পর তুম্হ অনুকূল।
তব প্রভাবঁ বড়বানলহি জারি সকই খলু তূল॥

*চৌপাই* —(শ্রীভগবান বলতে লাগলেন— ) হে হনুমান ! তোমার মতন আমার উপকারী সুর, নর, মুনি অথবা অন্যান্য দেহধারীর মধ্যে কেউ নেই। প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব নয় কারণ আমার মনও তোমার সম্মুখীন হতে পারছে না॥ ৩ ॥ হে পুত্র! শোনো। আমি ভালোভাবে ভেবে দেখে বলছি যে তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দেবতাদেরও রক্ষক শ্রীপ্রভু বারে বারে শ্রীহনুমানকে দেখতে লাগলেন। নয়ন তাঁর প্রেমাশ্রু প্লাবিত ছিল আর অঙ্গে পুলক শিহরণ॥ ৪ ॥

*দোহা—শ্রীপ্রভুর কথা শুনে আর তাঁকে দেখে শ্রীহনুমন আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি প্রেমাকুল হয়ে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হয়ে বলতে লাগলেন—হে ভগবান ! আমাকে রক্ষা করুন। রক্ষা করুন॥ ৩২ ॥*

*চৌপাই*—প্রভু শ্রীহনুমানকে বারে বারে তুলে ধরতে চাইছিলেন কিন্তু প্রেমবিহ্বল শ্রীহনুমান সেই শ্রীপাদপদ্ম ছাড়তে চাইছিলেন না। তখন শ্রীপ্রভুর করকমল শ্রীহনুমানের মস্তক স্পর্শ করে ছিল। সেই দৃশ্য কল্পনা করে মহাদেব প্রেমমগ্ন হয়ে গেলেন॥ ১ ॥ অতঃপর নিজের মনকে সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করে মহাদেব অত্যন্ত মনোহর ঘটনা বলে যেতে লাগলেন—শ্রীহনুমানকে (অতি কষ্টে) তুলে শ্রীপ্রভু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অতঃপর তিনি শ্রীহনুমানের হাত ধরে তাঁকে পাশে বসালেন॥ ২ ॥ (তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন— ) হে হনুমান ! বলো। রাবণ দ্বারা সুরক্ষিত লঙ্কা আর তার ওই দুর্ভেদ্য দুর্গতে তুমি দহন কার্য কেমন করে সম্ভব করলে ? শ্রীহনুমান দেখলেন যে শ্রীপ্রভু প্রসন্ন। তিনি অহংকার বিরহিত হয়ে বললেন— বানরের পুরুষার্থ তো এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যেই সীমিত থাকে। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করে সুবর্ণনগর দহন করেছি আর রাক্ষসগণকে বধ করে অশোকবন তছনছ করেছি, তা সকলই তো শ্রীরঘুনাথ ! আপনারই প্রতাপে সম্ভব হয়েছে। হে নাথ ! এতে আমার নিজস্ব কৃতিত্ব একটুও আছে বলে আমি মনে করি না॥ ৩-৫ ॥

*দোহা—হে প্রভু ! যার উপর আপনি প্রসন্ন তার পক্ষে কোনো কার্যই তো কঠিন নয়। আপনার প্রভাবে সহজদাহ্য তুলাও দাবানলকে ভস্ম করতে সক্ষম (অর্থাৎ অসম্ভবও সম্ভব হয়)॥ ৩৩ ॥*

চৌপাই (১—৪)

নাথ ভগতি অতি সুখদায়নী। দেহু কৃপা করি অনপায়নী॥
সুনি প্রভু পরম সরল কপি বানী। এবমস্তু তব কহেউ ভবানী॥

উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥
যহ সংবাদ জাসু উর আবা। রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা॥

সুনি প্রভু বচন কহহিঁ কপিবৃন্দা। জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা॥
তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাবা। কহা চলৈঁ কর করহু বনাবা॥

অব বিলম্বু কেহি কারন কীজে। তুরত কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীজে॥
কৌতুক দেখি সুমন বহু বরষী। নভ তেঁ ভবন চলে সুর হরষী॥

দোহা (৩৪)

কপিপতি বেগি বোলাএ আএ জূথপ জূথ।
নানা বরন অতুল বল বানর ভালু বরূথ॥

চৌপাই (১—৪)

প্রভু পদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা। গর্জহিঁ ভালু মহাবল কীসা॥
দেখী রাম সকল কপি সেনা। চিতই কৃপা করি রাজিব নৈনা॥

রাম কৃপা বল পাই কপিন্দা। ভএ পচ্ছজুত মনহুঁ গিরিন্দা॥
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা। সগুন ভএ সুন্দর সুভ নানা॥

জাসু সকল মঙ্গলময় কীতী। তাসু পয়ান সগুন যহ নীতী॥
প্রভু পয়ান জানা বৈদেহীঁ। ফরকি বাম অঁগ জনু কহি দেহীঁ॥

জোই জোই সগুন জানকিহি হোঈ। অসগুন ভয়উ রাবনহি সোঈ॥
চলা কটকু কো বরনৈঁ পারা। গর্জহিঁ বানর ভালু অপারা॥

*চৌপাই*—হে নাথ ! অতিশয় সুখপ্রদানকারী নিজ অচলা ভক্তি কৃপা করে দিন। শ্রীহনুমানের এইরূপ সহজ সরল কথা শুনে, হে ভবানী ! প্রভু শ্রীরামচন্দ্র 'তাই হোক' বললেন॥ ১ ॥ হে উমা ! যারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিচিত তাদের তাঁর সাধনভজন ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না। যার হৃদয়ে এই অনুপম সুন্দর প্রভু-সেবক-সংবাদের স্মৃতি জাগবে তার শ্রীরঘুপতি চরণে ভক্তিলাভ আপনাআপনি হয়ে যাবে॥ ২ ॥ শ্রীপ্রভুর কথা শুনে বানরেরা কৃপালু আনন্দময় শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। তখন শ্রীরঘুপতি কপিরাজ সুগ্রীবকে ডেকে পাঠালেন আর বললেন—এইবার অভিযানের প্রস্তুতি করা প্রয়োজন॥ ৩ ॥ আর দেরি করে লাভ নেই। বানরদের আদেশ দাও এখনই। (শ্রীভগবানের) এই লীলা (রাবণ বধের প্রস্তুতি) দেখে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করে ও প্রসন্ন হয়ে নিজ নিজ লোকে গমন করলেন॥ ৪ ॥

*দোহা—কপিরাজ সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ বানরদের ডাকলেন। সেনাপতির দল এসে উপস্থিত হল। ঋক্ষ ও বানর সৈন্যদল বিচিত্র বর্ণ ও অতুলনীয় শক্তিধর ছিল॥ ৩৪ ॥*

*চৌপাই*—তারা সকলে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম করল। ঋক্ষ ও বানরগণ গর্জন করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ বানর সেনা দেখে তাঁর কমলনয়ন দ্বারা কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করলেন॥ ১ ॥ রামকৃপা লাভ করে শ্রেষ্ঠ বানরগণ যেন বিশাল বিশাল ডানাওয়ালা পর্বতসম হয়ে গেল। আনন্দিত শ্রীরামচন্দ্র যাত্রা করলেন। চতুর্দিকে বহু শুভলক্ষণ দেখা গেল॥ ২ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তিসকল যখন মঙ্গলময় তখন শুভ-লক্ষণসকল তো দেখা দেবেই (কারণ তা যে লীলাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে থাকে)। শ্রীপ্রভুর বার্তা সীতাদেবীরও অজানা রইল না তাঁর বাম অঙ্গেও স্পন্দন ঘোষণা করতে লাগল (যে শ্রীরামচন্দ্র এইবার আসছেন)॥ ৩ ॥ যেমন সীতাদেবীর মঙ্গলসূচক অনুভূতি হল তেমনভাবেই রাবণের অমঙ্গলসূচক অনুভূতি হল। সৈন্যবাহিনীর যাত্রার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। একসঙ্গে অসংখ্য বানর ও ঋক্ষ একযোগে গর্জন করে যাচ্ছিল॥ ৪ ॥

### চৌপাই (৫)

নখ আয়ুধ গিরি পাদপধারী। চলে গগন মহি ইচ্ছাচারী।।
কেহরিনাদ ভালু কপি করহীঁ। ডগমগাহিঁ দিগ্গজ চিক্করহীঁ।।

### ছন্দ (১—২)

চিক্করহিঁ দিগ্গজ ডোল মহি গিরি লোল সাগর খরভরে।
মন হরষ সভ গন্ধর্ব সুর মুনি নাগ কিন্নর দুখ টরে।।
কটকটহিঁ মর্কট বিকট ভট বহু কোটি কোটিন্হ ধাবহীঁ।
জয় রাম প্রবল প্রতাপ কোসলনাথ গুন গন গাবহীঁ।।

সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার বারহিঁ মোহঈ।
গহ দসন পুনি পুনি কমঠ পৃষ্ঠ কঠোর সো কিমি সোহঈ।।
রঘুবীর রুচির প্রয়ান প্রস্থিতি জানি পরম সুহাবনী।
জনু কমঠ খর্পর সর্পরাজ সো লিখত অবিচল পাবনী।।

### দোহা (৩৫)

এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগর তীর।
জহঁ তহঁ লাগে খান ফল ভালু বিপুল কপি বীর।।

### চৌপাই (১—২)

উহাঁ নিসাচর রহহিঁ সসঙ্কা। জব তেঁ জারি গয়উ কপি লঙ্কা।।
নিজ নিজ গৃহঁ সব করহিঁ বিচারা। নহিঁ নিসিচর কুল কের উবারা।।

জাসু দূত বল বরনি ন জাঈ। তেহি আএঁ পুর কবন ভলাঈ।।
দূতিন্হ সন সুনি পুরজন বানী। মন্দোদরী অধিক অকুলানী।।

*চৌপাই*— বানর-ঋক্ষদের নখই প্রধান অস্ত্র হয়ে থাকে। তারা (সর্বত্র অবাধে) পর্বত ও বৃক্ষসকল ধারণ করে কেউ আকাশপথে আর কেউ পদব্রজে চলছিল। তারা সকলে সিংহসম গর্জন করছিল। (তাদের পদভারে ও গর্জনে) দিগ্‌হস্তীগণ বিচলিত হয়ে বৃংহণ করছিল॥ ৫ ॥

*ছন্দ*—তখন দিগ্‌হস্তীগণ বৃংহণ করতে লাগল। পদভারে পৃথিবী টলমল করে উঠল, পর্বতসকল চঞ্চল হয়ে গেল (কাঁপতে লাগল) আর সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। 'দুঃখের দিন শেষ হতে চলেছে'—এইরূপ মনে করে (চিন্তায়) গন্ধর্ব, দেবতা, মুনি, নাগ, কিন্নর সকলেই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। বহু কোটি ভয়ানকদর্শন মর্কট যোদ্ধা দাঁত কিড়মিড় করছিল আর কোটি সংখ্যক মর্কট ছুটে চলছিল। তারা প্রবলপ্রতাপ কৌশলনাথ শ্রীরামচন্দ্রের জয় ! উদ্‌ঘোষে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন করে এগিয়ে যাচ্ছিল॥ ১ ॥ উদার (অমিত পরাক্রম মহান) সর্পরাজ শেষনাগের পক্ষেও সেই পদভার সামলে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠল। তাই শঙ্কিত সর্পরাজ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে দন্ত প্রয়োগ করে সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর এইরূপ করায় (অর্থাৎ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে দন্তস্পর্শ দান করে) তিনি দাগ করে দিচ্ছিলেন যার এক বিশেষ সৌন্দর্যও ছিল। যেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রস্থান যাত্রাকে অনুপম সুন্দর জেনে সর্পরাজ শেষনাগ কূর্মের পৃষ্ঠদেশে তা লিপিরূপে অঙ্কিত করে রাখছিলেন॥ ২ ॥

*দোহা—এইভাবে কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রতটে উপনীত হলেন। তখন বহু ঋক্ষ-মর্কট বীর যোদ্ধাগণ নানা স্থানে ফল ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হল॥ ৩৫ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীহনুমানের লঙ্কাদহনের পর থেকে রাক্ষসগণ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল। তাদের মনে ঘরে বসেই চিন্তা হতে লাগল যে এইবার আর রাক্ষসকুলের রক্ষা পাওয়ার পথ রইল না॥ ১ ॥ যাঁর দূতের এইরূপ অপরিমিত শক্তি তিনি স্বয়ং লঙ্কাপুরীতে উপনীত হলে না জানি সকলের কী দশা (দুর্দশা) হবে ? দূতীদের মুখে জনগণের এই দুর্ভাবনার কথা মন্দোদরীর কানে গেল। তিনি অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন॥ ২ ॥

### চৌপাই (৩—৫)

রহসি জোরি কর পতি পগ লাগী। বোলী বচন নীতি রস পাগী॥
কন্ত করষ হরি সন পরিহরহূ। মোর কহা অতি হিত হিয়ঁ ধরহূ॥
সমুঝত জাসু দূত কই করনী। স্রবহিঁ গর্ভ রজনীচর ঘরনী॥
তাসু নারি নিজ সচিব বোলাঈ। পঠবহু কন্ত জো চহহু ভলাঈ॥
তব কুল কমল বিপিন দুখদাঈ। সীতা সীত নিসা সম আঈ॥
সুনহু নাথ সীতা বিনু দীন্হেঁ। হিত ন তুম্হার সম্ভু অজ কীন্হেঁ॥

### দোহা (৩৬)

রাম বান অহি গন সরিস নিকর নিসাচর ভেক।
জব লগি গ্রসত ন তব লগি জতনু করহু তজি টেক॥

### চৌপাই (১—৫)

শ্রবন সুনী সঠ তা করি বানী। বিহসা জগত বিদিত অভিমানী॥
সভয় সুভাউ নারি কর সাচা। মঙ্গল মহুঁ ভয় মন অতি কাচা॥
জৌঁ আবই মর্কট কটকাঈ। জিঅহিঁ বিচারে নিসিচর খাঈ॥
কম্পহিঁ লোকপ জাকীঁ ত্রাসা। তাসু নারি সভীত বড়ি হাসা॥
অস কহি বিহসি তাহি উর লাঈ। চলেউ সভাঁ মমতা অধিকাঈ॥
মন্দোদরী হৃদয়ঁ কর চিন্তা। ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা॥
বৈঠেউ সভাঁ খবরি অসি পাঈ। সিন্ধু পার সেনা সব আঈ॥
বূঝেসি সচিব উচিত মত কহহূ। তে সব হঁসে মষ্ট করি রহহূ॥
জিতেহু সুরাসুর তব শ্রব নাহীঁ। নর বানর কেহি লেখে মাহীঁ॥

*চৌপাই*—মন্দোদরী একান্তে জোড়হস্ত হয়ে পতির (রাবণের) পদযুগল ধারণ করে এইরূপ নীতিগত কথা নিবেদন করল—হে প্রিয়তম ! শ্রীহরির বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হন। আমি এই কথা সার্বিক মঙ্গলের জন্য বলছি, এমন ভাবুন॥ ৩ ॥ তাঁর দূতের পরাক্রম স্মরণ করে রাক্ষসীদের গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে ; হে প্রিয় পতিদেব ! যদি সত্যই মঙ্গল চান তবে মন্ত্রীকে ডেকে তার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন॥ ৪ ॥ সীতার আগমন আপনার বংশরূপ কমলবন বিনষ্টকারী শীতের রাত্রিসম মনে হচ্ছে। হে নাথ ! শুনুন। সীতা প্রত্যর্পণ না হলে আপনার কল্যাণ করা শিব ও ব্রহ্মার পক্ষেও সম্ভব হবে না॥ ৫ ॥

*দোহা—শ্রীরামচন্দ্রের অহিগণসম ভয়ংকর শরের সম্মুখে রাক্ষসগণ ভেকসম অসহায়। কিছু ঘটবার পূর্বেই একগুঁয়েমি ছেড়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন॥ ৩৬॥*

*চৌপাই*—মহামূর্খ জগদ্বিখ্যাত অহংকারী রাবণ মন্দোদরীর কথাবার্তা শুনে খুব একচোট হেসে নিল (আর তারপর বলল—) নারীজাতি স্বভাবেই ভীরু হয়ে থাকে। মঙ্গলেও তোমার ভয় ! তুমি তো দেখছি অতিশয় দুর্বল চিত্ত ! ১॥ মর্কট সৈন্য এসে উপস্থিত হলে বেচারা রাক্ষসেরা তাদের ভক্ষণ করে বাঁচবে। লোকপালগণ যার ভয়ে কম্পমান তারই ভার্যা ভয়ে কাঁপছে ! এ যে অতি হাস্যকর ঘটনা হয়ে যাচ্ছে॥ ২ ॥ এমন উত্তর দিয়ে রাবণ মন্দোদরীকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে সুগভীর প্রেম প্রদর্শন করল আর তারপর সে রাজসভায় চলে গেল। মন্দোদরী তখনও বিষণ্ণ চিত্তে ভাবতে লাগল তাহলে বিধাতাও বুঝি প্রতিকূল হয়ে গেলেন ! ৩ ॥ সভায় উপস্থিত হয়েই সে (রাবণ) জানতে পারল যে শত্রুসৈন্য সাগরের অন্য পাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। রাবণ তখন মন্ত্রীদের নিকট পরামর্শ চাইল (জিজ্ঞাসা করল—কী করণীয় ?)। মন্ত্রীগণ একযোগে হেসে উঠে বলল—চুপচাপ থাকুন (পরামর্শের আবার কী প্রয়োজন ?) ॥ ৪ ॥ আপনি তো অনায়াসে দেবতা ও অসুর সকলকে পরাজিত করেছেন। আর এরা তো নর ও বানর অতএব এই তুচ্ছদের নিয়ে চিন্তা করার কী আছে ? ৫ ॥

দোহা (৩৭)

সচিব বৈদ গুর তীনি জৌঁ প্রিয় বোলহিঁ ভয় আস।
রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহীঁ নাস।।

চৌপাই (১—৪)

সোই রাবন কহুঁ বনী সহাঈ। অস্তুতি করহিঁ সুনাই সুনাঈ।।
অবসর জানি বিভীষনু আবা। ভ্রাতা চরন সীসু তেহিঁ নাবা।।

পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন। বোলা বচন পাই অনুসাসন।।
জৌ কৃপাল পূঁছিহু মোহি বাতা। মতি অনুরূপ কহউঁ হিত তাতা।।

জো আপন চাহৈ কল্যানা। সুজসু সুমতি সুভ গতি সুখ নানা।।
সো পরনারি লিলার গোসাঈঁ। তজউ চউথি কে চন্দ কি নাঈ।।

চৌদহ ভুবন এক পতি হোঈ। ভূতদ্রোহ তিষ্টই নহিঁ সোঈ।।
গুন সাগর নাগর নর জোউ। অলপ লোভ ভল কহই ন কোউ।।

দোহা (৩৮)

কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পন্থ।
সব পরিহরি রঘুবীরহি ভজহু ভজহিঁ জেহি সন্ত।।

চৌপাই (১—৩)

তাত রাম নহিঁ নর ভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা।।
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা।।

গো দ্বিজ ধেনু দেব হিতকারী। কৃপাসিন্ধু মানুষ তনুধারী।।
জন রঞ্জন ভঞ্জন খল ব্রাতা। বেদ ধর্ম রচ্ছক সুনু ভ্রাতা।।

তাহি বয়রু তজি নাইঅ মাথা। প্রনতারতি ভঞ্জন রঘুনাথা।।
দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী। ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী।।

*দোহা—মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু — এই তিন যদি (বিরাগভাজন হওয়ার) ভয়ে অথবা (বাড়তি লাভের) আশায় (যথার্থ পরামর্শ দান না করে) মনোমোহন কথা বলে তাহলে তারা যথাক্রমে রাজা, শরীর ও ধর্মসকলকে সমূহ বিনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়।। ৩৭ ।।*

*চৌপাই*—রাবণের ক্ষেত্রে সেই যোগাযোগেরই আগমন হয়েছিল। মন্ত্রী তাকে প্রসন্ন করবার জন্য তার স্তুতিতে নিত্যযুক্ত থাকত। এই পরিস্থিতিতে রঙ্গমঞ্চে বিভীষণের প্রবেশ হল। তিনি অগ্রজকে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন ।। ১ ।। এরপর বিভীষণ আবার মস্তক অবনত করে আসন গ্রহণ করলেন। মতামত জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—হে তাত ! আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে ও আপনার মঙ্গল কামনায় বলছি।। ২ ।। হে প্রভু ! কল্যাণ, সুযশ, সুমতি, শুভগতি আদি সুখসকল কামনাকারী ব্যক্তির পরস্ত্রীর মুখ চতুর্থীর চন্দ্রসম দর্শনে অপারগ থাকা উচিত (অর্থাৎ যেমন চতুর্থীর চন্দ্রদর্শন অনুচিত তেমনই পরস্ত্রীর মুখ দর্শনও অনুচিত)।। ৩ ।। চতুর্দশ ভুবনের অধিপতিও জীবদ্রোহ করে বাঁচতে পারে না। জ্ঞানীগুণী চতুর ব্যক্তির একটুও লোভ থাকলে কেউ তার সুখ্যাতি করে না।। ৪ ।।

*দোহা—হে নাথ ! কাম, ক্রোধ, মদ ও লোভ—এই সকলই তো নরকের দ্বার (পথ)। তা পরিহার করে সাধুব্যক্তিগণের আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ভজনা করুন ।। ৩৮ ।।*

*চৌপাই*—হে তাত ! শ্রীরামচন্দ্রকে (কেবল মাত্র) এক নরপতি মনে করবেন না। তিনি ত্রিলোকেশ আর কালেরও কাল। তিনি (ঐশ্বর্য, যশ, শ্রী, ধর্ম, বৈরাগ্য ও জ্ঞানসম্পন্ন) শ্রীভগবান স্বয়ং ; তিনিই অজ, অজেয়, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, বিকাররহিত ব্রহ্ম।। ১ ।। সেই কৃপাসিন্ধু শ্রীভগবান জগৎ, ব্রাহ্মণ, ধেনু ও দেবতাদের কল্যাণ কামনাতেই নরদেহ ধারণ করেছেন। হে ভ্রাতা ! শুনুন। তিনি জনরঞ্জন, খলভঞ্জন এবং বেদ ও ধর্মের রক্ষক।। ২ ।। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পরিহার করে তাঁর শরণাগত হয়ে যান। শ্রীরঘুনাথ শরণাগত বৎসল। হে নাথ ! সেই শ্রীপ্রভুকে (সর্বেশ্বরকে) সীতাদেবী প্রত্যর্পণ করুন। অহেতুক স্নেহবর্ষক সেই শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যান।। ৩ ।।

চৌপাই (৪)

সরন গএঁ প্রভু তাহু ন ত্যাগা। বিস্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা।।
জাসু নাম ত্রয় তাপ নসাবন। সোই প্রভু প্রগট সমুঝু জিয়ঁ রাবন।।

দোহা (৩৯ ক, খ)

বার বার পগ লাগউঁ বিনয় করউঁ দসসীস।
পরিহরি মান মোহ মদ ভজহু কোসলাধীস।।
মুনি পুলস্তি নিজ সিষ্য সন কহি পঠঈ যহ বাত।
তুরত সো মৈঁ প্রভু সন কহী পাই সুঅবসরু তাত।।

চৌপাই (১—৪)

মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ানা। তাসু বচন সুনি অতি সুখ মানা।।
তাত অনুজ তব নীতি বিভূষন। সো উর ধরহু জো কহত বিভীষন।।
রিপু উতকরষ কহত সঠ দোউ। দূরি ন করহু ইহাঁ হই কোউ।।
মাল্যবন্ত গৃহ গয়উ বহোরী। কহই বিভীষনু পুনি কর জোরী।।
সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ। নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ।।
জহাঁ সুমতি তহঁ সম্পতি নানা। জহাঁ কুমতি তহঁ বিপতি নিদানা।।
তব উর কুমতি বসী বিপরীতা। হিত অনহিত মানহু রিপু প্রীতা।।
কালরাতি নিসিচর কুল কেরী। তেহি সীতা পর প্রীতি ঘনেরী।।

দোহা (৪০)

তাত চরন গহি মাগউঁ রাখহু মোর দুলার।
সীতা দেহু রাম কহুঁ অহিত ন হোই তুম্হার।।

চৌপাই (১)

বুধ পুরান শ্রুতি সম্মত বানী। কহী বিভীষন নীতি বখানী।।
সুনত দসানন উঠা রিসাঈ। খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আঈ।।

*চৌপাই* —বিশ্বদ্রোহে অভিযুক্ত পাপীও যদি শ্রীপ্রভুর শরণাগত হয় তিনি তাকেও অস্বীকার করেন না। যাঁর নাম উচ্চারণ করলে ত্রিতাপ দূরীভূত হয়, সেই শ্রীপ্রভুই (শ্রীভগবানই) নররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। হে রাবণ ! এই কথাটা ভালোভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করুন॥ ৪ ॥

*দোহা—আমি বারে বারে আপনার চরণে নিজেকে অর্পণ করে এই নিবেদন রাখছি যে আপনি অহং, মোহ, মদ পরিহার করে কৌশলাধীশ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনায় নিত্যযুক্ত হয়ে যান॥ ৩৯ (ক)॥ এই উপদেশ পুলস্ত্য ঋষি স্বয়ং শিষ্যের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। হে তাত ! সুসময় সমাগত দেখে আমি সেই উপদেশ আমার প্রভুর (আপনার) সম্মুখে নিবেদন করলাম॥ ৩৯ (খ)॥*

*চৌপাই* —রাবণের এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল মাল্যবান। (সে বলল—) হে তাত ! আপনার অনুজ নীতিবিভূষণ (অর্থাৎ নীতিপরায়ণ)। বিভীষণের কথাতেই স্বীকৃতি প্রদানে আমাদের মঙ্গল নিহিত॥ ১ ॥ (রাবণ বলল—) এই মূর্খদ্বয় শত্রুর মহিমাকীর্তন করছে। কে আছে ? এদের এখনই দূর করে দাও। তখন মাল্যবান ঘরে ফিরে গেল আর বিভীষণ হাতজোড় করে বলতে লাগলেন॥ ২ ॥ পুরাণ ও বেদ অনুসারে সুবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি সকলের মধ্যেই বর্তমান থাকে। সুবুদ্ধির অবস্থানে বহুবিধ সম্পদ (সুখ) লাভ হয় আর দুর্বুদ্ধির অবস্থানে পরিণাম বিপত্তিকর (দুঃখ) হয়॥ ৩ ॥ আপনার চিত্তে এখন বিপরীত বুদ্ধি বাসা বেঁধেছে। তাই আপনি কল্যাণকে অকল্যাণ ও শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করছেন। সীতাদেবী রাক্ষসদের পক্ষে কালরাত্রিস্বরূপ আর তাতেই আপনার বিশেষ প্রীতি॥ ৪ ॥

*দোহা—হে তাত ! আপনার চরণ ধারণ করে আমি ভিক্ষা চাইছি (মিনতি করছি)। আমার এই আবদার মেনে দিন (না হয় স্নেহ পরবশ হয়েই মেনে নিন)। সীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে আপনার অমঙ্গল আটকানো যায়॥ ৪০ ॥*

*চৌপাই* —শ্রুতি পুরাণের নীতিকথাসকল জ্ঞানীসম বিভীষণ বলে গেলেন। তা শ্রবণ করে দশানন খেপে উঠল আর বলল—ওরে দুষ্ট ! তোর মৃত্যু দেখছি শিয়রে উপস্থিত হয়েছে॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৫)

জিঅসি সদা সঠ মোর জিআবা। রিপু কর পচ্ছ মূঢ় তোহি ভাবা॥
কহসি ন খল অস কো জগ মাহীঁ। ভুজ বল জাহি জিতা মৈঁ নাহীঁ॥
মম পুর বসি তপসিন্হ পর প্রীতী। সঠ মিলু জাই তিন্হহি কহু নীতী॥
অস কহি কীন্হেসি চরন প্রহারা। অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা॥
উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥
তুম্হ পিতু সরিস ভলেহিঁ মোহি মারা। রামু ভজেঁ হিত নাথ তুম্হারা॥
সচিব সঙ্গ লৈ নভ পথ গয়উ। সবহি সুনাই কহত অস ভয়উ॥

দোহা (৪১)

রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥

চৌপাই (১—৪)

অস কহি চলা বিভীষনু জবহীঁ। আয়ূহীন ভএ সব তবহীঁ॥
সাধু অবগ্যা তুরত ভবানী। কর কল্যান অখিল কৈ হানী॥
রাবন জবহিঁ বিভীষন ত্যাগা। ভয়উ বিভব বিনু তবহিঁ অভাগা॥
চলেউ হরষি রঘুনায়ক পাহীঁ। করত মনোরথ বহু মন মাহীঁ॥
দেখিহউঁ জাই চরন জলজাতা। অরুন মৃদুল সেবক সুখদাতা॥
জে পদ পরসি তরী রিষিনারী। দণ্ডক কানন পাবনকারী॥
জে পদ জনকসুতাঁ উর লাএ। কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধাএ॥
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ। অহোভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ॥

*চৌপাই*—ওরে মূর্খ ! আমার দয়াতেই তুই বেঁচে আছিস (অর্থাৎ আমার অন্নেই তোর ভরণপোষণ হচ্ছে) আর তুই শত্রুপক্ষকে সমর্থন করছিস ? ওরে দুষ্ট ! বল তো, জগতে কে এমন আছে যাকে আমি পর্যুদস্ত করিনি ? ২ ।। আমার ঘরে বসে তাপসদের উপর প্রেমপ্রীতি ধারণ করা ! ওরে মূর্খ ! দূর হয়ে যা, তোর নীতিকথা তাদেরই শোনা। এই কথা বলে রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করল। কিন্তু তখনও অনুজ বিভীষণ রাবণের চরণ বারে বারে ধারণ করে তাকে সংযত করবার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।। ৩ ।। (মহাদেব বললেন— ) হে উমা ! সন্ত প্রকৃতির মহিমা এমনই যে কেউ মন্দ করলেও তারা তাদের ভালো করবার চেষ্টা করেই যায়। (বিভীষণ বললেন—) আপনি তো আমার পিতৃতুল্য, শাসন করেছেন বলে আমার মনে কোনো খেদ নেই। কিন্তু, হে নাথ ! (তবুও আমি বলব যে) আপনার মঙ্গল কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র ভজনাতেই নিহিত।। ৪ ।। (এইকথা বলে) বিভীষণ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে আকাশপথে গমন করতে করতে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন— ।। ৫ ।।

*দোহা—সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রই (সর্বসমর্থ) প্রভু আর (হে রাবণ !) তোমার রাজসভা কালের বশীভূত হয়েছে। অতএব এখন আমি শ্রীরঘুবীরের আশ্রয় গ্রহণ করতে যাচ্ছি ; এতে আমার দোষ নেই।। ৪১ ।।*

*চৌপাই*—বিভীষণ এইরূপ বলে বলে যেতেই রাক্ষসদের আয়ুক্ষয় হয়ে গেল (তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেল)। হে ভবানী ! সাধুদের অসম্মান করলে সকল কল্যাণই খর্ব হয়ে যায়।। ১ ।। বিভীষণকে ত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকেই রাবণ ঐশ্বর্যহীন মন্দভাগ্য হয়ে গেল। (এদিকে) বিভীষণ বহু আশা নিয়ে হৃষ্টচিত্তে শ্রীরঘুপতির নিকটে চললেন।। ২ ।। (গমনকালে বিভীষণ চিন্তা করছেন—) এইবার আমার শ্রীভগবানের কোমল অরুণাভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন হবে যা সেবকদের সুখ প্রদানকারী, ঋষিপত্নী অহল্যা উদ্ধারকারী আর দণ্ডকবনকে পবিত্রতা প্রদানকারী।। ৩ ।। সীতাদেবীর হৃদয়ে ধারণ করা সেই শ্রীচরণ (আবার) মায়ামৃগ অনুসরণ করে ধরণিকে স্পর্শদান করেছিল। মহাদেবের হৃদয় সরোবরে বিরাজমান সেই শ্রীচরণ দর্শন করবার পরম সৌভাগ্য লাভ আজ আমার হবে।। ৪ ।।

দোহা (৪২)

জিন্হ পায়ন্হ কে পাদুকন্হি ভরতু রহে মন লাই।
তে পদ আজু বিলোকিহউঁ ইন্হ নয়নন্হি অব জাই॥

চৌপাই (১—৫)

এহি বিধি করত সপ্রেম বিচারা। আয়উ সপদি সিন্ধু এহিঁ পারা॥
কপিন্হ বিভীষনু আবত দেখা। জানা কোউ রিপু দূত বিসেষা॥
তাহি রাখি কপীস পহিঁ আএ। সমাচার সব তাহি সুনাএ॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ। আবা মিলন দসানন ভাঈ॥
কহ প্রভু সখা বূঝিঐ কাহা। কহই কপীস সুনহু নরনাহা॥
জানি ন জাই নিসাচর মায়া। কামরূপ কেহি কারন আয়া॥
ভেদ হমার লেন সঠ আবা। রাখিঅ বাঁধি মোহি অস ভাবা॥
সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী। মম পন সরনাগত ভয়হারী॥
সুনি প্রভু বচন হরষ হনুমানা। সরনাগত বচ্ছল ভগবানা॥

দোহা (৪৩)

সরনাগত কহুঁ জে তজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পাবঁর পাপময় তিন্হহি বিলোকত হানি॥

চৌপাই (১—৩)

কোটি বিপ্র বধ লাগহিঁ জাহূ। আএঁ সরন তজউঁ নহিঁ তাহূ॥
সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥
পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ॥
জৌঁ পৈ দুষ্ট হৃদয় সোই হোঈ। মোরেঁ সনমুখ আব কি সোঈ॥
নির্মল মন জন সো মোহি পাবা। মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা॥
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা। তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা॥

*দোহা*—যে চরণের পাদুকাতে শ্রীভরতের মন নিত্যযুক্ত থাকে, আজ সেই শ্রীচরণ দর্শন আমার স্বচক্ষে হবে।। ৪২ ।।

*চৌপাই*—এইভাবে উত্তম ভাবনাচিন্তা করতে করতে তিনি সমুদ্রের অপর ধারে (যেদিকে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যবাহিনী ছিল) এসে উপস্থিত হলেন। বানরগণ দেখল বিভীষণ আসছে। তারা তাঁকে শত্রুপক্ষের বিশেষ দূত বলেই মনে করল।। ১ ।। তাঁকে প্রহরাধীন রেখে বানরগণ সুগ্রীবকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাল। সুগ্রীব (শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গমন করে) বললেন—হে শ্রীরঘুনাথ ! শুনুন। রাবণের ভাই (আপনার সঙ্গে) দেখা করতে এসেছে।। ২ ।। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে সখা ! তোমার কী মনে হয় ? বানররাজ সুগ্রীব বললেন—হে মহারাজ ! মায়াবী রাক্ষসের কলাকৌশল বোঝা কঠিন ; তারা ইচ্ছানুসার রূপধারণ করতে পারে। এ যে কেন এসেছে, তা বুঝি না ? ৩ ।। এই মূর্খ হয়তো আমাদের ক্ষমতা যাচাই করতে এসেছে। তাকে বেঁধে রাখলেই মনে হয় ভালো হয়। (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে বন্ধু ! নীতিগত বিচারে তোমার কথা ঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু শরণাগতকে অভয়দান করা তো আমার প্রত্যয় ও প্রকৃতি।। ৪ ।। শ্রীপ্রভুর কথা শুনে শ্রীহনুমানের খুব আনন্দ হল। (তিনি ভাবতে লাগলেন) শ্রীভগবান শরণাগতবৎসল (তিনি শরণাগতকে পিতাসম স্নেহ প্রদান করে থাকেন)।। ৫ ।।

*দোহা*—(অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) অমঙ্গলের আশঙ্কা করে যে শরণাগতকে অস্বীকার করে সে তো পামর, অধম ও পাপী। তাকে দেখাও পাপ।। ৪৩ ।।

*চৌপাই*—কোটি ব্রাহ্মণ হত্যাকারীও যদি আমার শরণাগত হয় আমি তাকে কখনো ত্যাগ করি না। জীব আমার সম্মুখে এলেই তার কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়।। ১।। পাপীদের স্বভাবই এমন যে আমার সাধনাভজন তাদের ভালো লাগে না। যদি সে (রাবণের ভাই) দুষ্টবুদ্ধি হত তাহলে কি সে আমার নিকট আসতে পারত ? ২ ।। নির্মল বিশুদ্ধ মনই আমাকে লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে। আমি কাপট্য, ছলচাতুরী ও দোষদর্শণ পছন্দ করি না। রাবণ যদি তাকে আমাদের যাচাই করবার জন্যও প্রেরণ করে থাকে, তবুও হে সুগ্রীব ! (তার সঙ্গে দেখা করলে) আমাদের ভয়ের অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।। ৩ ।।

### চৌপাই (৪)

জগ মহুঁ সখা নিসাচর জেতে। লছিমনু হনই নিমিষ মহুঁ তেতে॥
জৌঁ সভীত আবা সরনাঈ। রখিহউঁ তাহি প্রান কী নাঈ॥

### দোহা (৪৪)

উভয় ভাঁতি তেহি আনহু হঁসি কহ কৃপানিকেত।
জয় কৃপাল কহি কপি চলে অঙ্গদ হনূ সমেত॥

### চৌপাই (১–৪)

সাদর তেহি আগেঁ করি বানর। চলে জহাঁ রঘুপতি করুনাকর॥
দূরিহি তে দেখে দ্বৌ ভ্রাতা। নয়নানন্দ দান কে দাতা॥

বহুরি রাম ছবিধাম বিলোকী। রহেউ ঠটুকি একটক পল রোকী॥
ভুজ প্রলম্ব কঞ্জারুন লোচন। স্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন॥

সিংঘ কন্ধ আয়ত উর সোহা। আনন অমিত মদন মন মোহা॥
নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতা। মন ধরি ধীর কহী মৃদু বাতা॥

নাথ দসানন কর মৈঁ ভ্রাতা। নিসিচর বংস জন্ম সুরত্রাতা॥
সহজ পাপপ্রিয় তামস দেহা। জথা উলূকহি তম পর নেহা॥

### দোহা (৪৫)

শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভব ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরন সরন সুখদ রঘুবীর॥

### চৌপাই (১)

অস কহি করত দণ্ডবত দেখা। তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেষা॥
দীন বচন সুনি প্রভু মন ভাবা। ভুজ বিসাল গহি হৃদয়ঁ লগাবা॥

*চৌপাই*—কারণ হে সখা ! জগতে যত রাক্ষস আছে, লক্ষ্মণ (একলাই) তাদের সকলকে এক মুহূর্তে বধ করে ফেলতে সক্ষম। আর যদি সে ভয় পেয়ে আমার শরণাগত হতে এসে থাকে তাহলে তাকে তো আমি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করব॥ ৪ ॥

*দোহা—কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র (তখন) হেসে বললেন—উভয় দিক ভেবে তাকে আসতে দেওয়াই ভালো। তখন সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমানসহ সকলে কৃপালু শ্রীরামচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে চললেন॥ ৪৪ ॥*

*চৌপাই*— অতঃপর অতি সমাদরে বিভীষণকে সম্মুখে রেখে বানরগণ সেই স্থানে উপনীত হল যেখানে করুণাকর শ্রীরঘুপতি বিরাজমান ছিলেন। দৃষ্টিনন্দন ভ্রাতৃযুগলকে বিভীষণ দূর থেকেই দর্শন করলেন॥ ১ ॥ বিভীষণ অনিমেষ নয়নে অতি শোভাধার শ্রীরামচন্দ্রকে বহুক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন। শ্রীভগবানের আজানুলম্বিত বাহুযুগল, অরুণকমলনয়ন, সিংহ স্কন্ধদ্বয়, বিশাল বক্ষঃস্থল আর শরণাগতবৎসল নবজলদ শ্যামল অঙ্গ বিভীষণকে মোহিত করেছিল। তাঁর বদনমণ্ডলে ছিল অসংখ্য কামদেবের মনোমোহন সৌন্দর্য। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে বিভীষণের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ; তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণের অনুভূতি জাগছিল। ধৈর্য সহকারে বিভীষণ বিনীতভাবে নিবেদন করলেন॥ ২-৩ ॥ হে নাথ ! আমি দশানন রাবণের ভাই। হে সুরত্রাতা ! রাক্ষসকুলে জন্ম বলে আমি তামসিক গুণসম্পন্ন। পেচক অন্ধকার যেমন পছন্দ করে তেমন-ভাবেই জন্মসূত্রে পাপেই আমার স্বাভাবিক প্রীতি॥ ৪ ॥

*দোহা—শ্রীপ্রভুর (জন্ম-মৃত্যু রূপ) ভবভয়হারী রূপে সুনাম আছে জেনে আমি এসেছি। হে শরণাগতবৎসল অরাতিদমন শ্রীরঘুবীর ! আমি আপনার শরণাগত হলাম। আমাকে রক্ষা করুন॥ ৪৫ ॥*

*চৌপাই*—এই বলে বিভীষণ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করলেন। তাই প্রত্যক্ষ করে শ্রীপ্রভু উঠে দাঁড়ালেন। বিভীষণের সবিনয় নিবেদন শ্রীপ্রভুকে প্রসন্নতা প্রদান করল। তিনি তাঁর বিশালবাহুদ্বয় দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন॥ ১ ॥

চৌপাই (২—৪)

অনুজ সহিত মিলি ঢিগ বৈঠারী। বোলে বচন ভগত ভয়হারী॥
কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা। কুসল কুঠাহর বাস তুম্হারা॥
খল মণ্ডলী বসহু দিনু রাতী। সখা ধরম নিবহই কেহি ভাঁতী॥
মৈঁ জানউঁ তুম্হারী সব রীতী। অতি নয় নিপুন ন ভাব অনীতী॥
বরু ভল বাস নরক কর তাতা। দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়া। জৌঁ তুম্হ কীন্হি জানি জন দায়া॥

দোহা (৪৬)

তব লগি কুসল ন জীব কহুঁ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
জব লগি ভজত ন রাম কহুঁ সোক ধাম তজি কাম॥

চৌপাই (১—৪)

তব লগি হৃদয়ঁ বসত খল নানা। লোভ মোহ মচ্ছর মদ মানা॥
জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা। ধরেঁ চাপ সায়ক কটি ভাথা॥
মমতা তরুন তমী আঁধিআরী। রাগ দ্বেষ উলূক সুখকারী॥
তব লগি বসতি জীব মন মাহীঁ। জব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহীঁ॥
অব মৈঁ কুসল মিটে ভয় ভারে। দেখি রাম পদ কমল তুম্হারে॥
তুম্হ কৃপাল জা পর অনুকূলা। তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভব সূলা॥
মৈঁ নিসিচর অতি অধম সুভাউ। সুভ আচরনু কীন্হ নহিঁ কাউ॥
জাসু রূপ মুনি ধ্যান ন আবা। তেহিঁ প্রভু হরষি হৃদয়ঁ মোহি লাবা॥

দোহা (৪৭)

অহোভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখেউঁ নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ॥

*চৌপাই*—অনুজ শ্রীলক্ষ্মণও আলিঙ্গন দান করলেন। এরপর ভক্তকে অভয়প্রদানকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—হে লঙ্কেশ ! আমি তোমার সপরিবার কুশল কামনা করি। তোমার নিবাস (কিন্তু) পবিত্র স্থানে নয়॥ ২ ॥ দিবানিশি তুমি দুষ্টজন দ্বারা পরিবৃত থাক। (সেইভাবে) হে সখা ! তোমার ধর্মপালন কেমন করে সম্ভব হয়ে থাকে ? আমি তোমার রীতিনীতির সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত। তুমি নীতিপরায়ণ আর অন্যায় সহ্য করতে পার না॥ ৩ ॥ হে তাত ! দুষ্টসঙ্গ নরক থেকেও কষ্টকর ; বিধাতা তা যেন না দেন। (বিভীষণ বললেন—) হে শ্রীরঘুবীর ! আপনার অভয়চরণ লাভ করে আমি এখন নিশ্চিন্ত। আপনি আমাকে ভক্তরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে আমার উপর কৃপাবর্ষণ করেছেন॥ ৪ ॥

*দোহা—কাম (বিষয়াসক্তি) হল শোকের নিবাসস্থান। কাম বর্জন করে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা না করলে জীবের সার্বিক কল্যাণ ও স্বপ্নেও শান্তিলাভ সম্ভব নয়॥ ৪৬ ॥*

*চৌপাই*—লোভ, মোহ, মাৎসর্য, মদ ও মান ততক্ষণই হৃদয়ে বাস করে যে পর্যন্ত ধনুক ও তূণীর ধারণকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না করা হয়॥ ১ ॥ মমতা অমানিশার অন্ধকার রাত্রিসম যা রাগ-দ্বেষরূপ পেচকের অতি প্রিয়। সেই অন্ধকার রাত্রি থেকে মুক্তি লাভের জন্য শ্রীপ্রভুরূপী সূর্যের উদয় অপরিহার্য॥ ২ ॥ হে শ্রীরামচন্দ্র ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেই আমার কুশল মঙ্গল প্রাপ্তি হয়েছে, আমি এখন আর ভয় পাই না। হে কৃপালু ! আপনার কৃপা লাভ করলে তো আপনাআপনি ত্রিতাপ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ) থেকে মুক্তি লাভ হয়ে যায়॥ ৩ ॥ রাক্ষস বংশে আমার জন্ম আর আমি অতিশয় অধম। সদাচার তো আমার কখনো ছিল না। (তবুও) যে রূপ ধ্যানেও মুনিমনের অগম্য তারই স্পর্শ আমি শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গনে লাভ করেছি॥ ৪ ॥

*দোহা—হে সুখধাম শ্রীরামচন্দ্র ! আপনি (সত্যই) কৃপানিধান। ব্রহ্মা-শংকর বন্দিত শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করছি॥ ৪৭ ॥*

চৌপাই (১—৪)

সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাউ। জান ভুসুণ্ডি সম্ভু গিরিজাউ॥
জৌঁ নর হোই চরাচর দ্রোহী। আবৈ সভয় সরন তকি মোহী॥
তজি মদ মোহ কপট ছল নানা। করউঁ সদ্য তেহি সাধু সমানা॥
জননী জনক বন্ধু সুত দারা। তনু ধনু ভবন সুহৃদ পরিবারা॥
সব কৈ মমতা তাগ বটোরী। মম পদ মনহি বাঁধ বরি ডোরী॥
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ। হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ॥
অস সজ্জন মম উর বস কৈসেঁ। লোভী হৃদয়ঁ বসই ধনু জৈসেঁ॥
তুম্হ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরেঁ। ধরউঁ দেহ নহিঁ আন নিহোরেঁ॥

দোহা (৪৮)

সগুন উপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রান সমান মম জিন্হ কেঁ দ্বিজ পদ প্রেম॥

চৌপাই (১—৫)

সুনু লঙ্কেস সকল গুন তোরেঁ। তাতেঁ তুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরেঁ॥
রাম বচন সুনি বানর যূথা। সকল কহহিঁ জয় কৃপা বরূথা॥
সুনত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী। নহিঁ অঘাত শ্রবনামৃত জানী॥
পদ অম্বুজ গহি বারহিঁ বারা। হৃদয়ঁ সমাত ন প্রেমু অপারা॥
সুনহু দেব সচরাচর স্বামী। প্রনতপাল উর অন্তরজামী॥
উর কছু প্রথম বাসনা রহী। প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী॥
অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী। দেহু সদা সিব মন ভাবনী॥
এবমস্তু কহি প্রভু রনধীরা। মাগা তুরত সিন্ধু কর নীরা॥
জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ। মোর দরসু অমোঘ জগ মাহীঁ॥
অস কহি রাম তলক তেহি সারা। সুমন বৃষ্টি নভ ভঈ অপারা॥

*চৌপাই*— (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! শোনো। আমি আমার এমন এক স্বভাবের কথা বলছি যা কাকভূশণ্ডি ও শম্ভু-গিরিজাও জানেন। বিশ্ব চরাচরের কল্যাণদ্রোহীও যদি মদ, মোহ, ছল, চাতুরী পরিহার করে ভয় পেয়ে আমার শরণাগত হয় তাকেও আমি অনতিবিলম্বে সাধুর স্তরে উন্নীত করে দিই। আমার প্রীতির লক্ষণসকল বলছি। জনক-জননী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্যা, দেহ, সম্পদ, গৃহ, বন্ধু পরিবার সকলের মমতার বন্ধনসূত্র সকলকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করে যে তার মনকে আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত করে দেয় (অর্থাৎ আমাকেই সমস্ত সাংসারিক বন্ধনের মূলরূপে স্বীকৃতি দেয়), যে সমদর্শী, যার নিজস্ব ইচ্ছা বলে কিছু নেই আর যে হর্ষ-বিষাদে, ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে না, তেমন ব্যক্তিই আমার হৃদয়ে লোভীর হৃদয়ে ধনসম্পদসম স্থান পায়। তোমার মতো সন্ত আমার প্রিয়। আমি অন্য কারো কৃতজ্ঞতার বশীভূত হয়ে দেহধারণ করি না॥ ১-৪॥

*দোহা—যারা সগুণ (সাকার) ব্রহ্মের উপাসক, অপরের মঙ্গলে নিত্যযুক্ত, নীতি ও নিয়মে অবিচল আর ব্রাহ্মণ চরণে প্রেমপ্রীতি ধারণ করে তারাই আমার প্রাণসম প্রিয় হয়ে থাকে॥ ৪৮ ॥*

*চৌপাই*—হে লঙ্কেশ ! শোনো। তোমার মধ্যে এইসকল গুণ বর্তমান তাই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীপ্রভুর কথা শ্রবণ করে বানরগণ বলে উঠল —কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্রের জয় হোক॥ ১ ॥ শ্রীপ্রভুর কথা বিভীষণের কানে অমৃত বর্ষণ করছিল তাই তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। তিনি বারে বারে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরছিলেন। হৃদয়ে সেই অপার প্রেম ধারণ করে রাখতে তিনি সমর্থ হচ্ছিলেন না॥ ২ ॥ (বিভীষণ বললেন—) হে প্রভু ! হে বিশ্বচরাচরের দেবতা ! হে শরণাগত বৎসল ! হে অন্তর্যামী ! শুনুন। আমার হৃদয়ের সঞ্চিত বাসনাসমূহ শ্রীপ্রভুর চরণে প্রীতিরূপ নদীতে ভেসে গিয়েছে॥ ৩ ॥ এখন হে কৃপালু ! মহাদেবের মনকেও সতত প্রীতিপ্রদানকারী আপনার পবিত্র ভক্তি কৃপা করে আমাকে দিন। 'বেশ তাই হোক !'—বলে রণকুশল শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জল আনতে বললেন॥ ৪ ॥ (শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! যদিও তুমি চাওনি তবুও আমার দর্শন লাভ কখনো বিফলে যায় না। এইরূপ বলে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের ললাটে রাজটিকা অঙ্কন করে দিলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ৫ ॥

দোহা (৪৯ ক, খ)

রাবন ক্রোধ অনল নিজ স্বাস সমীর প্রচণ্ড।
জরত বিভীষনু রাখেউ দীন্হেউ রাজু অখণ্ড।।
যো সম্পতি সিব রাবনহি দীন্হি দিএঁ দস মাথ।
সোই সম্পদা বিভীষনহি সকুচি দীন্হি রঘুনাথ।।

চৌপাই (১—৪)

অস প্রভু ছাড়ি ভজহিঁ জে আনা। তে নর পসু বিনু পূঁছ বিষানা।।
নিজ জন জানি তাহি অপনাবা। প্রভু সুভাব কপি কুল মন ভাবা।।
পুনি সর্বগ্য সর্ব উর বাসী। সর্বরূপ সব রহিত উদাসী।।
বোলে বচন নীতি প্রতিপালক। কারন মনুজ দনুজ কুল ঘালক।।
সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা। কেহি বিধি তরিঅ জলধি গম্ভীরা।।
সঙ্কুল মকর উরগ ঝষ জাতী। অতি অগাধ দুস্তর সব ভাঁতী।।
কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক। কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক।।
জদ্যপি তদপি নীতি অসি গাঈ। বিনয় করিঅ সাগর সন জাঈ।।

দোহা (৫০)

প্রভু তুম্হার কুলগুর জলধি কহিহি উপায় বিচারি।
বিনু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি।।

চৌপাই (১—২)

সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ। করিঅ দৈব জৌঁ হোই সহাঈ।।
মন্ত্র ন যহ লছিমন মন ভাবা। রাম বচন সুনি অতি দুখ পাবা।।
নাথ দৈব কর কবন ভরোসা। সোষিঅ সিন্ধু করিঅ মন রোসা।।
কাদর মন কহুঁ এক অধারা। দৈব দৈব আলসী পুকারা।।

*দোহা*—রাবণের ক্রোধ রূপ অগ্নি বিভীষণের শ্বাসরূপ পবনে প্রচণ্ড আকার ধারণ করছিল। শ্রীরামচন্দ্র তা নির্বাপিত করে বিভীষণকে রক্ষা করলেন এবং তাকে অখণ্ড সাম্রাজ্য উপহার দিলেন॥ ৪৯ (ক)॥ দশমুণ্ড কেটে মহাদেবের চরণে নিবেদন করে রাবণ যে সম্পত্তি লাভ করেছিল তাই শ্রীরঘুনাথ বিভীষণকে সংকুচিত চিত্তে দান করলেন॥ ৪৯ (খ)॥

*চৌপাই*—এমন কৃপালু প্রভুর ভজনা না করে যারা অন্যত্র ঘুরে মরে তারা তো শৃঙ্গ-পুচ্ছহীন পশুমাত্র। বিভীষণকে আপনজনরূপে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। শ্রীপ্রভুর এই কার্য বানরগণ মুগ্ধচিত্তে অবলোকন করল॥ ১ ॥ অতঃপর সর্বজ্ঞ, সর্বহৃদয়ে নিবাসকারী, সর্বরূপ (সর্বরূপে বিরাজমান), সর্বরহিত (সর্বকামনা রহিত), অনাসক্ত, বিশেষ কারণে (ভক্তের উপর কৃপা বর্ষণ) নররূপধারী ও রাক্ষসকুল বিনাশকারী শ্রীরামচন্দ্র নীতি পালনার্থে বললেন— ॥ ২ ॥ হে বানররাজ সুগ্রীব ও লঙ্কাধিপতি বিভীষণ ! শোনো। এই সুগভীর বিশাল জলরাজি অতিক্রম কেমন করে করা সম্ভব, তার পরামর্শ দাও। এই সমুদ্র তো মকর, সর্প ও মৎস্য সংকুল থাকায় অতিক্রম করা কঠিন কার্য বলেই মনে হয়॥ ৩ ॥ বিভীষণ বললেন—হে শ্রীরঘুনাথ ! যদিও আপনার এক শরাঘাতে কোটি সমুদ্র বিশুষ্ক করে দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান তবুও নীতিগতভাবে আমাদের সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা করাই শ্রেয় বলে মনে হয়॥ ৪ ॥

*দোহা*—হে প্রভু ! সমুদ্র আপনার কুলের আদি পূর্বপুরুষ। তিনি বিচার করে একটা উপায় অবশ্যই বলে দেবেন। তখন ঋক্ষ ও বানর সৈন্যবাহিনী অনায়াসে সমুদ্র অতিক্রম করে যাবে॥ ৫০ ॥

*চৌপাই*—(শ্রীরামচন্দ্র বললেন—) হে সখা ! তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ। দৈবসহায় থাকলে তাই করাই শ্রেয়। পরামর্শ (কিন্তু) শ্রীলক্ষ্মণকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। শ্রীরামচন্দ্রের কথা তাঁর পছন্দ হল না॥ ১ ॥ (শ্রীলক্ষ্মণ বললেন—) হে নাথ ! দৈবের সাহায্য প্রার্থনা কেন ? মনে ক্রোধ এনে সমুদ্রকে শোষণ করে ফেলুন। দৈবসাহায্য তো কাপুরুষ ও অলস প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কামনা করে থাকেন॥ ২ ॥

চৌপাই (৩—৪)

সুনত বিহসি বোলে রঘুবীরা। ঐসেহিঁ করব ধরহু মন ধীরা।।
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝাঈ। সিন্ধু সমীপ গএ রঘুরাঈ।।
প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ। বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ।।
জবহিঁ বিভীষন প্রভু পহিঁ আএ। পাছেঁ রাবন দূত পঠাএ।।

দোহা (৫১)

সকল চরিত তিন্হ দেখে ধরেঁ কপট কপি দেহ।
প্রভু গুন হৃদয়ঁ সরাহহিঁ সরনাগত পর নেহ।।

চৌপাই (১—৪)

প্রগট বখানহিঁ রাম সুভাউ। অতি সপ্রেম গা বিসরি দুরাউ।।
রিপু কে দূত কপিন্হ তব জানে। সকল বাঁধি কপীস পহিঁ আনে।।
কহ সুগ্রীব সুনহু সব বানর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর।
সুনি সুগ্রীব বচন কপি ধাএ। বাঁধি কটক চহু পাস ফিরাএ।।
বহু প্রকার মারন কপি লাগে। দীন পুকারত তদপি ন ত্যাগে।।
জো হমার হর নাসা কানা। তেহি কোসলাধীস কৈ আনা।।
সুনি লছিমন সব নিকট বোলাএ। দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়াএ।।
রাবন কর দীজহু যহ পাতী। লছিমন বচন বাচু কুলঘাতী।।

দোহা (৫২)

কহেহু মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেসু উদার।
সীতা দেই মিলহু ন ত আবা কালু তুম্হার।।

চৌপাই (১)

তুরত নাই লছিমন পদ মাথা। চলে দূত বরনত গুন গাথা।।
কহত রাম জসু লঙ্কাঁ আএ। রাবন চরন সীস তিন্হ নাএ।।

*চৌপাই*—শ্রীলক্ষ্মণের কথা শুনে শ্রীরঘুবীর হেসে বললেন—দরকার হলে তাই করা হবে, একটু ধৈর্য ধরো। এইরূপ বলে অনুজকে শান্ত করে শ্রীরঘুনাথ সমুদ্রের সমীপে গমন করলেন।। ৩ ।। সমুদ্র তীরে তিনি মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করে কুশাসনে উপবেশন করলেন। অপরদিকে বিভীষণের শ্রীপ্রভুর নিকটে আগমনকালে রাবণ তাঁর পিছনে গুপ্তচর পাঠিয়েছিল।। ৪ ।।

*দোহা—সে মায়াবলে বানররূপ ধরে ঘটনাসকল দেখে ও শুনে যাচ্ছিল। শ্রীপ্রভুর মহিমা দেখে সে মুগ্ধ হল আর শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত বৎসলতা দেখে প্রশংসা করতে লাগল।। ৫১ ।।*

*চৌপাই*—প্রেমবিহ্বল হয়ে সে প্রকাশ্যভাবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করতে লাগল। সে তার ছদ্মবেশের কথা ভুলে গিয়েছিল, ফলে শত্রুপক্ষের চররূপে বানরদের হাতে ধরা পড়ে গেল। বানরেরা তাকে বেঁধে সুগ্রীবের সামনে হাজির করল।। ১ ।। সুগ্রীব বললেন—বানরগণ ! হাড়গোড় ভেঙে রাক্ষসকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। তাঁর আদেশ পালন করতে বানরগণ তৎপর হল। তারা গুপ্তচরকে বেঁধে ছাউনি প্রদক্ষিণ করিয়ে আনল।। ২ ।। বানরগণ তাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করতে লাগল। অসহায় হয়ে সে আর্তনাদ করতে থাকলেও বানরগণ তাকে রেহাই দিচ্ছিল না। (তখন সেই দূত চিৎকার করে বলল—) আমার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করবার চেষ্টা করলে তোমাদের অমঙ্গল হবে—আমি কৌশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ করছি।। ৩ ।। তার কথা শ্রীলক্ষ্মণের কানে যেতেই তিনি সকলকে কাছে ডাকলেন। তাঁর দয়া হল। তিনি তৎক্ষণাৎ হেসে তাকে রেহাই দিয়ে বললেন—রাবণকে আমার এই বার্তা দিও (আর বোলো—) ওরে কুলাঙ্গার ! লক্ষ্মণের এই বার্তা পড়ে দেখ।। ৪ ।।

*দোহা—আর সেই মূর্খকে আমার উদার আহ্বানের কথা বলবে—সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর (শ্রীরামচন্দ্রের) শরণাগত হও। যদি তা না করো তাহলে জেনো যে তোমার কাল সমাগত।। ৫২ ।।*

*চৌপাই*—দূত শ্রীলক্ষ্মণকে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের যশঃকীর্তন করতে করতে তৎক্ষণাৎ লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করল। লঙ্কায় প্রবেশকালেও সে শ্রীপ্রভুর গুণগানে মত্ত হয়ে ছিল। অতঃপর সে অল্প সময়েই রাবণের সকাশে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম নিবেদন করল।। ১ ।।

## চৌপাই (২ — ৪)

বিহসি দসানন পূঁছী বাতা। কহসি ন সুক আপনি কুসলাতা।।
পুনি কহু খবরি বিভীষন কেরী। জাহি মৃত্যু আঈ অতি নেরী।।

করত রাজ লঙ্কা সঠ ত্যাগী। হোইহি জব কর কীট অভাগী।।
পুনি কহু ভালু কীস কটকাঈ। কঠিন কাল প্রেরিত চলি আঈ।।

জিন্হ কে জীবন কর রখবারা। ভয়উ মৃদুল চিত সিন্ধু বিচারা।।
কহু তপসিন্হ কৈ বাত বহোরী। জিন্হ কে হৃদয়ঁ ত্রাস অতি মোরী।।

## দোহা (৫৩)

কী ভই ভেঁট কি ফিরি গএ শ্রবন সুজসু সুনি মোর।
কহসি ন রিপু দল তেজ বল বহুত চকিত চিত তোর।।

## চৌপাই (১ — ৪)

নাথ কৃপা করি পূঁছেহু জৈসেঁ। মানহু কহা ক্রোধ তজি তৈসেঁ।।
মিলা জাই জব অনুজ তুম্হারা। জাতহিঁ রাম তিলক তেহি সারা।।

রাবন দূত হমহি সুনি কানা। কপিন্হ বাঁধি দীন্হে দুখ নানা।।
শ্রবন নাসিকা কাটৈ লাগে। রাম সপথ দীন্হেঁ হম ত্যাগে।।

পূঁছিহু নাথ রাম কটকাঈ। বদন কোটি সত বরনি না জাঈ।।
নানা বরন ভালু কপি ধারী। বিকটানন বিসাল ভয়কারী।।

জেহিঁ পুর দহেউ হতেউ সুত তোরা। সকল কপিন্হ মহঁ তেহি বলু থোরা।
অমিত নাম ভট কঠিন করালা। অমিত নাগ বল বিপুল বিসালা।।

*চৌপাই*— দশানন রাবণ হেসে তাকে প্রশ্ন করল—ওরে শুক ! চুপ করে না থেকে খবর বল। আর যার শিয়রে মৃত্যু দণ্ডায়মান, সেই বিভীষণের খবর বল॥ ২ ॥ মূর্খ এখানে ছিল, রাজত্ব করছিল। সেই হতভাগা তো এখন যবের কীটের মতন মরবে। (অর্থাৎ যেমন যবের কীট যবের সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তেমনভাবেই এই বিভীষণ নর-বানরদের সঙ্গে একসঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে)। আর ঋক্ষ-বানর সৈন্যবাহিনীর কথা বল। তারা তো কাল প্রেরিত হয়ে মারা পড়তে এখানে উপস্থিত হয়েছে॥ ৩ ॥ সমুদ্র দয়া করে ঋক্ষ-বানরদের জীবন-রক্ষক হয়ে আছে তাই ঋক্ষ-বানরগণ এখনও বেঁচে আছে (অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে থেকে তাদের রক্ষা না করলে এতদিনে রাক্ষসেরা তাদের খেয়ে ফেলত)। আর সেই তাপসদের কথা আমি জানতে চাই যারা আমার ভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে॥ ৪ ॥

*দোহা—তাদের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে না তারা ভয়ে তোর যাওয়ার আগেই পলায়ন করেছে ? শত্রুসৈন্য সংখ্যা কত ? তাদের শক্তি কেমন ? তুই এত বিহ্বল চিত্ত কেন ? ৫৩ ॥*

*চৌপাই*— (দূত বলল—) হে নাথ ! যেমন কৃপা করে প্রশ্ন করেছেন তেমনভাবেই কৃপা করে শান্ত হয়ে আমার কথা শুনুন (অর্থাৎ আমার কথায় বিশ্বাস করুন)। যখন আপনার অনুজ সাক্ষাৎ করলেন তখনই শ্রীরামচন্দ্র তাঁর রাজটিকা করে দিলেন॥ ১ ॥ আমি রাবণের দূত জেনে বানরগণ আমার উপর খুব অত্যাচার করেছে ; এমনকী তারা আমার নাসিকা-কর্ণ ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের নামে শপথ নিয়ে তবে আমি রেহাই পেয়েছি॥ ২ ॥ হে নাথ ! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের বানর সৈন্য কেমন জানতে চেয়েছেন। তাদের বর্ণনা দেওয়া তো শতকোটি মুখেও সম্ভব নয়। রংবেরং-এর ঋক্ষ ও বানর। বিকট তাদের মুখ, বিকট তাদের শরীর। তারা অতি ভয়ংকর॥ ৩ ॥ যে বানর নগরদহন করেছিল আর আপনার পুত্র অক্ষয়কুমারকে বধ করেছিল তার শক্তি তো অপেক্ষাকৃত কম। তাদের মধ্যে বহু জগদ্বিখ্যাত কীর্তিমান ভয়ংকর যোদ্ধা আছে। তাদের দেহে অসংখ্য হস্তীর বল আর তারা বিশাল দর্শন॥ ৪ ॥

দোহা (৫৪)

দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদ গদ বিকটাসি।
দধিমুখ কেহরি নিসঠ সঠ জামবন্ত বলরাসি॥

চৌপাই (১—৪)

এ কপি সব সুগ্রীব সমানা। ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা॥
রাম কৃপাঁ অতুলিত বল তিন্হহীঁ। তৃন সমান ত্রৈলোকহি গনহীঁ॥

অস মৈঁ সুনা শ্রবন দসকন্ধর। পদুম অঠারহ জূথপ বন্দর॥
নাথ কটক মহঁ সো কপি নাহীঁ। জো ন তুম্হহি জীতৈ রন মাহীঁ॥

পরম ক্রোধ মীজহিঁ সব হাথা। আয়সু পৈ ন দেহিঁ রঘুনাথা॥
সোষহিঁ সিন্ধু সহিত ঝষ ব্যালা। পূরহিঁ ন ত ভরি কুধর বিসালা॥

মর্দি গর্দ মিলবহিঁ দসসীসা। ঐসেই বচন কহহিঁ সব কীসা॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ সহজ অসঙ্কা। মানহুঁ গ্রসন চহত হহিঁ লঙ্কা॥

দোহা (৫৫)

সহজ সূর কপি ভালু সব পুনি সির পর প্রভু রাম।
রাবন কাল কোটি কহুঁ জীতি সকহিঁ সংগ্রাম॥

চৌপাই (১—২)

রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈ। সেষ সহস সত সকহিঁ ন গাঈ॥
সক সর এক সোষি সত সাগর। তব ভ্রাতহি পূঁছেউ নয় নাগর॥

তাসু বচন সুনি সাগর পাহীঁ। মাগত পন্থ কৃপা মন মাহীঁ॥
সুনত বচন বিহসা দসসীসা। জৌঁ অসি মতি সহায় কৃত কীসা॥

*দোহা—দ্বিবিধ, ময়ন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, গদ, বিকটাস্য, দধিমুখ, কেশরী, নিশঠ, শঠ ও জাম্ববান—এরা সকলেই এক একটি শক্তিপুঞ্জরূপে পরিচিত॥ ৫৪ ॥*

*চৌপাই*—এই বানরসকল শক্তিতে সুগ্রীবের সমতুল্য। সংখ্যায় তারা কোটি কোটি। তাদের গুণে শেষ করা যাবে না। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তারা সকলেই অতুলনীয় শক্তিধর। এরা ত্রিভুবনকে তৃণসম (তুচ্ছ) জ্ঞান করে॥ ১ ॥ হে দশগ্রীব ! আমি শুনেছি যে বানর সেনাপতিদের সংখ্যাই অষ্টাদশ পদ্ম। হে নাথ ! ওই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন একজনও নেই যে আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম নয়॥ ২ ॥ তারা সকলেই হাত গুটিয়ে রেগে বসে আছে। শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতির জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে। বানরগণ বলছিল—তারা মৎস্য ও সর্পসমেত সমুদ্রকে বিশুষ্ক করে ফেলবে অথবা বিশালাকার পর্বত শিলা দিয়ে সমুদ্র ভরাট করে দেবে॥ ৩ ॥ আর রাবণকে মর্দন করে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। এমনই তাদের কথাবার্তা। তারা কিন্তু স্বভাবে নিঃশঙ্ক। তাদের তর্জন-গর্জন দেখে মনে হয় তারা যেন লঙ্কাকেই গ্রাস করে ফেলবে॥ ৪ ॥

*দোহা—ঋক্ষ বানরদের মধ্যে সকলেই মহাবীর। উপরন্তু তাদের উপরে প্রভু (সর্বেশ্বর) শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ বর্তমান। হে রাবণ ! তারা কোটি কালকেও পর্যুদস্ত করতে সক্ষম॥ ৫৫ ॥*

*চৌপাই*—শ্রীরামচন্দ্র অমিত তেজ (সামর্থ্য), বল ও বুদ্ধিসম্পন্ন ; তার বর্ণনা শতকোটি শেষনাগের পক্ষেও শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি এক শরাঘাতে সমুদ্র বিশুষ্ক করে দিতে সক্ষম কিন্তু নীতিপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্র (নীতি মর্যাদা রক্ষায়) আপনার অনুজের পরামর্শ আহ্বান করেছিলেন॥ ১ ॥ আপনার অনুজের পরামর্শ অনুসারে তিনি (শ্রীরামচন্দ্র) সাগরের কাছে পথ প্রার্থনা করলেন কারণ তিনি অপরিসীম কৃপালু (আর তাই সমুদ্রকে বিশুষ্ক করতে তিনি চাননি)। দূতের মুখে এইকথা শ্রবণ করে রাবণ খুব জোরে হেসে উঠল আর বলল—বুঝতে পেরেছি বুদ্ধির দৌড় ! নাহলে কেউ বানরদের সাহায্য নেয় ! ২ ॥

চৌপাই (৩—৫)

সহজ ভীরু কর বচন দৃঢ়াঈ। সাগর সন ঠানী মচলাঈ॥
মূঢ় মৃষা কা করসি বড়াঈ। রিপু বল বুদ্ধি থাহ মৈঁ পাঈ॥
সচিব সভীত বিভীষন জাকেঁ। বিজয় বিভূতি কহাঁ জগ তাকেঁ॥
সুনি খল বচন দূত রিস বাঢ়ী। সময় বিচারী পত্রিকা কাঢ়ী॥
রামনুজ দীন্হী যহ পাতী। নাথ বচাই জুড়াবহু ছাতী॥
বিহসি বাম কর লীন্হী রাবন। সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন॥

দোহা (৫৬ ক, খ)

বাতন্হ মনহি রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
রাম বিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্নু অজ ঈস॥
কী তজি মান অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভৃঙ্গ।
হোহি কি রাম সরানল খল কুল সহিত পতঙ্গ॥

চৌপাই (১—৪)

সুনত সভয় মন মুখ মুসুকাঈ। কহত দসানন সবহি সুনাঈ॥
ভূমি পরা কর গহত অকাসা। লঘু তাপস কর বাগ বিলাসা॥
কহ সুক নাথ সত্য সব বানী। সমুঝহু ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী॥
সুনহু বচন মম পরিহরি ক্রোধা। নাথ রাম সন তজহু বিরোধা॥
অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ। জদ্যপি অখিল লোক কর রাউ॥
মিলত কৃপা তুম্হ পর প্রভু করিহী। উর অপরাধ ন একউ ধরিহী॥
জনকসুতা রঘুনাথহি দীজে। এতনা কহা মোর প্রভু কীজে॥
জব তেহিঁ কহা দেন বৈদেহী। চরন প্রহার কীন্হ সঠ তেহী॥

*চৌপাই*— ভীরুস্বভাব বিভীষণের কথায় তারা (শ্রীরামচন্দ্র) সমুদ্রের কাছে বালকসম আবদার করছে ! ওরে মূর্খ ! ঢের হয়েছে ! কেবল বড় বড় কথা বলে যাচ্ছিস। শত্রুর (শ্রীরামচন্দ্রের) বল ও বুদ্ধির দৌড় আমি বুঝতে পেরে গিয়েছি॥ ৩ ॥ ভীরু বিভীষণ যার সচিব তার বিজয় ও বিভূতি (ঐশ্বর্য) লাভ করা অসম্ভব। দুষ্ট রাবণের কথায় দূত রেগে উঠল আর উপযুক্ত সময় সমাগত মনে করে শ্রীলক্ষ্মণের বার্তা বার করল॥ ৪ ॥ (আর সে বলল—) শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ শ্রীলক্ষ্মণ এই বার্তা প্রেরণ করেছেন। হে নাথ ! এটির অর্থোদ্ধার করে চিত্ত শান্ত করুন। রাবণ হেসে সেটি বাম হস্তে গ্রহণ করল আর মন্ত্রীকে ডেকে সেই মূর্খ (রাবণ) তা (সভায়) পাঠ করতে বলল॥ ৫ ॥

*দোহা—(বার্তা এইরূপ ছিল) ওরে মূর্খ ! কেবল বড় বড় কথা বলে মনকে মদমত্ত করে নিজ কুলক্ষয় থেকে বিরত হয়ে যা ! শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবেন না॥ ৫৬ (ক)॥ (তোর সম্মুখে এখন দুইটি পথ খোলা) হয় অহংকার ত্যাগ করে তোর অনুজ বিভীষণসম শ্রীপ্রভুর পদপঙ্কজের ভ্রমর হয়ে যা অথবা ওরে দুষ্ট ! শ্রীরামচন্দ্রের শররূপ অগ্নিতে সপরিবারে পতঙ্গসম দগ্ধ হয়ে যা। (যেটা ভালো লাগে তাই কর)॥ ৫৬ (খ)॥*

*চৌপাই*—বার্তা শ্রবণ করে রাবণ মনে মনে ভয় পেল আর তা ঢাকবার জন্য মুচকি হেসে বলে উঠল—মাটিতে পড়ে থেকে আকাশকে ধরবার সাধ হয়েছে ! এই লঘু তাপস (শ্রীলক্ষ্মণ) কেবল বাগজাল বিস্তার করছে ! (বড় আজেবাজে বকছে !)॥ ১ ॥ শুক (দূত) বলল—হে নাথ ! অহংকার ভুলে (এই বার্তার) প্রতিটি কথা সত্য বলে মেনে নিন। ক্রোধ পরিহার করে আমার কথা শুনুন। হে নাথ ! শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা থেকে সরে আসুন॥ ২ ॥ শ্রীরঘুনাথ ত্রিলোকেশ্বর হলেও অতিশয় কোমল স্বভাবের। সাক্ষাৎ হলেই তিনি আপনার উপর কৃপা (অবশ্যই) করবেন আর আপনার অপরাধসকল ভুলে যাবেন॥ ৩ ॥ জনকনন্দিনীকে শ্রীরঘুনাথের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন। হে প্রভু ! আমার এই অনুরোধ আপনি রাখুন। দূত সীতাদেবীর প্রত্যর্পণের কথা বলতেই দুষ্ট রাবণ তাকে পদাঘাত করল॥ ৪ ॥

চৌপাই (৫—৬)

নাই চরন সিরু চলা সো তহাঁ। কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক জহাঁ।।
করি প্রনামু নিজ কথা সুনাঈ। রাম কৃপাঁ আপনি গতি পাঈ।।

রিষি অগস্তি কীঁ সাপ ভবানী। রাছস ভয়উ রহা মুনি গ্যানী।।
বন্দি রাম পদ বারহিঁ বারা। মুনি নিজ আশ্রম কহুঁ পগু ধারা।।

দোহা (৫৭)

বিনয় ন মানত জলধি জড় গএ তীনি দিন বীতি।
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি।।

চৌপাই (১—৪)

লছিমন বান সরাসন আনূ। সোষৌঁ বারিধি বিসিখ কৃসানূ।।
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতী। সহজ কৃপন সন সুন্দর নীতী।।

মমতা রত সন গ্যান কহানী। অতি লোভী সন বিরতি বখানী।।
ক্রোধিহি সম কামিহি হরিকথা। উসর বীজ বএঁ ফল জথা।।

অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা। যহ মত লছিমন কে মন ভাবা।।
সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করালা। উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা।।

মকর উরগ ঝষ গন অকুলানে। জরত জন্তু জলনিধি জব জানে।।
কনক থার ভরি মনি গন নানা। বিপ্র রূপ আয়উ তজি মানা।।

দোহা (৫৮)

কাটেহিঁ পই কদরী ফরই কোটি জতন কোউ সীঁচ।
বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাটেহিঁ পই নব নীচ।।

*চৌপাই*—সেও (বিভীষণের মতো) রাবণের চরণে প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করল। সে (শ্রীরামচন্দ্রকে) প্রণাম নিবেদন করে ঘটনা বৃত্তান্ত বলল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তার নিজ গতি (মুনির স্বরূপ) লাভ হল॥ ৫ ॥ (মহাদেব বললেন—) হে ভবানী ! সে এক জ্ঞানী মুনি ছিল। অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে তার রাক্ষসজন্ম হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে বারে বারে প্রণাম করে মুনি নিজ আশ্রমে গমন করলেন॥ ৬ ॥

*দোহা—তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল কিন্তু জড় সমুদ্রের দিক থেকে অনুনয়-বিনয়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র কুপিত হয়ে বললেন—ভয় ছাড়া প্রীতি হয় না (সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি !)॥ ৫৭॥*

*চৌপাই*—হে লক্ষ্মণ ! ধনুর্বাণ নিয়ে এসো। আমি অগ্নিবাণে সমুদ্র শোষণ করে নেব। মূর্খের প্রতি বিনয় প্রদর্শন, কুটিলের সঙ্গে প্রীতি, স্বভাবে কৃপণের সঙ্গে সুনীতি বচন (ঔদার্য উপদেশ দান), মমতায় নিত্যযুক্তকে জ্ঞান দান, অতি লোভীর সঙ্গে বৈরাগ্যের কথা, কুপিত ব্যক্তির সঙ্গে শম (শান্তি) আলোচনা ও কামনাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকথা আলোচনা অনুর্বর ভূমিতে বীজ বপনসম (বৃথা কার্য) হয়ে থাকে (অর্থাৎ তা ফলপ্রসূ হয় না)॥ ১-২ ॥ এই কথা বলে শ্রীরঘুপতি ধনুকে জ্যারোপ করলেন। তাঁর এই কার্য শ্রীলক্ষ্মণের মনঃপূত হল। অতঃপর শ্রীপ্রভু ভয়ংকর (অগ্নি) বাণ আহ্বান করলেন যাতে সমুদ্রের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে গেল॥ ৩ ॥ মকর, সর্প, মৎস্যাদি সামুদ্রিক জীবসকল ব্যাকুল হয়ে পড়ল। জীবসকল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানতে পেরে সমুদ্র অহংকার ত্যাগ করে সুবর্ণ পাত্রে বহু মণিমুক্ত (রত্নরাজি) নিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এল॥ ৪ ॥

*দোহা—(কাকভুশণ্ডি বললেন) হে শ্রীগরুড় ! শুনুন ! কোটি উপায়ে সিঞ্চন করলেও, না কাটলে কলাগাছে ফলন হয় না। নীচ ব্যক্তি বিনয়ের ভাষা বোঝে না। তাকে বাঁকা পথে (তিরস্কার, ভয় দেখিয়ে) ঠিক করতে হয়॥ ৫৮ ॥*

## চৌপাই (১—৪)

সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে। ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে॥
গগন সমীর অনল জল ধরনী। ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী॥

তব প্রেরিত মায়াঁ উপজাএ। সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থনি গাএ॥
প্রভু আয়সু জেহি কহঁ জস অহঈ। সো তেহি ভাঁতি রহেঁ সুখ লহঈ॥

প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী। মরজাদা পুনি তুম্হরী কীন্হী॥
ঢোল গবাঁর সূদ্র পসু নারী। সকল তাড়না কে অধিকারী॥

প্রভু প্রতাপ মৈঁ জাব সুখাঈ। উতরিহি কটকু ন মোরি বড়াঈ॥
প্রভু অগ্যা অপেল শ্রুতি গাঈ। করৌঁ সো বেগি জো তুম্হহি সোহাঈ॥

## দোহা (৫৯)

সুনত বিনীত বচন অতি কহ কৃপাল মুসুকাই।
জেহি বিধি উতরৈ কপি কটকু তাত সো কহহু উপাই॥

## চৌপাই (১—৪)

নাথ নীল নল কপি দ্বৌ ভাঈ। লরিকাঈ রিষি আসিষ পাঈ॥
তিন্হ কেঁ পরস কিএঁ গিরি ভারে। তরিহহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে॥

মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভু প্রভুতাঈ। করিহউঁ বল অনুমান সহাঈ॥
এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইঅ। জেহিঁ যহ সুজসু লোক তিহুঁ গাইঅ॥

এহিঁ সর মম উত্তর তট বাসী। হতহু নাথ খল নর অঘ রাসী॥
সুনি কৃপাল সাগর মন পীরা। তুরতহিঁ হরী রাম রনধীরা॥

দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী। হরষি পয়োনিধি ভয়উ সুখারী॥
সকল চরিত কহি প্রভুহি সুনাবা। চরন বন্দি পাথোধি সিধাবা॥

*চৌপাই*— ভীত সমুদ্র শ্রীপ্রভুর চরণ ধারণ করে বলল—হে নাথ ! আমার দোষসকল ক্ষমা করে দিন। হে প্রভু ! ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সবই তো জড়-প্রকৃতিযুক্ত ॥ ১ ॥ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনারই ইচ্ছায় মায়া এদের সৃষ্টি করেছে—শাস্ত্রবচন তো এইরূপই বলে। শ্রীপ্রভুর বিধানে যে যেখানে যেমন, তেমনভাবে থেকেই সুখ পেয়ে থাকে॥ ২ ॥ শ্রীপ্রভু আমাকে শাসন করে সমুচিত কার্য করেছেন কিন্তু মর্যাদাও (জীবের স্বভাবও) তো আপনারই সৃষ্টি। ঢোল, গ্রাম্যব্যক্তি, শূদ্র, পশু ও নারী— এরা সকলেই শিক্ষার অধিকারী অর্থাৎ এরা যথাযথ শিক্ষা পাওয়ার পাত্র॥ ৩ ॥ শ্রীপ্রভুর প্রতাপে আমি বিশুষ্ক হয়ে পড়ব আর ঋক্ষ-বানর সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করে যাবে—এতে যে আমার মর্যাদা খর্ব হবে। বেদ বলেন যে, শ্রীপ্রভুর আদেশ অবশ্য পালনীয়। তাই বলুন ! আমাকে কী করতে হবে ? ॥ ৪ ॥

*দোহা—সমুদ্র এইভাবে বিনীত বচনে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করতে প্রয়াসী হল। তখন কৃপালু শ্রীরামচন্দ্র হাস্য বদনে বললেন—হে তাত ! এমন উপায় বলো যাতে বানরসৈন্য সাগর পার করতে সক্ষম হয়॥ ৫৯ ॥*

*চৌপাই*—(সমুদ্র বলল—) হে নাথ ! সহোদর নীল ও নল শৈশবে ঋষির কাছে আশীর্বাদ লাভ করেছিল। আপনার কৃপায় তাদের স্পর্শ লাভ করে বিশাল প্রস্তরখণ্ড সকল সমুদ্রের উপর ভেসে থাকবে॥ ১ ॥ আমিও আপনার কৃপা চিত্তে ধারণ করে (সাধ্যমতো) আপনাকে সাহায্য করতে প্রয়াসী হব। হে নাথ ! এইভাবে আপনি সমুদ্রবন্ধন (লীলা) করুন। ত্রিলোকে ভক্তগণ তার যশঃকীর্তন করবেন॥ ২ ॥ আমার উত্তর তটে কিন্তু দুষ্ট পাপীদের অত্যাচারে আমি ক্লিষ্ট— আপনি এই শরের দ্বারা তাদের সংহার করে আমাকে রক্ষা করুন। কৃপালু রণকুশল শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের ক্লেশের কথা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ তা হরণ করে দিলেন (অর্থাৎ শরাঘাতে তাদের বধ করলেন)॥ ৩ ॥ শ্রীরামচন্দ্রের অমিত শক্তি ও পৌরুষের নিদর্শন পেয়ে সমুদ্র আনন্দে সুখানুভূতি লাভ করল। সে সেইসকল দুষ্টদের কুকীর্তিসকল শ্রীপ্রভুকে বলল। অতঃপর সে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মে বন্দনা করে প্রত্যাগমন করল॥ ৪ ॥

ছন্দ

নিজ ভবন গবনেউ সিন্ধু শ্রীরঘুপতিহি যহ মত ভায়উ।
যহ চরিত কলি মলহর জথামতি দাস তুলসী গায়উ॥
সুখ ভবন সংসয় সমন দবন বিষাদ রঘুপতি গুন গনা।
তজি সকল আস ভরোস গাবহি সুনহি সন্তত সঠ মনা॥

দোহা (৬০)

সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিন্ধু বিনা জলজান॥

ছন্দ—সমুদ্র ঘরে ফিরে গেল আর শ্রীরঘুপতি সমুদ্রের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তুলসীদাস সাধ্যানুসারে কলি-কলুষহারী চরিতাবলীর কীর্তন করলেন। শ্রীরঘুনাথ আদর্শ সুখদায়ক, সন্দেহনিবারক ও বিষাদ হরণকারী। ওরে মূর্খ মন ! তুই জগতের কামনা-বাসনা (আশা-আকাঙ্ক্ষা) ত্যাগ করে সতত তাঁর শ্রবণ-কীর্তনে নিত্যযুক্ত হয়ে যা॥

*দোহা—শ্রীরঘুনাথের গুণগানসকল অতিশয় সুন্দর ও সর্বমঙ্গল প্রদায়ক। তা সমাদরে শ্রবণ-কীর্তন যে করবে সে জলযান (অন্য সাহায্য) ছাড়াই ভবসাগর অতিক্রম করে যাবে॥ ৬০*

**ইতি শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকলকলিকলুষবিধ্বংসনে পঞ্চমঃ সোপানঃ সমাপ্তঃ।**

কলিযুগের সমস্ত পাপনাশকারী শ্রীরামচরিতমানসের অন্তর্গত সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত হল।

(সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত)

॥ শ্রীহরি ॥

# গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে

সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 556 গীতা-দর্পণ

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 1577 শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)

(৫) 1744 শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৬) 1574 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)

(৭) 1660 সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)

(৮) 1662 শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(৯) 13 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 গীতা প্রবোধনি

(১২) 1393 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(১৪) 1444 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১৫) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৬) 954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাঈ-এর সরল অনুবাদ।

(১৭) 275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১৮) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

(১৯) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২০) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(২১) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২২) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৪) 1358 কর্ম রহস্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৫) 1122 মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৬) 276 পরমার্থ পত্রাবলী

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(২৭) 816 কল্যাণকারী প্রবচন

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৮) 1460 বিবেক চূড়ামণি (মূলসহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৯) 1454 স্তোত্ররত্নাবলী

সুপ্রসিদ্ধ বিভিন্ন স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩০) 1603 উপনিষদ্
(৩১) 1604 পাতঞ্জলযোগ
(৩২) 903 সহজ সাধনা
(৩৩) 312 আদর্শ নারী সুশীলা
(৩৪) 1415 অমৃত-বাণী
(৩৫) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র
(৩৬) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
(৩৭) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
(৩৮) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি
(৩৯) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন
(৪০) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৪১) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা
(৪২) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৪৩) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
(৪৪) 1784 প্রেমভক্তিপ্রকাশ তথা ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৪৫) 1303 সাধকদের প্রতি
(৪৬) 1579 সাধনার মনোভূমি
(৪৭) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়
(৪৮) 1581 গীতার সারাৎসার
(৪৯) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৫০) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৫১) 1513 মূল্যবান কাহিনী
(৫২) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৫৩) 956 সাধন এবং সাধ্য
(৫৪) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৫৫) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৫৬) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৫৭) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৫৮) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৫৯) 469 মূর্তিপূজা
(৬০) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৬১) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৬২) 1742 শরণাগতি
(৬৩) 1786 মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্
(৬৪) 1785 ভাগবতের মণিমুক্তো

অন্যান্য

(৬৫) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন
(৬৬) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৬৭) 1787 মহাবীর হনুমান
(৬৮) 1043 নবদুর্গা
(৬৯) 1096 কানাই
(৭০) 1097 গোপাল
(৭১) 1098 মোহন
(৭২) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৭৩) 1292 দশাবতার
(৭৪) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৭৫) 1652 নবগ্রহ
(৭৬) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৭৭) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৭৮) 1495 ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৭৯) 1496 পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৮০) 1659 শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৮১) 626 হনুমানচালীসা
(৮২) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৮৩) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৮৪) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৮৫) 1743 শ্রীশিবচালীসা
(৮৬) 1795 মনকে বশ করা কিছু উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(৮৭) 1797 স্তবমালা
(৮৮) সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(৮৯) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম